৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০০০

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৪র্থ বর্ষঃ	১ম সংখ্যা
রজব - শা'বান	১৪২১ হিঃ
আশ্বিন ও কার্তিক	১৪০৭ বাং
অক্টোবর	২০০০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- প্রবন্ধঃ
  - সূরা হুজুরাতের সামাজিক শিক্ষা ০৭
    - শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
  - মাহে রজবঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা ১১
    -সাঈদুর রহমান
  - কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পারস্পরিক অংশগ্রহণের বিপদ ১৩
    -অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - রাজ্য-রাজা-রাজ সিংহাসন ১৬
    - মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
  - প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ ২০
    -আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
- ছাহাবা চরিত
  - হযরত জা'ফর বিন আবু ত্বালেব (রাঃ) ২২
    - কামরুয্যামান বিন আব্দুল বারী
- অর্থনীতির পাতা
  - প্রতারণার অপর নাম জিজিএন ২৭
    - শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- নবীনদের পাতা
  - কুরআন-হাদীছের মানদণ্ডে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা ৩১
    - নূরুল ইসলাম
- হাদীছের গল্প
  - লোক দেখানো আমলের পরিণাম ৩৩
    - মুহাম্মাদ হাসানুযযামান
- কবিতা ৩৪
  - ০ সূরা নাস -মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী ০ বৃথা বড়াই -ডাঃ আবুবকর ছিদ্দীক
  - ০ তুমি কে? -আব্দুল মবীন সরকার ০ জিহাদ -মুহাম্মাদ ইবরাহীম খলীল
- মহিলাদের পাতা ৩৫
  - ইসলামের দৃষ্টিতে সততা
    -মুসাম্মাৎ আখতার বানু
- সোনামণিদের পাতা ৩৬
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৯
- মুসলিম জাহান ৪৩
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৪
- সংগঠন সংবাদ ৪৪
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

c®Q` cwiwPwZ : ZvInx` UwĎ (¥iwR:)-Gi ¤m¨R¥bÀ bewbwg|Z MqbvKwo Avn¥j nv`xm R¥g gmwR`,¥kicj, eÏov

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

ভেসে গেল স্বপ্নসাধ!

মাসিক **আত-তাহরীক**-এর ৪র্থ বর্ষের প্রথম সম্পাদকীয় লিখতে হচ্ছে এমন এক সময় যখন আকস্মিক প্রলয়ংকরী বন্যায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৭টি যেলা বিশেষ করে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত যশোরের শার্শা উপযেলা ও 'বন্যামুক্ত এলাকা' বলে পরিচিত সাতক্ষীরা যেলা উজানের দেশ থেকে আসা অথৈ প্লাবনে ডুবে আছে। বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তাদের ভিটেমাটি, বাড়ী-ঘর ও মূল্যবান তৈজসপত্র, অতি আদরের গবাদিপশু এমনকি কোলের সন্তানটিকেও। ভেসে গেছে বাড়ীর হাঁস-মুরগী, পুকুরের পোষা মাছ ও ঘেরের কোটি কোটি টাকার মৎস্য সম্পদ। একটি গ্রামের একই মা-বাবার কাছ থেকে নিষ্ঠুর বন্যা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ১৫, ৭ ও ৩ বছরের তিন তিনটি নাবালক সন্তানকে। বোবা হয়ে গেছে পিতা, বিলাপ বকছে মাতা। কালকে যাদের সব ছিল, আজ তারা নিঃস্ব বানভাসি। কাল যারা ভিক্ষা দিত, আজ তারা ভিক্ষাপ্রার্থী। কাল যাদের ঘরে ছিল হাসি-কান্না ও আনন্দের কলরোল, আজ তাদের সেই সাজানো বাড়ি, গোছানো ঘরের চিহ্নমাত্র নেই। হারিয়ে গেছে তাদের মুখের হাসি, হারিয়ে গেছে ভাষা, ভেসে গেছে তাদের সকল স্বপ্নসাধ। বিধ্বস্ত ঘর-বাড়ি, বিনষ্ট ফসলাদি, ক্ষুধার্ত গবাদিপশু ও দিশেহারা মানবতার আহাজারিতে ক্রমেই ভারী হ'য়ে উঠছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আকাশ-বাতাস।

কিন্তু কেন হঠাৎ এ বন্যা? কেউ বলছেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কেউ বলছেন 'মা গঙ্গার ক্রোধ' কেউ বলছেন ভৌগলিক কারণেই এটা হয়েছে। অর্থাৎ উজানের দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বন্যা হয়েছে। সেকারণ বাংলাদেশেও বন্যা হয়েছে। এতে আর বিস্ময়ের কি আছে। যদি বলা হয়, তাহ'লে এতদঞ্চলে গত দু'শো বছরে এমন বন্যা হয়নি কেন? ভূগোলবিদগণ এ প্রশ্নের জবাব কি দিবেন জানিনা। তবে এবিষয়ে দলমত নির্বিশেষে সবাই একমত যে, আকস্মিক এ বন্যা উজান দেশ থেকে আসা বিপুল পানিরাশির ফল। গত ১৭ হ'তে ২১শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে একই সময়ে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। সে পানির তোড় সামাল দিতে না পেরে ফারাক্কা বাঁধের চালু সকল গেট খুলে দেওয়া হয়। নীচে পলিমাটি জমে যাওয়াতে ফারাক্কা বাঁধের মোট ১০৯টি স্লুইস গেইট-এর ৫২টি খোলা যায়নি। বাকী ৫৭টি গেইট দিয়ে অন্ততঃ ১৪ লাখ কিউসেক পানি একসাথে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ায় চাপাই নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি যেলা বন্যাকবলিত হয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, যদি ১০৯টি গেইটের সব ক'টি খুলে দেওয়া সম্ভব হ'ত, তাহ'লে ১৯৮৮ সালের মত ভয়াবহ বন্যায় ঢাকাসহ বাংলাদেশের ৩০টি যেলা বন্যাকবলিত হয়ে মহাবিপর্যয় দেখা দিত। ফারাক্কার সকল গেইট একসঙ্গে খুলে দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় বাধাগ্রস্ত ভীষণ স্রোত রুদ্র রোষে ফুঁসে উঠে গঙ্গার অন্যান্য শাখা-প্রশাখা যেমন ভাগীরথী ও তৎসংলগ্ন জলঙ্গী, মহানন্দা, সাপার, ভৈরব, চুন্নী, কোদলা, ধরলা, বেতনা, ইছামতি, সোনাই প্রভৃতি মরা ও আধামরা নদীর বাঁধভাঙ্গা পানি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি যেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ডুবিয়ে দেয় ও অন্ততঃ দেড় কোটি মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমতাবস্থায় ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী, জলাঙ্গী, মহানন্দা, ইছামতি ও ধরলা নদী ও পরবর্তীতে সোনাই নদীর বাঁধসমূহ কেটে দেওয়ায় প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোর ও সাতক্ষীরার ভারত সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি চোখের পলকে তলিয়ে যায়। পরে বর্তমানে অন্য যেলাগুলিতে পানি যত কমছে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী যেলা সাতক্ষীরাতে পানি তত বাড়ছে। ফলে সমস্ত সাতক্ষীরা যেলা বর্তমানে বন্যায় তলিয়ে গেছে। নদী-নালা কম অথবা ভরাট এবং রাস্তা ও বাঁধের সংখ্যা বেশী হওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হ'তে যাচ্ছে। ফলে লাখ লাখ পানিবন্দী, ক্ষুধার্ত, অর্ধমৃত, আর্তমানবতার করুণ আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ক্রমে ভারী হয়ে উঠছে।

মূলতঃ প্রথমে চাপাই নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ এবং পরে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৭টি যেলাসহ মোট ১১টি যেলা এই ভয়াবহ প্লাবনের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছে। প্রায় আড়াই কোটির বেশী মানুষ এই ভয়াবহ বন্যায় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও নিশ্চিহ্ন হয়েছে লাখ লাখ ঘরবাড়ি ও ফলনোন্মুখ সোনার ধান ও অন্যান্য ফসলাদি। মারা গেছে অসংখ্য গবাদি পশু, হাস-মুরগী ইত্যাদি। অনাহারে, সাপের কামড়ে, ডাকাতের হামলায়, পানিতে ডুবে মারা গেছে অসংখ্য। যারা বেঁচে আছে বাঁধের টোলে, গাছের ডালে, রাস্তার মাচায় বা কলাগাছের ভেলায়, তারা রোগ ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় আশ্রয়ের অভাবে অসহায় ভাবে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। আসছে দুরন্ত শীত মৌসুম। মাঠে নেই ফসল, গোয়ালে নেই গরু-ছাগল, ডোবে নেই হাঁস-মুরগী, পুকুরে নেই মাছ, কি দিয়ে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করবে..।

এক্ষণে প্রশ্নঃ পশ্চিমবঙ্গের দেড় কোটি ও বাংলাদেশের আড়াই কোটি অন্যূন চার কোটি বনু আদমের উপরে কেন নেমে এল এই আকস্মিক মহা প্লাবন? এর একমাত্র জবাবঃ **ফারাক্কা**। ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে গঙ্গার স্বাভাবিক স্রোতধারাকে বাধাগ্রস্ত করার ফলশ্রুতিতে গঙ্গা ও তার শাখা নদী সমূহে পলিমাটি জমে গভীরতা হারিয়েছে। ফলে স্থলভাগের বৃষ্টিপাতের পানি এবং হিমালয়ের বরফগলা পানি ধারণের ক্ষমতা হারিয়ে সেখানে সর্বদা বন্যা প্রবণতা বিরাজ করছে। ফলে একটুতেই Over flow হয়ে পানি উপচে পড়ে ও একদিকে বন্যা অন্যদিকে নদীভাঙ্গন চলে সমানে। সেই সঙ্গে এবারে যোগ হয়েছে পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম কিনারে অবস্থিত বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যের বাঁধভাঙ্গা পানির স্রোত। ফলে ডুবছে মানুষ, ভাঙ্গছে ঘর-বাড়ি। বাজার-ঘাট, মসজিদ-মন্দির সবকিছু। এভাবে ফারাক্কার কারণে গঙ্গা-পদ্মা অববাহিকা অঞ্চলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে গ্রাম ও জনপদ। শুরু হয়েছে এক মহা মানব বিপর্যয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মানুষের আজ অভিন্ন সমস্যা হ'ল ফারাক্কা। অতএব গঙ্গা ও পদ্মার স্বাভাবিক স্রোতধারাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট নদী গবেষক কপিল ভট্টাচার্য ফারাক্কা বাঁধের ঘোর বিরোধী ছিলেন। যার জন্য তাকে ভারত সরকারের নানা প্রকার নিগ্রহের শিকার হ'তে হয়। এতদিনে তার কথাই সত্য প্রমাণিত হ'ল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এ ব-দ্বীপ এলাকায় প্রতিবছর বান-বর্ষা হয়েই থাকে। কিন্তু ফারাক্কার কারণে বন্যার এ ভয়াল রূপ প্রতিবছরই আঘাত হানবে বলে ধরে নেওয়া যায়।

উত্তরণের উপায়ঃ ভারতের নেতাদের উদার হ'তে হবে। ভাটির দেশের মানুষ হিসাবে বাংলাদেশের মানুষকে মানুষ হিসাবে মূল্যায়ন করতে হবে। সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে তাদের বাঁচার স্বার্থে তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করে এই মরণ বাঁধ ফারাক্কা, গোজলডোবা, বরাক সহ ৫৪টি অভিন্ন নদীতে দেওয়া বাঁধগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অতঃপর নদীসমূহের স্বাভাবিক স্রোতধারা থেকে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ের সহযোগিতায় 'পানি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট' চালু করতে হবে। ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের বেশ কয়েক বছর পূর্বে জনৈক মার্কিন বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র দিয়ে প্রতি বছর প্রায় ১০০ কোটি একর ফিট পানি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এই পানিকে কাজে লাগিয়ে ভারত ও পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) উভয়েই লাভবান হ'তে পারে। কেবল মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপরে এখন যেভাবে তাদের নির্ভর করতে হয়, পদ্মার এই বিপুল পানিরাশির ব্যবহার তাদের সেই বৃষ্টি নির্ভরতাকে বিশেষভাবে কমিয়ে দিতে পারে। ..এই বিপুল পরিমাণ পানি দিয়ে প্রতিবছর প্রায় ৭ কোটি একর জমিতে পানি সেচ করা সম্ভব হবে'। এক্ষণে আমাদের প্রশ্নঃ ভারতে কি কোন ঠাণ্ডা মাথার ও জনদরদী নেতা নেই? যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মানুষের প্রতি সত্যিকারের দরদী হয়ে উপরোক্ত পানি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে পারেন?

পরিশেষে আমরা মনে করি, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বর্তমানে প্রলয়ংকরী বন্যা আমাদের অন্যায় কর্মের বিষময় ফল হিসাবে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নাযিলকৃত গযব স্বরূপ। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কিছুসংখ্যক লোকের চরম বিলাসিতা ও পাপাচার এবং সীমাহীন দুর্নীতি ও সর্বগ্রাসী দুষ্কৃতির ফলে ভাল-মন্দ সকল পর্যায়ের মানুষ, পশু-পক্ষী ও প্রাণীকুল আজ আল্লাহ্র কঠিন গযবের শিকার হয়েছে। এমতাবস্থায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বন্যাদুর্গত সকল বনী আদমের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো ও এক মুঠো অন্ন হ'লেও তাদের সামনে তুলে ধরা এবং বন্যাপরবর্তী পুনর্বাসনে সহযোগিতা করা আমাদের সকলের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। আল্লাহ কবুল করলে আপনার-আমার দরদী মনের সামান্য দান আমাদের জাহান্নাম থেকে বাঁচার অসীলা হ'তে পারে। **অতএব আসুন!** আমাদের যার যা আছে, তাই নিয়ে বন্যাদুর্গত ভাইবোনদের সাহায্য করি ও এর মাধ্যমে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!! (স.স.)।

দরসে কুরআন

কালেমায়ে ত্বাইয়েবার তাৎপর্য

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ ۞ تُؤْتِىْ أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۞ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۞

১. অনুবাদঃ 'তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ তা'আলা কেমন উপমা প্রদান করেছেন? পবিত্র বাক্য হ'ল পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মযবুত ও শাখা আসমানে উত্থিত *(ইবরাহীম ২৪)*। সে স্বীয় পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফলদান করে থাকে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন- যাতে তারা উপদেশ লাভ করে *(২৫)*। অতঃপর অপবিত্র বাক্যের উদাহরণ হ'ল অপবিত্র বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেওয়া হয়। এর কোন স্থিতি নেই *(২৬)*। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে মযবুত বাক্য দ্বারা দৃঢ় করেন পার্থিব জীবনে এবং পরজীবনে। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পথভ্রষ্ট করেন এবং আল্লাহ যা চান, তাই-ই করেন *(২৭)*।

২. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

عن نافع عن ابن عمر قال كنا عند رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فقال اخبرونى عن شجرة تُشْبِهُ الرجلَ المسلمَ لا يتحات ورقُها صيفا ولا شتاء وتؤتى اكلَها كل حين باذن ربها - قال ابن عمر: فوقع فى نفسى أنها النخلةُ ورأيت ابا بكر وعمر لايتكلمان فكرهتُ ان أتكلمَ - فلما لم يقولوا شيئا قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم: هى النخلة - فلما قمنا قلت لعمر يا ابتاه واللّٰه لقد كان وقع فى نفسى أنها النخلةُ، قال ما منعك أن تتكلمَ؟ قلت لم أركم تتكلمون فكرهتُ ان أتكلمَ او اقولَ شيئًا- قال عمر: لأن تكون قلتها احب الىّ من كذا وكذا رواه البخارى (تفسير ا بن كثير ٢/٥٤٩)-

হযরত নাফে' স্বীয় উস্তাদ আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি বলেন, তোমরা আমাকে একজন মুসলিম ব্যক্তির সাথে তুলনীয় একটি বৃক্ষ সম্পর্কে বল, গ্রীষ্মে বা শীতে যার পাতা ঝরে যায় না। স্বীয় প্রতিপালকের হুকুমে যার খাদ্য সর্বদা সরবরাহ হয়ে থাকে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, তখন আমার মনে খেজুর বৃক্ষের কথা উদয় হয়। কিন্তু দেখলাম যে, আবুবকর, ওমর কেউই কিছু বলছেন না। তখন আমি কথা বলাটা অপসন্দনীয় মনে করলাম। এভাবে যখন কেউ কিছু বলল না, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেনঃ খেজুর বৃক্ষ। অতঃপর যখন মজলিস থেকে উঠে আসলাম, তখন আমি ওমরকে বললাম, হে আব্বা! আল্লাহ্র কসম! আমার মনে উদয় হয়েছিল যে, ওটি খেজুর বৃক্ষ। তখন তিনি বললেন, কোন্ বস্তু তোমাকে বলতে নিষেধ করেছিল? বললাম, আমি দেখলাম যে আপনারা কিছু বলছেন না। সেকারণ আমি কিছু বলাটা অপসন্দ করলাম। ওমর (রাঃ) বললেন, যদি তুমি ওটা বলতে, তবে সেটাই আমার নিকটে অধিকতর প্রিয় ছিল বিভিন্ন অজুহাত দেওয়ার চাইতে'।[১]

কালেমায়ে ত্বাইয়েবাহ কি?

قال ابن عباس: الكلمة الطيبة لا اله إلا اللّٰه والشجرة الطيبة المؤمن (تفسير ابن عباس صـ٢٥٨، قرطبى ٣٥٩/٩، ابن كثير ٥٤٩/٢) وقال صاحب الجلالين فى تفسيره: الكلمة الطيبة لا اله إلا اللّٰه، و قيل فى الحاشية رقم ١٣: خصها بالذكر لانها مفتاح الجنة ولا يقبل من احد الايمان الا بها، (تفسيرجلالين سورة ابراهيم آية ٢٤ صـ٢٠٨) -

وقال ألقرطبي: فى تفسير سورة الفتح آية ٢٦ وألزمهم كلمة التقوى: قيل لا إله إلا اللّٰه و روي مرفوعًا من حديث ابىّ بن كعب عن النبى صلى اللّٰه عليه و سلم و هو قول على وابن عمر وابن عباس وعمرو بن ميمون ومجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك وسلمة بن كُهيل و عبيد بن عمير و طلحة بن مصرّف و الربيع والسدى و ابن زيد - و قاله عطاء الخراسانى و زاد: محمد رسول اللّٰه (قرطبى ٢٨٩/١٦)-

وقال ابن كثير فى تفسيركلمة التقوى: وهى قول لا إله إلا اللّٰه كما قال ابن جرير وعبد اللّٰه بن الإمام أحمد عن أبي بن كعب عن أبيه رضي اللّٰه عنه أنه سمع رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يقول: وألزمهم كلمة التقوى" قال: لا اله إلا اللّٰه، و عن ابن عباس يقول شهادة ان لا اله إلا اللّٰه وهي رأس كل تقوي، وقال سعيد بن جبير: لا اله إلا اللّٰه والجهاد فى سبيله وقال عطاء الخراسانى: هي لا اله إلا اللّٰه محمد رسول اللّٰه

১. *বুখারী, তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৫৪৯।*

وقال قتادة لا اله إلا الله (ابن كثير ٤/٩-٢٠٨) وقال جلال الدين المحلى لا اله إلا الله محمد رسول الله واضيف الى التقوى لانها سببها (جلالين صـ ٤٢٤)-

অনুবাদঃ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কালেমায়ে ত্বাইয়িবাহ অর্থাৎ পবিত্র বাক্য হ'ল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' এবং পবিত্র বৃক্ষ হ'ল মুমিন ব্যক্তি।[২] জালালুদ্দীন সৈয়ূত্বী স্বীয় তাফসীরে জালালায়েন-য়ে বলেন, কালেমায়ে ত্বাইয়িবাহ হ'ল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। একই পৃষ্ঠার ১৩ নং টীকায় বলা হয় এই বাক্যটিকে খাছভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এটিই হ'ল জান্নাতের চাবি এবং কারু পক্ষ হ'তে ঈমান কবুল করা হবে না এটি ব্যতীত।[৩]

অতঃপর সূরায়ে ফাৎহ ২৬ আয়াতে বর্ণিত 'কালেমাতুত তাক্বওয়া'-র ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন, 'বলা হয়েছে যে, এটি হ'ল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। ছাহাবী উবাই বিন কা'ব (রাঃ) প্রমুখাৎ মরফূ সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। একই বক্তব্য হ'ল হযরত আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আমর ইবনে মায়মূন, মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ, ইকরামা, যাহহাক, সালামা বিন কুহায়েল, উবায়েদ বিন উমায়ের, ত্বালহা বিন মুছাররিফ, রবী', সুদ্দী, ইবনু যায়েদ প্রমুখ বিদ্বানদের। একই কথা বলেন আত্বা আল-খুরাসানী। তবে তিনি বৃদ্ধি করেন 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।[৪]

'কালেমাতুত তাক্বওয়া'র ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, এটি হ'ল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। যেমন বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারী, ইমাম আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হ'তে যিনি স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন 'কালেমাতুত তাক্বওয়া' হ'ল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। ছাহাবী আব্দুল্লাহ 'ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটি হ'ল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্র সাক্ষ্য দেওয়া এবং এটিই হ'ল সকল তাক্বওয়ার মূল। সাঈদ ইবনু জুবায়ের (রাঃ) বলেন, এটি হ'ল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'। আত্বা আল-খুরাসানী বলেন, এটি হ'ল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। ক্বাতাদাহ বলেন, এটি হ'ল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। ইবনু কাছীর বলেন, মুসলমানেরাই এর অধিকতর হকদার এবং তারাই হ'ল এর প্রকৃত অধিকারী'।[৫] জালালুদ্দীন মাহাল্লী বলেন, এর অর্থঃ 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। এখানে তাক্বওয়ার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে এজন্য যে, উক্ত কালেমাই হ'ল তাক্বওয়ার মূল কারণ'।[৬]

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ক্বালেমায়ে ত্বাইয়িবার ব্যাখ্যায় ছাহাবী, তাবেঈ ও সকল মুফাসসির বিদ্বান বলেছেন 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' এবং কালেমাতুত তাক্বওয়ার ব্যাখ্যায় কেবলমাত্র আত্বা আল-খুরাসানী বৃদ্ধি করেছেন 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। তাফসীরে জালালায়েনে সেটিই সরাসরি এসেছে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।[৭] মাদরাসা সমূহের সিলেবাসভুক্ত এই তাফসীরের কারণেই সম্ভবতঃ এই ব্যাখ্যাটি অধিকহারে চালু হয়েছে। যদিও উক্ত তাফসীরে এটাকে কালেমাতুত তাক্বওয়া' বলা হয়েছে, 'কালেমায়ে ত্বাইয়িবাহ' নয়।

অতঃপর আয়াতে বর্ণিত 'কালেমায়ে ত্বাইয়িবাহ্'র ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন,

يجوز ان يكون المعنى اصل النخلة ثابت فى الارض اي عروقها تشرب من الارض و تسقيها السماء من فوقها فهى زاكية نامية- و روي من حديث انس عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال: إن مَثَلَ الايمان كمثَل شجرةٍ ثابتةٍ، الايمانُ عروقُها، والصلاة اصلُها، والزكاة فروعها، والصيامُ اغصانها، والتأذى فى الله نباتها، وحسنُ الخلق ورقها، والكفُ عن محارم الله ثمرتها-

'এর অর্থ এটা হ'তে পারে যে, খেজুর বৃক্ষের মূল দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকে মাটির নীচে। এর শিকড়গুলি মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে ও আসমান থেকে পানি পান করে। এ বৃক্ষটি ক্রমবর্ধমান ও সদা সমৃদ্ধিময় থাকে। রাসূল (ছাঃ) থেকে আনাস (রাঃ) প্রমুখাৎ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, ঈমানের দৃষ্টান্ত হ'ল একটি সুদৃঢ় বৃক্ষের। (১) বিশ্বাস হ'ল যার শিকড় (২) ছালাত হ'ল গুড়ি (৩) যাকাত হ'ল শাখা-প্রশাখা (৪) ছিয়াম হ'ল ডালসমূহ (৫) আল্লাহ্র রাস্তায় কষ্টভোগ হ'ল এর চারা সমূহ (৬) সচ্চরিত্রতা হ'ল এর পত্র-পল্লবসমূহ এবং (৭) আল্লাহ কৃত হারাম বস্তু সমূহ হ'তে বিরত থাকা হ'ল এর ফলসমূহ'।[৮]

উল্লেখ্য যে, কালেমায়ে ত্বাইয়িবাহ বলে যে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কলেমাটি চালু আছে, এটি মূলতঃ কালেমায়ে শাহাদাত-এর প্রচলিত মূল অংশ। যার প্রথম অংশে তাওহীদ ও দ্বিতীয় অংশে রিসালাত-এর সাক্ষ্য রয়েছে। এখানে শুরুতে 'আশহাদু আন্' 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে', ক্রিয়াপদটি উহ্য রয়েছে। যেমন 'বিসমিল্লাহ্'র শুরুতে 'বাদা'তু' 'আমি শুরু করেছি' ক্রিয়াপদটি উহ্য রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কালেমায়ে শাহাদাতের দ্বিতীয় অংশ বিভিন্ন নবীর নামে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু আ-দামু ছাফিউল্লাহ,...নূহুন নাবিইয়ুল্লাহ, ...ইবরা-হীমু খালীলুল্লা-হ, ...মূসা কালীমুল্লা-হ, ...ঈসা রূহুল্লা-হ, এবং সবশেষে... মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কিন্তু প্রথম অংশ 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্'-এর মধ্যে কোন যুগে

২. *তাফসীরে কুরতুবী সূরা ইবরাহীম ২৪ আয়াতের ব্যাখ্যা ৯/৩৫৯; তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২/৫৪৯; তাফসীরে ইবনে আব্বাস পৃঃ ২৫৮।*
৩. *তাফসীরে জালালায়েন, সূরা ইবরাহীম ২৪ আয়াতের তাফসীর পৃঃ ২০৮।*
৪. *তাফসীরে কুরতুবী ১৬/২৮৯।*
৫. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/২০৯।*
৬. *তাফসীরে জালালায়েন পৃঃ ৪২৪।*
৭. *তাফসীরে জালালায়েন পৃঃ ৪২৪।*
৮. *তাফসীরে কুরতুবী ৯/৩৫৯; কুরতুবী হাদীছ গ্রন্থের নাম বলেননি বা সনদের ব্যাখ্যা দেননি- লেখক।*

কোন পরিবর্তন হয়নি। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ– 'আমরা তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি, যার কাছে এ প্রত্যাদেশ করিনি যে, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২৫)*। বুঝা গেল যে, সকল নবীর দাওয়াত ছিল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' এবং সকল নবীর আগমনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, মানুষকে তাদের কল্পিত ও পূজিত সকল প্রকারের ইলাহ বা উপাস্য থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রকৃত ইলাহ বা হক মা'বূদ আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করা। আর এটাই হ'ল কালেমায়ে ত্বাইয়িবাহ বা পবিত্রতম বাক্য 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। যে পবিত্র বাক্যের প্রতি ছিল সকল নবীর একান্ত আহ্বান। নবীগণ ছিলেন এ বাক্যেরই বাস্তব রূপকার। তাঁরা এসেছিলেন মানব সমাজে এ কালেমার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে। 'কালেমায়ে ত্বাইয়িবাহ' তাই মানুষের অন্তর্বিপ্লবের মহা বিস্ফোরণ, ইহকাল ও পরকালে কল্যাণময় জীবনের মহান বারতা। এ কালেমা শুধু একটি বাক্য মাত্র নয়, বরং এটি হ'ল সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের উদাত্ত ঘোষণা।

খেজুর বৃক্ষের দৃষ্টান্ত দেওয়ার কারণঃ

খেজুর বৃক্ষের সাথে মুমিনের দৃষ্টান্ত দেওয়ার **১ম কারণ** এই যে, কালেমায়ে ত্বাইয়িবার মধ্যে আল্লাহ্র উপরে ঈমান হচ্ছে মযবুত ও অনড় শিকড় বিশিষ্ট। দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। কামেল মুমিন ছাহাবী ও তাবেঈদের যুগসহ প্রতি যুগেই এধরনের খাঁটি মুমিনের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যারা ঈমানের মুকাবিলায় নিজেদের জান-মাল কোন কিছুরই পরোয়া করতেন না।

২য় কারণ হ'ল তাদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। প্রকৃত মুমিন দুনিয়াবী নোংরামি হ'তে সর্বদা দূরে থাকেন। যেমন ভূ-পৃষ্ঠের ময়লা-আবর্জনা খেজুরের ন্যায় উঁচু বৃক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দু'টি গুণ হচ্ছে اصلها ثابت وفرعها فى السماء-এর দৃষ্টান্ত।

৩য় কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন সর্বদা আসমানের দিকে ঊর্ধ্বে ধাবমান, মুমিনের ঈমানের ফলাফল অর্থাৎ নেক আমল বা সৎকর্ম সমূহ তেমনি সর্বদা আসমানের দিকে ধাবমান। যেমন আল্লাহ বলেন, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ 'পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্র দিকে উত্থিত হয়ে থাকে এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়' *(ফাত্বির ১০)*। অর্থাৎ সৎ বাক্যসমূহ আল্লাহ্র দিকে উত্থিত হয়, কিন্তু তার উপায় হ'ল সৎকর্ম। নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস এবং ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী আমলই মাত্র আল্লাহ্র নিকটে উত্থিত হয় ও কবুল হয়।

৪র্থ কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের ফল যেমন সর্বাবস্থায় সব ঋতুতে খাওয়া যায়, মুমিনের সৎকর্ম তেমনি সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে। খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন শীত-গ্রীষ্ম সর্বাবস্থায় টিকে থাকে। মুমিনের ঈমান তেমনি দুঃখে-আনন্দে সর্বাবস্থায় টিকে থাকে।

৫ম কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের প্রত্যেকটি অংশ যেমন উপকারী, তেমনি মুমিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ বিশ্বমানবতার জন্য উপকারী। এমনকি পৃথিবীতে একজন প্রকৃত তাওহীদবাদী মুমিন বেঁচে থাকা পর্যন্ত ক্বিয়ামত হবে না।[৯]

অতঃপর كلمة خبيثة বা অপবিত্র বাক্যের তুলনা حنظل বৃক্ষ বা মাকাল গাছ। কেউ কেউ 'রসূন' গাছ বলেছেন। এর শিকড় ভূগর্ভে বেশী দূর যায় না। যেকোন সময়ে তা উৎপাটিত হয়। কাফেরের কাজকর্মকে এ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করার কারণ হ'তে পারে তিনটি। (১) কাফেরের ধর্মবিশ্বাসের কোন শিকড় বা ভিত্তি নেই। অল্পতেই নড়চড় হয়ে যায় (২) দুনিয়ার আবর্জনা দ্বারা তা অপবিত্র হয় (৩) কাফেরের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ্র নিকটে ফলদায়ক নয়।

যে বৃক্ষ প্রতি মুহূর্তে ফলপ্রদ, তার মর্যাদা ক্ষুধার্তরাই উপলব্ধি করতে পারে। দুনিয়ায় মানবতার যে করাল দুর্ভিক্ষ আজ দেখা দিয়েছে, বুদ্ধি-বিবেচনা, স্নেহ ও চেতনার সুকুমার বৃত্তিগুলি ক্রমে মানুষের জঠরে যেভাবে আশ্রয় নিচ্ছে, তাতে আর্ত-পীড়িত মানব সন্তান আজ শান্তি ও প্রেম, বিশ্বাস ও সততা এবং ধর্ম ও সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে আর্তনাদ করছে। বুভুক্ষ মানবতার কাংখিত সেই মহাসত্যই হ'ল কালেমায়ে ত্বাইয়িবা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। আর সেই মহাসত্যের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ সাক্ষ্য হ'ল কালেমায়ে শাহাদাতের প্রচলিত মূল অংশ 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। মানুষের আক্বীদা ও আমলে, চেতনায় ও কর্মে কালেমায়ে ত্বাইয়িবাহ বাস্তবতা লাভ করলে ও তদনুসারে জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সুসমন্বিত, সংস্কৃত ও পরিপাটিত হ'লে জগতে প্রকৃত কল্যাণ ও বাস্তব শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর একথাটাই আরব নেতাদের ডেকে একত্রিত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আহ্বান জানিয়েছিলেন- قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 'তোমরা বল, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তাহ'লেই সফলকাম হবে'।[১০]

খবীছ কালেমার উদাহরণঃ

খবীছ বা অপবিত্র কালেমার সাথে মাকাল গাছ বা রসূন গাছের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, যার শিকড় মাটির গভীরে যায় না। সহজে উৎপাটিত হয়। যা দেখতে বড়ই সুন্দর ও আকর্ষণীয়। স্বাদে তিক্ত এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হ'লেও মানুষ সেদিকেই বেশী আকৃষ্ট হয়। ফলে তার কুপ্রবণতা তার সুস্থ বিবেচনার উপরে জয়লাভ করে। নিজের ধ্বংস জেনেও সে তা ভক্ষণ করে। যেমন মদ্যপায়ী নিজের ধ্বংস জেনেও অবলীলাক্রমে মাদক সেবন করে।

৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৬।*
১০. *আহমাদ ৩/৪৯২।*

খবীছ কালেমার ফলাফলঃ

'কালেমা' বলতে বাক্য বুঝালেও মূলতঃ এটি মানুষের আক্বীদা ও চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। নিম্নে অপবিত্র কালেমার ফলাফল বর্ণিত হ'ল, যা বড়ই করুণ ও মর্মান্তিক। যেমন- (১) এই কালেমা মানুষের চিন্তা-চেতনাকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। (২) সকল বিষয়ে দুনিয়াবী লাভ-ক্ষতি তার নিকটে বড় হ'য়ে দেখা দেয়। (৩) সৃষ্টিকর্তা হিসাবে সে কোন ঐশ্বরিক সত্তাকে বিশ্বাস করে না। আর করলেও বিশ্ব পরিচালনায় তার কোন হাত আছে বলে সে মনে করে না। (৪) আল্লাহ্র নিকটে কৈফিয়তের চিন্তামুক্ত হওয়ায় সে প্রবৃত্তি পূজায় বুঁদ হয়ে যায় এবং এভাবে ক্রমে সে পশুত্বের নিম্নতম স্তরে নেমে যায়। (৫) ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন তার মাধ্যমে বিপর্যস্ত হয়। অন্যায় ও অশান্তির আগুন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়।

পবিত্র কালেমার ফলাফলঃ

(১) এই কালেমা মানুষের চিন্তা-চেতনাকে আল্লাহমুখী করে এবং সেকারণে তার জীবন বিশ্বমানবতার জন্য উৎসর্গীত হয়।

(২) সকল বিষয়ে আখেরাতের লাভ-ক্ষতি তার নিকটে বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলে দুনিয়া তার নিকটে গৌণ হয়ে যায়।

(৩) সৃষ্টিকর্তা, বিধানদাতা ও সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসাবে সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বপরিচালনার ছোট-বড় প্রতিটি স্তরে তাঁর বিধান ও নির্দেশ সর্বদা সর্বাবস্থায় কার্যকর বলে সুদৃঢ় ইয়াক্বীন রাখে।

(৪) আল্লাহ্র নিকটে কৈফিয়তের তীব্র দায়িত্বানুভূতি তার প্রতিটি কথা, কর্ম ও আচরণকে সমন্বিত ও সুবিন্যস্ত করে। মানবতার সুকুমার বৃত্তিসমূহ উজ্জীবিত ও পরিস্ফুটিত হয়।

(৫) ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন তার মাধ্যমে আশীর্বাদপুষ্ট হয়। ন্যায় ও শান্তির আবহ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়।

উভয় কালেমার সম্পর্কঃ

কালেমায়ে ত্বাইয়িবা ও কালেমায়ে খাবীছাহ্র সম্পর্ক হয় সর্বদা বিপরীতমুখী ও সাংঘর্ষিক। ফলে দু'টি কালেমার বিশ্বাসী ও অনুসারীদের কথা, কর্ম ও আচরণ হয় সর্বদা ভিন্নধর্মী। একজন শরবতে অন্যজন শরাবে, একজন বিবাহে অন্যজন ব্যভিচারে, একজন হালালে অন্যজন হারামে, একজন সদাচরণে অন্যজন সন্ত্রাসে, একজন শিষ্টাচারে অন্যজন অনাচারে, একজন ইবাদত গুযারীতে, অন্যজন ফিস্ক্ব ও ফুজূরীতে আনন্দ বোধ করে ও সেভাবেই জীবন গড়ে তোলে। ফলে তাদের জীবনপথ হয় বিপরীতমুখী। আর সেকারণেই সেখানে আপোষের কোন পথ খোলা থাকে না।

উভয় কালেমার দ্বান্দ্বিক ইতিহাসঃ

আদমপুত্র হাবীল-কাবিলের যুগ থেকেই উভয় কালেমার দ্বান্দ্বিক ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। নূহ (আঃ)-এর যুগে তা চরমাকার ধারণ করে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা নেককার মৃত মানুষের পূজা শুরু করে। এমনিভাবেই ইবরাহীম, দাঊদ, মূসা, ঈসা (আঃ) সহ সকল নবীর আমলেই এই দুই কালেমার অনুসারীদের মধ্যকার পারস্পরিক সংঘর্ষ অবলোকন করা গেছে। নূহ -এর সাথে তাঁর সমাজনেতাদের, ইবরাহীমের সাথে নিজ পিতা আযর ও বাদশাহ নমরূদের, দাঊদের সাথে জালূতের, মূসার সাথে ফেরাঊনের, ঈসার সাথে সম্রাট তোতিয়ানূসের বিরোধ ও দ্বন্দ্বের ইতিহাস আমাদেরকে কালেমায়ে ত্বাইয়িবাহ ও কালেমায়ে খাবীছাহ -এর চিরন্তন দ্বান্দ্বিক ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সর্বশেষ রাসূল ও বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসেও একই দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হ'লেন। এক্ষণে আমরা স্থির বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আখেরী নবীর সেই দ্বান্দ্বিক দৃশ্য অবলোকন করব।-

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন বাত্বহা উপত্যকার দিকে বেরিয়ে গেলেন। অতঃপর পাহাড়ের উপরে উঠে গিয়ে বিপদ সংকেত সূচক আহ্বান ধ্বনি يَا صَبَاحَاهْ ('হে ভোরের বিপদ') বলে সবাইকে ডাকতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কুরায়েশ এসে জমা হ'ল। তখন তিনি বললেন, যদি আমি বলি যে, প্রত্যুষে বা সন্ধ্যায় শত্রুপক্ষ তোমাদের উপরে হামলা চালাবে, তবে তোমরা কি আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে? তারা বলল, হাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি তোমাদেরকে আসন্ন কঠিন আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছি'। সঙ্গে সঙ্গে আবু লাহাব বলে উঠল أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا ؟ تَبًّا لَكَ 'এজন্যই কি তুমি আমাদেরকে জমায়েত করেছ? তোমার ধ্বংস হৌক'! তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ... الخ 'আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হৌক এবং সে ধ্বংস হয়ে গেছে' (সূরা শেষ পর্যন্ত)।[১১]

মুসনাদে আহমাদ-এর রেওয়ায়াতে আবদুর রহমান বিন আবিয যিনাদ স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমাকে রবী'আহ বিন ইবাদ আদ-দায়লী (রাঃ) তাঁর ইসলাম পূর্ব যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে জাহেলী যুগে যুলমাজায-এর বাজারে সমবেত লোকদের মধ্যে বলতে দেখলাম, হে লোক সকল! قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 'তোমরা বলঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তাহ'লে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে'। তাঁর পিছনেই একজন রক্তিম চেহারার দোহারা গড়নের মাথার দু'পাশে সিঁথি করা লোককে দেখলাম এগিয়ে এসে সবাইকে বলছেঃ এই ব্যক্তি বে-দ্বীন ও মিথ্যাবাদী (إنه صابئ كاذب)। অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) যেখানেই যান সেখানেই সে পিছে পিছে যায় আর বলেঃ

يا بنى فلان! هذا يريد منكم ان تسلخوا اللات والعزى وحلفاء كم من الجن من بنى مالك بن أقيش الى مُاجاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه .. رواه محمد بن اسحاق ورواه احمد ايضا والطبرا نى بهذا اللفظ –

১১. *বুখারী, তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৬০৩।*

'হে অমুক গোত্রের লোকেরা! এ ব্যক্তি তোমাদেরকে লাত, উয্যা থেকে দূরে সরাতে চায়।... সে নিজের আনীত **বিদ'আত ও গুমরাহীর** প্রতি তোমাদেরকে টেনে নিতে চায়। সাবধান! তার কথা বিশ্বাস করো না ও তার অনুসরণ করো না...। আমি বললামঃ আব্বা! ঐ লোকটি কে? তিনি বললেনঃ সে হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্যতম চাচা আবু লাহাব'।[১২] যার আসল নাম আব্দুল উযযা বিন আবদুল মুত্ত্বালিব। তার কনকোজ্জল চেহারার জন্য তাকে আবু লাহাব বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পিতা বলে অভিহিত করা হয় (ঐ)।

এই সেই স্নেহময় চাচা আবু লাহাব যিনি স্বীয় ছোট ভাই আব্দুল্লাহ্র মৃত্যুর পরে তার ঘরে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে শুনতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে দু'আঙ্গুল উঁচু করে সারা গোত্রে দৌড়ে গিয়ে সংবাদ পৌঁছেছিলেন এবং প্রথম সংবাদ দাত্রী স্বীয় দাসী ছুওয়াইবাকে খুশী হয়ে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। অথচ আজ সেই প্রিয় ভাতিজা মুহাম্মাদ-এর বিরুদ্ধে চাচা নিজেই ময়দানে নেমেছেন কেবলমাত্র আদর্শিক কারণে ও নেতৃত্বের অহংকার বশে।

শুধু আবু লাহাব নয়, সকল কুরায়েশ নেতা একত্রিতভাবে যখন রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, অতঃপর নিজেরা সরাসরি তাঁর মুখোমুখি হয়ে কথা বলেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সমূহ তারা পেশ করেন, তার মধ্যেও সত্য ও মিথ্যার চিরন্তন দ্বান্দ্বিক রীতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যেমন তাদের বক্তব্য ছিলঃ إنا والله ما نعلم رجلا من العرب ادخل على قومه مثل ما أدخلتَ على قومك ، لقد شتمت الآباء و عبت الدين وشتمت الآلهة وسفّهتَ الأحلامَ وفرّقتَ الجماعة، فما بقى امرٌ قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك –

'আল্লাহ্র কসম! আরবদের মধ্যে আমরা এমন কোন ব্যক্তিকে জানিনা যে তার কওমের কাছে এমন বিষয় নিয়ে প্রবেশ করেছে, যেমনটি নিয়ে তুমি প্রবেশ করেছ। তুমি তোমার বাপ-দাদাদের গালি দিয়েছ, ধর্মকে দোষারোপ করেছ, উপাস্যদের গালি দিয়েছ, জ্ঞানীদের বোকা বলেছ, জামা'আতকে বিভক্ত করেছ। অতঃপর এমন কোন মন্দ কাজ নেই যা তুমি আমাদের ও তোমার মাঝে করতে বাকী রেখেছ'।[১৩] কুরায়েশ নেতাদের কথার জবাবে নিঃসঙ্গ রাসূল (ছাঃ) সেদিন নিজের সমস্ত মানস শক্তিকে একত্রিত করে জড়তাহীন অদ্ব্যর্থ কণ্ঠে বলে উঠেছিলেনঃ يا عم ! والله لو وَضَعُوا الشمسَ فى يمينى والقمرَ فى يسارى على أنْ أتْرُكَ هذا العملَ حتى يُظْهِرَهُ اللّهُ أو أُهْلَكَ فيه ما تركتُه– 'হে চাচা! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এনে দেয় ও বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় এই শর্তে যে, আমি আমার কর্তব্য কাজ পরিত্যাগ করব, যতক্ষণ না আল্লাহ একে বিজয়ী করেন অথবা আমি এ কাজে ধ্বংস হ'য়ে যাই- আমি কখনোই পরিত্যাগ করব না'।[১৪] এখানে লক্ষণীয় যে, কুরায়েশ নেতারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করত এবং আল্লাহ্র কসম দিয়েই তারা আল্লাহ্র রাসূল-এর নিকটে তাদের বক্তব্য শুরু করেছিল।

উভয়পক্ষের বক্তব্যের মধ্যে কয়েকটি বিষয় ফুটে ওঠে। যেমন-

(১) প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে গেলে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিও পর হয়ে যায়।

(২) ধর্মীয় আক্বীদা-বিশ্বাসই মানুষের নিকটে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ধর্মই সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(৩) ধর্মনেতারাই ধর্মের মধ্যে ভেজাল ঢুকায় ও ধর্মের প্রকৃত রূপকে বিকৃত করে।

(৪) বিকৃত নেতারাই যেকোন সংস্কার আন্দোলনে প্রথম বাধা হয়।

(৫) সংস্কারধর্মী ব্যক্তিগণ বেদ্বীন, মিথ্যাবাদী, বিদ'আতী, পথভ্রষ্ট, ঐক্য বিনষ্টকারী, জামা'আতকে বিভক্তকারী ইত্যাদি গালিযুক্ত নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।

(৬) অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত নয়। বরং আল্লাহ প্রেরিত 'অহি' চূড়ান্ত সত্যের একমাত্র মানদণ্ড।

(৭) আল্লাহ্কে বিশ্বাস করার পরেও কেউ রাসূলকে অস্বীকার করলে সে 'কাফের' হিসাবে গণ্য হবে।

(৮) 'হক' বুঝেও তাকে অস্বীকার ও তার বিরোধিতা করার মৌলিক কারণ হ'ল কায়েমী নেতৃত্বের অহংকার।

(৯) হক ও বাতিলের মাঝে আপোষের কোন পথ নেই।

(১০) মুমিনের সংগ্রাম দুনিয়ার জন্য নয়, বরং আল্লাহ্র জন্য হক প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। যদিও বিরোধীরা এটাকে দুনিয়াবী সংগ্রাম বলেই ধারণা করে।

(১১) সত্য ও মিথ্যার আদর্শিক দ্বন্দ্বই পৃথিবীর চিরন্তন দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব মানব সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই চলছে, এখনও আছে এবং প্রলয়ের তূর্যধ্বনির পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

(১২) হক প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিকে 'করব অথবা মরব' এই ধরনের দৃঢ়চেতা এবং স্রেফ আল্লাহ্র উপরে ভরসাকারী হ'তে হয়।

কালেমায়ে ত্বাইয়িবাহ্র তাৎপর্যঃ

কালেমায়ে ত্বাইয়িবার মধ্যে কি এমন বিষয় ছিল, যা কুরায়েশ নেতারা সেদিন মানতে পারেনি? যদিও তারা আগে থেকেই আল্লাহ, ক্বিয়ামত, নবুওয়াত, হাশর-নশর ও জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাসী ছিল। কা'বা ঘরের হেফাযত ও সেবা-যত্ন তারাই করত। হাজীদের পানি পান ও নিরাপত্তার দায়িত্ব তারাই বহন করত। কা'বা গৃহের চাবি বহনের উচ্চ মর্যাদা তাদেরই ছিল। তারা নিজেদের সন্তানদের নাম 'আব্দুল্লাহ' রেখে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ দিত। তবুও তারা কালেমায়ে ত্বাইয়িবাকে গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ কুরায়েশ নেতারা কালেমায়ে ত্বাইয়িবার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করেছিল। আর মুনাফেকী করার চেয়ে বিরোধিতা করাকেই তারা শ্রেয় মনে করেছিল ও এই কালেমাকে উৎখাত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। অতঃপর কি সে কারণ? -

১২. আহমাদ, ত্বাবারাণী, তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৬০৩।
১৩. তাহযীবু সীরাতে ইবনে হেশাম পৃঃ ৬৫-৬৬।
১৪. সীরাতু ইবনে হিশাম ১/২৬৬।

(১) এই কালেমার প্রথমাংশ না-সূচক ও পরের অংশ হাঁ-সূচক। না-সূচক বিষয়গুলিকে অস্বীকার ও পরিত্যাগ না করলে হাঁ-সূচক বিষয়টি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

(২) না-সূচক বিষয়গুলি কুরায়েশদের মধ্যে পুরা মাত্রায় বর্তমান ছিল। যেমনঃ (ক) তারা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মাধ্যম হিসাবে বিগত সৎ লোকদের মূর্তি বানিয়ে তাদের পূজা করত ও তাদেরকে আল্লাহ্র নিকটে সুফারিশকারী বলে মনে করত। (খ) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নিজেদের রচিত বিধান ও রীতি-নীতির অনুসরণ করত। (গ) ধর্মীয় ও সমাজ নেতাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসাবে গৃহীত হ'ত। ফলে তারাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে 'ইলাহ'-এর আসন দখল করেছিল। (ঘ) ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে আল্লাহ প্রেরিত ঐশী বিধান মেনে চলতে হবে, এই অনুভূতি তারা হারিয়ে ফেলেছিল। (ঙ) বাস্তব জীবনে আল্লাহ্র বিধান মেনে চললে নেতাদের দুনিয়াবী স্বার্থ ক্ষুন্ন হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

অর্থ, সম্পদ, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কালেমায়ে ত্বাইয়েবার হাঁ সূচক দ্বিতীয় অংশ ইল্লাল্লা-হ্র একচ্ছত্র আধিপত্য ও সার্বভৌমত্বকে মেনে নেওয়া সচেতন ও দূরদর্শী কুরায়েশ নেতাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তারা কালেমাকে অস্বীকার করেছিল ও কঠোর ভাবে বিরোধিতা করেছিল। যাতে উক্ত কালেমার দাবী কখনো সমাজে প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পারে। ফলে হিজরত অপরিহার্য হ'ল এবং মদীনায় গিয়ে তা বাস্তবতা লাভ করল। যদিও সেখানকার নেতা আব্দুল্লাহ বিন ওবাই বাহ্যিকভাবে কালেমাকে স্বীকার করে নিয়েও গোপনে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল। ফলে ইসলামের ইতিহাসে সে ঘৃন্য 'রঈসুল মুনাফেক্বীন' বা 'মুনাফিক নেতা' হিসাবে পরিচিত হ'ল।

এক্ষণে কালেমায়ে ত্বাইয়িবাহ্র তাৎপর্য হল- আক্বীদা ও আমলের, বিশ্বাস ও কর্মের, অন্তর ও বহির্জগতের সকল রন্ধ্র ও স্তর থেকে মানুষের কল্পিত ও পূজিত সকল ইলাহকে বহিষ্কার করে সর্বত্র একক আল্লাহ্র নিরংকুশ ও সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

আমাদের অবস্থাঃ

আমরা যারা কালেমাগো মুসলমান আমাদের মধ্যে কুরায়েশ নেতাদের অস্বীকার ও মদীনার মুনাফিকদের মিথ্যাচার দু'ধরনের চরিত্রের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। আল্লাহ্কে সরাসরি অস্বীকার করার মত বুদ্ধিজীবীরও এখন অভাব নেই। যদিও বাপের দেওয়া ইসলামী নামটুকু তারা এখনও প্রত্যাহার করেননি। এদিক দিয়ে কুরায়েশ নেতাদের সাথে আমাদের মিল আছে। কারণ তাদের মধ্যেও অনেক 'আব্দুল্লাহ' ছিল। তবে আমরা আরও নিকৃষ্ট এজন্য যে, তারা বুঝে-সুঝে অস্বীকার করেছিল। আর আমাদের অধিকাংশ না বুঝেই অস্বীকার করি। অথচ নিজেদের জ্ঞানবত্তার অহংকার করি।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা কালেমা কেবল পাঠ করলেই কিংবা দু'পাঁচশো বা লক্ষবার গণনা করলেই আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে। কালেমা কেবল পড়ার বস্তু। বাস্তব জীবনে এর কোন আবেদন নেই। ফলে কালেমার যিকরকে একধরনের লোকেরা সুক্ষ্মভাবে দুনিয়াবী স্বার্থ অর্জনের হাতিয়ারে পরিণত করেছেন। আরেকদল লোক কালেমার দা'ওয়াত ও তার ফযীলতের বয়ান দিয়ে পৃথিবীময় সফর করছেন। অথচ নিজেদের ব্যক্তি জীবনে এবং নিজেদের পারিবারিক ও সমাজ জীবনে তার আবেদন বাস্তবায়নে কোন সক্রিয় তৎপরতা তেমন পরিদৃষ্ট হয় না।

তৃতীয়তঃ আমরা অনেকে আছি যারা কালেমার তাৎপর্য বুঝি। কিন্তু এর বাস্তবায়নে গিয়ে প্রচলিত রীতি-প্রথা, তন্ত্র-মন্ত্র, মাযহাব-তরীকা, ইজম-মতবাদ ইত্যাদির সাথে আপোষ করি। এতে লোকদের সন্দেহ ঘনীভূত হয় এবং আমাদেরকেও বাতিলদের কাতারে শামিল করে নেয়। ফলে কালেমার বাস্তবায়ন সুদূর পরাহত হয়।

চতুর্থতঃ আমরা অনেকে আছি যারা কালেমার আবেদনকে কেবল ধর্মীয় কিছু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে স্বীকার করি। কিন্তু বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনের বিস্তীর্ণ পরিসরে অস্বীকার করি। ফলে হস্তপদহীন ছিন্ন মস্তকের ন্যায় কালেমায়ে ত্বাইয়েবা কেবল মসজিদ ও মৃতের শিয়রে অবস্থান করছে। দেশের পার্লামেন্ট ও বিচারালয় থেকে নির্বাসিত হয়েছে।

করণীয়ঃ

এক্ষণে আমাদের একমাত্র করণীয় হ'লঃ কালেমায়ে ত্বাইয়িবাহ্র মূল আবেদনকে নিজেদের সার্বিক জীবনে বাস্তবায়িত করা। কালেমায়ে ত্বাইয়িবাহ্র মূল আহ্বানকে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে এখন এ দায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মাদীর উপরে আরোপিত হয়েছে। অতএব সর্বপ্রথমে নিজেদের আক্বীদার মধ্যে কালেমায়ে ত্বাইয়িবাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এই মর্মে যে, আমি আমার জীবন সমস্যার সমাধান কেবল একক আল্লাহ্র কাছ থেকেই নেব। তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধান হবে আমার জীবনের সকল দিক ও বিভাগের একমাত্র দিক নির্দেশিকা আলোকবর্তিকা। যার বাস্তব নমুনা লাভ করব স্রেফ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'র আচরিত ও প্রদর্শিত জীবনাদর্শ থেকে। 'অহিয়ে মাতলু' ও 'অহিয়ে গায়ের মাতলু' হবে আমার অন্ধকার জীবনাকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, বিচারনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি তথা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেঁকে বসা 'ইলাহ' গুলিকে দূরে নিক্ষেপ করে দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে আসুন একবার বলে উঠি 'লা ইলা-হা' 'নেই কোন ইলাহ'। অতঃপর সেই শূন্য স্থানে দৃঢ়ভাবে বসিয়ে দেই 'ইল্লাল্লা-হ্'র চিরস্থায়ী রাজ সিংহাসন।

আসুন! তাগূতের সঙ্গে কুফরী ঘোষণা করে আল্লাহ্র উপরে পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনি। কালেমায়ে ত্বাইয়িবাহ্র আবেদনকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। সেদিন মরু আরবের 'বাত্বহা' উপত্যকায় সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে রাসূলের দরদী আহ্বানের ন্যায় আমরাও আমাদের কওমকে তারস্বরে আহ্বান করে বলিঃ *কূলূ লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু তুফলিহূ* 'তোমরা বলঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তাহ'লে কল্যাণ লাভ করবে'।

অতএব আসুন! রাসূল (ছাঃ) -এর কর্মধারা অনুসরণে একদল যোগ্য ও ত্যাগী কর্মী গঠন করে কালেমায়ে ত্বাইয়িবাহ্র আহ্বান বাস্তবায়নে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

প্রবন্ধ

সূরা হুজুরাতের সামাজিক শিক্ষা

*- শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম**

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই মানুষকে বলা হয় 'আশরাফুল মাখলূক্বাত' বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। অপরদিকে মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। জন্মগতভাবে মানুষ সঙ্গবিলাসী। যার ফলে মানুষের পক্ষে একাকী বসবাস করা কখনই সম্ভবপর নয়। মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্যই সঙ্গী হিসাবে আদি মাতা হযরত হাওয়া (আঃ)-এর সৃষ্টি এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না এবং বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের তাগিদে মানুষকে সামাজিক পরিবেশে বসবাস করতে হয়। মানবজীবনে সমাজের প্রয়োজনের সামগ্রিক দিক তুলে ধরে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার (Maciver) এবং সি,এইচ,পেজ (C.H.Page) 'সোসাইটী' (Society) গ্রন্থে বলেছেন, "Man is dependent on society for protection, comfort, nurture, education, equipment, opportunity and the multitude of definite services which society provides. His birth in society brings with it the absolute need of society itself." 'মানুষ তার নিরাপত্তা, সুখ, পুষ্টি, শিক্ষা, উপকরণ, সুযোগ-সুবিধা এবং সমাজের দেয়া বহুমুখী সেবাকার্যের জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল। সমাজে মানুষের জন্মগ্রহণই সমাজের প্রয়োজনীয়তার কথা সূচিত করে'।[১]

মানুষ যাতে আল্লাহ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সামাজিক জীবনে সুনিয়ন্ত্রিত পন্থায় পরস্পরে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐশী বিধানসহ যুগে যুগে স্থান-কাল-পাত্রভেদে অগণিত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ - 'আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করে' (হাদীদ ২৫)। আর ঠিক অনুরূপভাবে একখানা ঐশী গ্রন্থসহ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসারী বিপদগামী মানুষদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, উত্তম আদর্শের মূর্তপ্রতীক, নবীকুল কোহিনুর, বিপ্লবী সমাজ-সংস্কারক প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে। যিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনৈক্যে জর্জরিত জনগোষ্ঠীকে আল্লাহ্র অহি-র আলোকে এক ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল মহাজাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন এবং একমাত্র তিনিই মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগে সার্বিক সফলতা আনতে সমর্থ হন। মাইকেল এইচ, হার্ট যথার্থই বলেছেন, "My choice of Muhummad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels" 'পৃথিবীর সবচাইতে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় যাঁর নাম সর্বাগ্রে স্থান পেতে পারে তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তিনিই হচ্ছেন ইতিহাসের সেই অনন্য ব্যক্তিত্ব, যিনি ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই অতুলনীয় সাফল্য অর্জন করেন'।[২] আর সেই চ্যালেঞ্জিং ঐশী গ্রন্থের নাম মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন'। যার মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যে গ্রন্থের নির্ভুলতার প্রমাণে আল্লাহ তাঁর নিজের ভাষায় চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, 'এটা সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই' *(বাক্বারাহ ২)*। 'এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দাহ্র উপর অবতীর্ণ করেছি, তাহ'লে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস...' *(বাক্বারাহ ২৩)*।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে তার আচার-আচরণ, আদব-ক্বায়দা, রীতি-নীতি, মন-মানসিকতা, স্বভাব-চরিত্র কেমন হবে তা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি মানুষের সমাজ জীবনে চলার পথের উত্তম পাথেয় হিসাবে কিছু মহা মূল্যবান আত্মসংশোধনের বিধান ও শিষ্টাচার নীতি বিশেষতঃ সামাজিক শিক্ষা সম্পর্কিত নিয়ম-ক্বানূনের অবতারণা করেছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ৪৯তম সূরা 'সূরাতুল হুজুরাতে'। সে সকল শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

প্রথমতঃ মানুষের সার্বিক জীবনে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর নিরঙ্কুশ আনুগত্য করাঃ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কুরআন মজীদে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। যেমন, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল (উলুল আমর) তাদের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহ'লে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম' *(নিসা ৫৯)*। 'বলুন! আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য

---

* *প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, পাইকগাছা কলেজ, পাইকগাছা, খুলনা।*

১. *মোঃ আতিকুর রহমান, উচ্চ মাধ্যমিক সমাজকল্যাণ, ১ম পত্র (ঢাকাঃ কোরআন মহল, জুলাই ১৯৯৯), পৃঃ ৭৩।*

২. *মাইকেল এইচ, হার্ট, দি হান্ড্রেড, বঙ্গানুবাদঃ শ্রেষ্ঠ ১০০* (ঢাকাঃ পরশ পাবলিসার্স, ১ম প্রকাশঃ অমর একুশে বই মেলা ১৯৯৪), *পৃঃ ১।*

প্রকাশ কর। বস্তুতঃ তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩২)*। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, আমি তাকে দু'বার পুরস্কার প্রদান করব এবং তার জন্য আমি সম্মানজনক রিযিক প্রস্তুত রেখেছি' *(আহযাব ৩১)*। অনুরূপভাবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে না তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা। আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমালঙ্ঘন করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ أُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبى قِيْلَ وَمَنْ أَبى قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبى– 'যে ব্যক্তি (আমাকে) অস্বীকার করেছে, সে ব্যতীত আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'লঃ (হে আল্লাহ্র রাসূল!) কে (আপনাকে) অস্বীকার করেছে? তিনি (রাসূল) উত্তরে বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করেছে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয়েছে (বিরুদ্ধাচরণ করেছে) সেই অস্বীকার করেছে' (বুখারী)।[৩]

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ঈমানের একটি মৌলিক দাবী। বস্তুতঃ মুসলিম সমাজে যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে 'রব' বা 'প্রভু' ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-কে স্বীয় পথ প্রদর্শক ও নীতি নির্ধারক হিসাবে মেনে নেয় এবং সে যদি এই বিশ্বাসে একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হয়, তাহ'লে তার নিজের মত ও চিন্তাকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর ফায়ছালার উপর অগ্রাধিকার দেয়ার কিংবা নিজের ইচ্ছানুযায়ী খেয়াল-খুশীমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দুঃসাহস কখনই দেখাতে পারে না। সর্বোপরি মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যকে নিঃশর্তভাবে, অবনত মস্তকে, দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার করে নেয়া তার একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলার এই অমোঘ বিধানটি মুসলমানদের কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। এটা তাদের সর্বপ্রকার সামাজিক ব্যাপারেও সমধিক প্রযোজ্য। মূলতঃ এটা ইসলামী আইন-বিধানের একটি মৌলিক দাবী।

দ্বিতীয়তঃ আদব-ক্বায়দা শিক্ষা করাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মজলিসে যারা বসতেন এবং তাঁর খিদমতে যারা হাযির থাকতেন, তাদের আদব-ক্বায়দা শিক্ষা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু কর না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বল না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা তা বুঝতেও পারবে না। যারা আল্লাহ্র রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার' (হুজুরাত ১-৩)।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর শানেনুযূল সম্পর্কে ছহীহ বুখারী শরীফে ইবনে আবি মুলাইকা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, একদা বনী তামীম গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। এই গোত্রের শাসনকর্তা কাকে নিযুক্ত করা হবে- এ বিষয়ে তখন আলোচনা চলছিল। এ ব্যাপারে হযরত আবুবকর (রাঃ) কা'কা' ইবনে মা'বাদের নাম প্রস্তাব করেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) আকরা' ইবনে হাবিসের নাম প্রস্তাব করেন। ফলে দু'জনের মধ্যে মজলিসেই কথা-বার্তায় মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় এবং ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যায়। এরই প্রেক্ষিতে আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়।[৪]

আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতরণ সম্পর্কে কুরতুবীর ভাষ্য অনুযায়ী পাঁচটি ঘটনা বর্ণিত আছে। কাযী আবুবকর ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন, وَهِىَ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ تَدْخُلُ تَحْتَ الْعُمُوْمِ। 'সব ঘটনা নির্ভুল। কেননা, সবগুলোই আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত'।[৫] তন্মধ্যে একটি ঘটনা ছহীহ বুখারীর বর্ণনা মতে প্রথমেই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুসনাদে বাযযার গ্রন্থে উল্লেখ আছে, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لاَتَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ। 'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না...' আয়াতটি অবতীর্ণ হ'লে ছাহাবীদের অবস্থা এরূপ হয়েছিল যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) আরয করেন 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র কসম, এখন হ'তে আপনার সাথে কানাকানির অনুরূপ কথাবার্তা বলব'।[৬] ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) বলেন, (لاَتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ) আয়াতটি অবতীর্ণের পর থেকে হযরত ওমর (রাঃ) এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করতে হ'ত।[৭]

[চলবে]

---

৩. *মিশকাত হা/১৪৩।*

৪. *তাফসীরে ইবনে কাছীর* (দামেশকঃ মাকতাবাতু দারুল ফীহা, ১ম প্রকাশঃ ১৪১৪ হি/১৯৯৪ ইং), *৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৬২-২৬৩; তাফসীরে কুরতুবী* (বেরুতঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১ম প্রকাশঃ ১৪১৮ হি/১৯৯৭ ইং), *১৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৫।*

৫. *তাফসীরে কুরতুবী ১৬/২৫৬ পৃঃ।*

৬. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/২৬৩ পৃঃ; তাফসীরে কুরতুবী ১৬/২৬২ পৃঃ।*

৭. *তাফসীরে কুরতুবী ১৬/২৫৮-২৬২।*

মাহে রজবঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা

*-সাঈদুর রহমান**

সাধারণ মুসলমানের বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা প্রচলিত প্রথানুযায়ী নিজেদের আক্বীদাহ ও জীবনযাপন পদ্ধতি গড়ে তুলতে চায়। অথচ ইসলাম এক্ষেত্রে তাকে বৈপ্লবিক দিক নির্দেশনা দিয়ে ঘোষণা করেছে- 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ের অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে' (বণী ইসরাঈল ৩৬)।

তাকে আরও জানানো হয়েছে, 'কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে (তার সত্যতা যাচাই না করে) তাই বলবে'।[১]

কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, এ শিক্ষা থেকে মুসলমান আজ অনেক দূরে সরে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের বেড়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। ফলে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার ব্যাপারে কেবল আশা-আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য কোন দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনে সে ব্যর্থ হচ্ছে। এমনকি প্রতিনিয়ত নিজের ঈমান ও আক্বীদাকে ধ্বংস করছে।

এমনই একটি বিষয় মাহে রজব। আরবী মাস সমূহের মধ্যে যুলকা'দাহ, যুলহিজ্জাহ, মুহাররম ও রজব এই চারটি মাস মহা সম্মানিত। এই মাসগুলিতে পরস্পরে অন্যায়-অত্যাচার ও মারামারি-কাটাকাটি নিষিদ্ধ। জাহেলী যুগে আরবের কাফেরগণও এই মাসগুলির সম্মান রক্ষার্থে আপোষে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখত। চরম শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তারা ছেড়ে দিত। ইসলাম আসার পরে এই মাসগুলিকে বিশেষ সম্মান করার নির্দেশ প্রদান করা হয় (তওবা ৩৬)। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, মুসলিম উম্মাহ এই মাসগুলির সম্মান ও মর্যাদা ভুলতে বসেছে এবং বিশেষ করে রজব মাসে শবে মে'রাজের নামে বিভিন্ন বিদ'আত বা অনুমোদিত ধর্মীয় প্রথা চালু করেছে। যুগে যুগে ছহীহ সুন্নাহ্র মনীষীগণ এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। সঊদী আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'নিঃসন্দেহে রাসূল (ছাঃ)-এর ইসরা ও মে'রাজ আল্লাহ তা'আলার একটি বিরাট নিদর্শন। যা তাঁর সত্যতা প্রমাণকারী এবং আল্লাহ্র নিকট তাঁর উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম হ'তে মসজিদুল আক্বছা পর্যন্ত, যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি। যাতে আমি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(বণী ইসরাঈল ১)*।

ছহীহ হাদীছ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সপ্তম আকাশ অতিক্রম করে আল্লাহ্র সাথে ইচ্ছানুযায়ী বাক্যালাপ করেছেন। পরিশেষে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়েছে।[২]

২৭ তারিখে যে নবী করীম (ছাঃ)-এর মে'রাজ হয়েছিল কোন ছহীহ হাদীছ সূত্রে তা প্রমাণিত নয়। সঠিক তারিখটি মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়ার মধ্যে মহান রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ কৌশল নিহিত রয়েছে। সকল মুসলিম নর-নারীর জন্য এই দিন বা রাতকে কোন ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করা শরীয়ত বিরোধী কাজ। ঐ উদ্দেশ্যে কোন ওয়ায-মাহফিল করাও ঠিক নয়। কেননা নবী করীম (ছাঃ), তাঁর ছাহাবীগণ (রাঃ), তাবেঈগণ ও তাবে তাবেঈনগণ ঐ উদ্দেশ্যে কোন মাহফিল করেননি এবং একে অন্য বিষয়ের সাথে খাছ করেননি। যদি এতে মাহফিল করা শরীয়ত সম্মত কোন বিষয় হ'ত, তবে অবশ্যই রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের জন্য তা পালন করার নির্দেশ দিতেন। যদি এ বিষয়ে কোন প্রমাণ থাকত, তবে জানা যেত এবং প্রচার হ'ত। আর ছাহাবীগণ (রাঃ) অবশ্যই বর্ণনা করে তা আমাদের নিকট পৌঁছাতেন। যদি ঐ রজনীর সম্মান তথা মীলাদ-মাহফিল, ছিয়াম বা অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী করা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হ'ত, তবে এ বিষয়ে নবী করীম (ছাঃ) গাফেল থাকতেন না ও গোপন করতেন না। যেহেতু এ বিষয়ে কিছুই পাওয়া যায় না, কাজেই ঐ রজনীতে মাহফিল করা, এর মান-মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করা, ছালাত-ছিয়াম ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী করা প্রভৃতি ইসলাম সম্মত হ'তে পারে না।[৩]

ইসরা এবং মে'রাজ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তবে ঐ রজনীতে জাগ্রত থেকে ছালাত, যিকর-আযকার ও দো'আ করা, ছালাতে উমর, ছালাতে গাউছ ইত্যাদি আদায় করা অথবা ঐ ধরনের কাজ ও আমল করা দ্বীনের অভ্যন্তরে বিদ'আতের অনুপ্রবেশ মাত্র। যার কোন প্রমাণ রাসূল (ছাঃ), ছাহাবা (রাঃ), তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন হ'তে পাওয়া যায় না। এ রাতে অনেকে 'গাউছিয়া' ছালাত আদায় করে থাকেন এবং এর দ্বারা আব্দুল ক্বাদের জীলানীকে উদ্দেশ্য করে থাকেন। এটি সরাসরি কুফরী। কেননা গায়রুল্লাহ্র জন্য রুকূ করা কুফরী কাজ। এই উদ্দেশ্যে যদি সম্পূর্ণ ছালাত আদায় করতে চায়, তাহ'লে নেকীর পরিবর্তে পাপ হবে। আর এইরূপ মীলাদ-মাহফিল অনুষ্ঠানে রাসূল (ছাঃ)-এর হাযির-নাযির হওয়ার ধারণা স্পষ্ট গুমরাহী। মে'রাজ দিবসে ছিয়াম পালন করার কোন প্রমাণ নেই এবং রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তেও-এর কোন দলীল পাওয়া যায় না।[৪]

মাহে রজবে ইবাদত-বন্দেগী করার দলীল ও সেগুলির জওয়াবঃ

১. হযরত আনাস (রাঃ)-এর নামে এক বর্ণনায় আছে, রজবের একটি ছিয়াম এক বছরের ছিয়ামের মত।... এই রজব মাসে নূহ (আঃ) জাহাজে চড়েন। তাই তিনি ছিয়াম পালন করেন এবং তিনি তার ছাহাবীদেরও ছিয়াম পালন করার নির্দেশ দেন। ....ইবনে আসাকিরের বর্ণনায় আছে, নূহ (আঃ) এবং তাঁর সাথী ও জন্তুরাও আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য রজবের ১ম তারিখে ছিয়াম পালন করেছিল। হাদীছটি জাল।[৫]

---

* *গ্রাজুয়েট, কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সঊদী আরব ও উপাধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৯।*

২. *মির'আত ১/৬৬৪-৬৫ পৃঃ।*

৩. *আত-তাহযীরু মিনাল বিদ'আ ৭ ও ৮ পৃঃ বাংলা অনুবাদ পৃঃ ১৩, ১৪ ও ১৫।*

৪. *দাশ আহকাম দ্বীনি মাসায়েল ২০৫, ২০৬ ও ২০৭ পৃঃ বোম্বে ছাপা।*

৫. *আল লাআ-লিল মাসনূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ, ২য় খণ্ড ১১৪ ও ১১৫ পৃঃ।*

২. রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, রজব আল্লাহ্র মাস, শা'বান আমার মাস এবং রামাযান আমার উম্মতের মাস। অতএব যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় নেকীর আশায় রজবের ছিয়াম পালন করবে, তার জন্য আল্লাহ্র মহা সন্তোষ অবধারিত হয়ে যায় এবং তাকে তিনি জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দিবেন। ... যে ব্যক্তি রজব মাসে দু'টি থেকে পনেরটি ছিয়াম পালন করবে, তার নেকী পাহাড়ের মত হবে। ...সে কুষ্ঠ, শ্বেতী ও পাগলামী রোগ থেকে মুক্তি পাবে। ...জাহান্নামের সাতটি দরজা তার জন্য বন্ধ থাকবে। জান্নাতের আটটি দরজা তার জন্য খোলা থাকবে। হাদীছটি জাল।[৬]

৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রজবের দিবসে ছিয়াম পালন করবে এবং চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যার ১ম রাক'আতে একশত বার আয়াতুল কুরসী পড়বে...ইত্যাদি। ইমাম ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীছটি জাল। এর অধিকাংশ বর্ণনা অন্ধকার। এর সনদে উছমান নামক রাবী মুহাদ্দিছগণের দৃষ্টিতে পরিত্যক্ত।[৭]

৪. আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রজবের রজনীতে চৌদ্দ রাক'আত ছালাত আদায় করবে। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতেহা একবার, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ বিশ বার, কুল আঊযু বি রব্বিল ফালাক্ব তিন বার, কুল আঊযু বি রব্বিন নাস তিন বার পড়বে। অতঃপর ছালাত হ'তে ফারেগ হয়ে দশ বার দরূদ পড়বে। অন্য এক বর্ণনায় আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রজবের প্রথম রজনীতে মাগরিবের ছালাতের পর বিশ রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যার প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাছ পড়বে, তার জীবনের সব গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। ইমাম ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীছটি জাল।[৮]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ বলেন, صلاة ليلة سبع وعشرين من شهر رجب، وأمثالها: فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام- 'রজব মাসের ২৭ তারিখের রজনীর ছালাতের ব্যাপারে ও এ জাতীয় অন্য ছালাতের ব্যাপারে উলামায়ে ইসলাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এটি শরীয়ত সম্মত নয়'।[৯]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী 'তাবয়ীনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফী ফাযলে রাজাব' (تبيين العجب بما ورد فى فضل رجب) গ্রন্থে বলেন, لم يرد فى فضل شهر رجب ولا فى صيامه، ولا فى صيام شيئ منه معين، ولا فى قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة- 'রজব মাসের ফযীলত, রজবের ছিয়াম, রজবের ছিয়ামের নির্দিষ্ট কোন কিছু এবং উক্ত মাসে নির্দিষ্ট কোন রাতে ক্বিয়াম করা সম্পর্কে এমন কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি যা দলীলের যোগ্য বিবেচিত হ'তে পারে'।[১০]

মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম আশ-শুকায়রী বলেন, ثم اعلم ان كل حديث فى صلاة أول رجب او وسطه او آخره- فغير مقبول لايعمل به ولايلتفت إليه- 'অতঃপর জেনে রাখুন যে, রজবের প্রথমে অথবা মধ্যে অথবা শেষে ছালাত আদায় সম্পর্কিত প্রত্যেকটি হাদীছই অগ্রহণযোগ্য। এগুলোর উপর আমল করা যাবে না এবং সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করাও যাবে না'।[১১]

আল্লামা ত্বাহের পট্টনী হানাফী (রহঃ) বলেন, আল-লাআলী গ্রন্থে আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রজবের ১ম রজনীতে বিশ রাক'আত ছালাত একবার সূরা এখলাছ সহ... (মউযূ)। চার রাক'আত ছালাত যার ১ম রাক'আতে একশত বার আয়াতুল কুরসী দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা এখলাছ একশত বার পড়া...(মউযূ)। দ্বিতীয় রাকআতে সূরা এখলাছ একশত বার পড়া...(মউযূ)। রজবের ১৫ রজনীতে চৌদ্দ রাক'আত ছালাত, যাতে সূরা এখলাছ বিশ বার, সূরা ফালাক্ব ও নাস ৩ বার ৩ বার...(মউযূ)। ছালাতে মাছুরা নামে বর্ণিত হাদীছ, যা রজবের ২৭শে রজনীতে আদায় করা হয়, সে সম্পর্কে আবু মূসা মাদানী বলেন, হাদীছটি মারাত্মকভাবে পরিত্যক্ত (منكر جدا)। 'ছালাতুর রাগায়েব' জাল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি বলেছেন যে, 'ছালাতুর রাগায়েব' ও ছিয়াম পালন সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোই মাউযূ বা জাল। এ ব্যাপারে সমস্ত মুহাদ্দিছ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। পরিশেষে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্নাতকে জীবিত করল এবং বিদ'আতকে প্রতিহত করল, সে একশত শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।[১২]

অতএব আসুন! মাহে রজব একটি সম্মানিত মাস। সুতরাং তাকে মান্য করে আপোষে দ্বন্দ্ব-কলহ, ঝগড়া-ফাসাদ হ'তে বিরত থেকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হই এবং মাহে রজবের বিদ'আতী ছালাত ও ছিয়াম পরিত্যাগ করি। অহি-র বিধান তথা ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে জীবন গড়ি। ইসলামী সমাজ হ'তে বিদ'আত সমূহের মূলোচ্ছেদ করে ছহীহ সুন্নাহ্কে পুনরুজ্জীবিত করি এবং শত শহীদের মর্যাদায় উন্নীত হই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

৬. *তাযকেরাতুল মাওযূ'আত ৫৭ ও ৫৮ পৃঃ।*
৭. *কিতাবুল মাউযূ'আত ২য় খণ্ড ১২৩ পৃঃ।*
৮. *কিতাবুল মাওযূ'আত, ২য় খণ্ড ১২৩, ১২৪, ১২৫ ও ১২৬ পৃঃ।*
৯. *মুহাম্মাদ আবুস সালাম খিযর আশ-শুকায়রী, আস-সুনান ওয়াল মুবতাদা'আত। (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১৫ হি/১৯৯৪ ইং), পৃঃ ১৩২।*
১০. *ঐ, পৃঃ ১৩০।*
১১. *ঐ, পৃঃ ১৩০।*
১২. *তাযকিরাতুল মাওযূ'আত ৪৩, ৪৪ পৃঃ।*

কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পারস্পরিক অংশগ্রহণের বিপদ

-মূলঃ শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ)

*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

বর্তমানে যুগের চাহিদা ও সভ্যতার দাবীর নামে কখনও সরাসরি কখনওবা আকারে-ইঙ্গিতে নারীকে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে নারী-পুরুষে অবাধ মেলামেশার সূত্রপাত ঘটছে। এ জাতীয় আহ্বান সমাজধর্মের জন্য নিঃসন্দেহে একটি মারাত্মক অশনি সংকেত। গোটা মানবসমাজকেই এজন্য চরম ক্ষতি, তিক্ত ফল ও খুবই বাজে পরিণতির সম্মুখীন হ'তে হবে। সে সঙ্গে শরীয়তের দলীল-প্রমাণের সাথে তো এ আহ্বানের সংঘর্ষ আছেই। শরীয়ত নারীকে গৃহে অবস্থান করতে এবং গৃহস্থালীর কাজকর্মসহ অনুরূপ কাজ করতে বলেছে।

যে ব্যক্তি নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে সৃষ্ট অনিষ্ট ও ক্ষতির কিছুমাত্র জানতে ইচ্ছুক সে যেন ন্যায়নিষ্ঠ মনে হক্ব-নাহক্ব গুলিয়ে না ফেলে ঐ সব সমাজের দিকে চোখ বুলায়, যারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এই মহাফাসাদের গ্যাঁড়াকলে জড়িয়ে পড়েছে। তাহ'লে সে দেখতে পাবে কিভাবে তারা ব্যক্তি ও সমাজদেহ থেকে হারিয়ে যাওয়া সুখ-শান্তির জন্য নিজকে নিজে ভর্ৎসনা করছে। কিভাবে তারা নারীদের ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ার ও পরিবারে ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। এ সব কথা আমরা তাদের অধিকাংশ লেখকের ভাষায় ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে খুব ভালমত জানতে পারছি। এভাবে মহিলাদের পুরুষের কর্মে নিয়োগ কেবল এ জন্যে করা হচ্ছে যে, তাতে যেন সমাজকাঠামো ধ্বংস হয়ে যায় এবং এর প্রাসাদ মুখ থুবড়ে পড়ে।

একজন নারীর সঙ্গে পর-পুরুষের একান্তে মিলিত হওয়ার অবৈধতা, তার দিকে তাকানোর অবৈধতা ও হারাম সংঘটনের যত উপায়-উপকরণ আছে তার অবৈধতা প্রসঙ্গে কুরআন-হাদীছের যে বিরাট সংখ্যক বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ রয়েছে, তাই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। কেননা তা নারী-পুরুষকে এমন স্থানে পৌঁছে দেবে যার পরিণতি কোন সুখ্যাতি বয়ে আনবে না।

এই পৃথিবীর জীবনে যে গৃহ নারীর রাজ্য ও ঘোরাফেরার জায়গা, তাকে সেই রাজ্য থেকে বের করে আনায় মূলতঃ আল্লাহ্ যে স্বভাব ও প্রকৃতির উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়। সুতরাং যে কর্মক্ষেত্র পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট তাতে নারীর ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো ইসলামী সমাজের জন্য একটি মহাবিপদ। এই আহ্বানের প্রভাবে সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে। আর ইহা ব্যভিচারের একটি বড় মাধ্যম, যা সমাজকে সংগোপনে আক্রমণ করে এবং উহার চরিত্র ও কাঠামো উইপোকার মত ভেতর থেকে খেয়ে নষ্ট করে দেয়।

এ কথা সুবিদিত যে, আল্লাহ তা'আলা নারীকে একটি বিশেষ কাঠামোতে সৃষ্টি করেছেন, যা পুরুষের গঠন কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই কাঠামো দ্বারা তিনি নারীদেরকে গৃহ অভ্যন্তরে সম্পাদনযোগ্য যে সব কাজ রয়েছে এবং তাদের একান্ত নিজেদের মধ্যে সংঘটিত যে সব কাজ রয়েছে, তা সম্পন্ন করার যোগ্য করেছেন।

এ কথার অর্থ- পুরুষদের জন্য যে কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট, মহিলাদের তাতে অনুপ্রবেশে তাদের গঠন কাঠামো ও প্রকৃতি থেকে তাদেরকে বের করে আনা বলে গণ্য হবে। এতে নারীর উপর চরম অবিচার করা হবে। তাদের কমনীয়তা তথা ভেতরগত সৌকর্য খতম করে দেয়া হবে এবং তাদের ব্যক্তিত্ব তথা নারীত্ব গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। এ অবস্থা বংশপরম্পরায় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সম্প্রসারিত হ'তে থাকবে। সন্তানেরা প্রতিপালন, আদর-যত্ন ও স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হবে। কেননা এই ভূমিকা যিনি পালন করবেন তিনি হ'লেন মা। তিনি তো সন্তান হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। তাকে তার রাজ্য থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত করা হয়েছে- যে স্থান ছাড়া আর কোথাও মায়ের পক্ষে আরাম, স্থিতি ও প্রশান্তি লাভ সম্ভব নয়। যে সমস্ত সমাজ এই অবস্থার মধ্যে ফেঁসে গেছে তাদের বাস্তবতা আমাদের এ কথার জ্বলন্ত সাক্ষী।

ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তারা প্রত্যেকে স্ব স্ব ভূমিকা পালন করবে। তাহ'লে গৃহের ভেতর ও বাহির উভয়দিক থেকে সমাজকাঠামো পূর্ণতা লাভ করবে। পুরুষ খাওয়া-পরার ব্যবস্থা ও আয় উপার্জনের দায়িত্ব পালন করবে। আর নারী সন্তান পালন, তাদের স্নেহযত্ন, স্তন্যদান, নারী শিক্ষা বিধান, বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা, চিকিৎসা, রোগ পরিচর্যা ইত্যাদি যে সকল কাজ নারী জাতির সঙ্গে নির্দিষ্ট সেগুলো সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করবে।

সুতরাং নারী গৃহদায়িত্ব পালন না করলে ঐ গৃহের বাসিন্দাদের সহ গৃহটিকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। এভাবে বাস্তবে ও কার্যক্ষেত্রে পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙ্গন সৃষ্টি হবে এবং নামকাওয়াস্তে ব্যতীত বাস্তবে সমাজ বলে কিছু থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ-

'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। যেহেতু আল্লাহ্

* শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চবিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা তাদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে' *(নিসা ৩৪)*। সুতরাং আল্লাহ্র সৃষ্টিতে আল্লাহ্র বেঁধে দেয়া নিয়ম মুতাবেক নারীর উপর পুরুষ কর্তৃত্ব করবে। আর নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে- যার নির্দেশনা উক্ত পবিত্র আয়াত থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

আর নারীর প্রতি আল্লাহ্র আদেশ হচ্ছে, তাকে স্বীয় গৃহে অবস্থান করতে হবে। বাইরে গেলে সাজগোজ করে যেতে পারবে না। সাজগোজ (تبرج) করে বাইরে না যাওয়ার অর্থ- অবাধ মেলামেশা না করা। আর অবাধ মেলামেশা (اختلاط) বলতে বুঝানো হয়েছে- কাজ, চাকুরী, কেনাবেচা, বেড়ান অথবা অনুরূপ কাজের নামে বেগানা মহিলাদের সাথে পর-পুরুষদের সমবেত হওয়া। কেননা এভাবে নারীর অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ কাজ তথা ব্যভিচারকে প্রলুব্ধ করবে। ফলে আল্লাহ্র আদেশ লঙ্ঘিত হবে, তাঁর অধিকার ক্ষুণ্ন হবে। যা কিনা পালন করা একজন মুসলিম রমণীর নিকট শরীয়তের দাবী।

কুরআন ও সুন্নাহ্ উভয়ই অবাধ মেলামেশা ও তার দ্বার উন্মোচনকারী যত রকম পথ ও পন্থা আছে সবই হারাম হওয়াকে নির্দেশ করে। আল্লাহ্ বলেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلوةَ وَآتِيْنَ الزَّكوةَ وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُوْلَهُ ط إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا - وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آيتِ اللّهِ وَالْحِكْمَةِ ط إِنَّ اللّهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا-

'(হে নবী সহধর্মিণীগণ!) তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান কর ও পূর্বেকার অজ্ঞ যুগের ন্যায় সাজ-সজ্জায় ভূষিত হয়ে বের হবে না। ছালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালন করবে। আল্লাহ চান যে, তিনি তোমাদের অপবিত্রতা দূর করেন এবং তোমাদেরকে পাকছাফ রাখেন এবং তোমাদের গৃহে আল্লাহ্র যে সব আয়াত ও জ্ঞানের কথা পঠিত হয় তা স্মরণ রাখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ' *(আহযাব ৩৩-৩৪)*।

উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা নবীর পরিবারবর্গকে গৃহে অবস্থান করতে আদেশ দিয়েছেন। ঈমানদার মুসলিম সকল নারীই এই আদেশের অন্তর্গত। এর মধ্যে রয়েছে তাদের রক্ষাকবচ ও ফাসাদে জড়িয়ে পড়ার উপায়-উপকরণ থেকে বাঁচার পথ। কেননা নিষ্প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে গমনে যেমন সময় সময় সাজগোজ করার প্রয়োজন পড়ে, তেমনি অনেক সময় তা নানারকম অনিষ্টও ডেকে আনে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে এমন কিছু পুণ্য কাজের আদেশ দিয়েছেন, যা তাদেরকে অন্যায় অশ্লীলতা থেকে হেফাযত করবে। আর তা হ'ল তাঁদের ছালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা। অতঃপর তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে যা তাঁদের জন্য কল্যাণকর সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তা হ'ল- তাঁরা সদাসর্বদা কুরআন মজীদ ও রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এ দু'য়ের মধ্যেই আছে সে সব কথা, যা তাদের অন্তরের মরিচা ও কলুষ-কালিমা দূর করে দেয় এবং সত্য ও সঠিক পথের দিশা প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ط ذلِكَ أَدْنَى أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

'হে নবী! আপনি আপনার পত্নীবৃন্দ, কন্যাগণ ও বিশ্বাসীদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের উপর চাদর স্থাপন করে। এটা তাদের চেনার জন্য অধিকতর সুবিধাজনক, ফলে তারা (অন্যের হাতে দাসী হিসাবে) নিগৃহীত হবে না। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়' *(আহযাব ৫৯)*।

নবীগণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রচারক। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে তাঁর স্ত্রী-কন্যা ও সকল মুসলিম নারীর নিকট এ কথা বলতে আদেশ করেছেন যে, তারা তাদের মাথায় চাদর দেবে। এতে তাদের অবশিষ্ট দেহ চাদরে ঢাকা পড়ে যাবে। কোন প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যেতে তারা এরূপ করবে। তাতে রুগ্নমনা লোকেরা তাদের নিগৃহীত করার সুযোগ পাবে না।

বাড়ি থেকে বের হ'তেই যদি এ হুকুম হয় তাহ'লে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ, তাদের সাথে অবাধ মেলামেশা চালিয়ে যাওয়া, চাকুরির নামে তাদের নিকট নিজেদের অভাব প্রকাশ করা, পুরুষের সমপর্যায়ে উন্নীত হ'তে নারীত্বের অনেক কিছু বিসর্জন দেয়া এবং বাহ্যতঃ দু'টি ভিন্ন শ্রেণীর মাঝে খাপ খাওয়াতে লজ্জা-শরম পরিত্যাগ করার হুকুম কী হ'তে পারে? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ط إِنَّ اللّهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ- وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ-

'(হে নবী!) আপনি বিশ্বাসীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে।

এটা তাদের জন্য পবিত্রতম বিধান। তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই সম্যক অবহিত। আপনি বিশ্বাসী নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, আর তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যেটুকু প্রকাশ হয়ে পড়ে তা এ বিধানের বাইরে। আর তারা যেন তাদের উত্তমাঙ্গ উড়না দ্বারা আচ্ছাদিত রাখে' *(নূর ৩০-৩১)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর নবীকে বিশ্বাসী পুরুষদের নিকট এ কথা প্রচার করতে আদেশ করেছেন যে, তারা নিরবধি দৃষ্টি অবনত রেখে পথ চলবে এবং ব্যভিচার থেকে লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করবে। তারপর তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই বিধান তাদের জন্য সবচেয়ে বেশী পবিত্রতা বিধানকারী। একথাও সুবিদিত যে, ব্যভিচার থেকে লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ ব্যভিচারের রাস্তাসমূহ পরিহারের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অবাধ দৃষ্টিপাত ও কর্মক্ষেত্রে বা অন্যত্র নারী-পুরুষে অবাধ মেলামেশা যে ব্যভিচারের অন্যতম বৃহৎ উপকরণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। একজন মুমিন পুরুষ কোন বেগানা মহিলার সাথে বান্ধবী কিংবা সহকর্মী হিসাবে কাজ করলে সেখানে তার দ্বারা আল্লাহ্র উপযুক্ত দু'টি আদেশ (দৃষ্টি নিচু রাখা ও লজ্জাস্থান সংরক্ষণ) পালিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এক্ষেত্রে পুরুষের সাথে নারীর কিংবা নারীর সাথে পুরুষের কাজে অংশগ্রহণে দৃষ্টি অবনত রাখা, লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা এবং মনের সততা ও নির্মলতা বজায় রাখা নিঃসন্দেহে সম্ভব নয়।

একইভাবে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসী নারীদেরকে দৃষ্টি নিচু রাখতে, লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে এবং একান্তই যেটুকু বেরিয়ে পড়ে সেটুকু বাদে দেহের বাকী অংশের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাদের উত্তমাঙ্গ উড়না দ্বারা আচ্ছাদিত করতে বলেছেন। তাতে করে মাথা ও মুখমণ্ডলও ঢাকা পড়বে। কেননা মাথা আর মুখমণ্ডলই তো উত্তমাঙ্গের কেন্দ্র।

সুতরাং কিভাবে দৃষ্টি অবনত থাকবে, লজ্জাস্থান সংরক্ষণ হবে ও প্রকাশযোগ্য অঙ্গ বাদে দেহের অবশিষ্ট অঙ্গের সৌন্দর্য প্রকাশিত হবে না যখন কিনা নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করবে এবং কাজ করতে গিয়ে তাকে তাদের সাথে নির্বিবাদে মিশতে হবে? অথচ এই নির্বিবাদে মেলামেশাই তো ব্যভিচারের খাদে পা রাখার অন্যতম আহ্বায়ক। আর কিভাবে একজন মুসলিম নারীর পক্ষে দৃষ্টি অবনত রাখা সম্ভব হবে যখন সে নিজকে পুরুষের কাজের অংশীদার অথবা যাবতীয় কাজে তার সমকক্ষ হওয়ার দাবীতে পর-পুরুষের পাশাপাশি চলবে।

ইসলাম হারামের দিকে আহ্বানকারী সকল প্রকারের মাধ্যম ও উপকরণকে হারাম ঘোষণা করেছে। এই কারণে ইসলাম নারীদের উপর পুরুষের সাথে আড়ষ্ট কণ্ঠে কথা বলা হারাম করেছে। কেননা তাতে তাদের প্রতি পুরুষের লোভ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন,

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا-

'হে নবী সহধর্মিণীগণ! তোমরা অন্য কোন নারীর মত নও। যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তাহ'লে আড়ষ্ট কণ্ঠে কথা বল না। নতুবা যার অন্তরে রোগ রয়েছে, সে লোভে পতিত হবে। আর তোমরা ভাল কথা বলবে' *(আহযাব ৩২)*।

এ আয়াতে 'রোগ' (مَرَضٌ) অর্থ যৌনলিপ্সা। যেখানে নির্বিবাদে মেলামেশা চলে সেখানে এ ধরণের রোগ থেকে বাঁচা কি করে সম্ভব?

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, নারী যখন পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন অবশ্যই তাকে তাদের সাথে কথা বলতে হবে এবং তারাও তার সাথে কথা বলবে। আর অবশ্যই পুরুষের সাথে তার কথা চিকন সুরে হবে এবং পুরুষরাও তার সাথে মিহি সুরে কথা বলবে। এদিকে শয়তান তাদের পেছন থেকে সব কিছু সুন্দর ও ঠিকঠাক আছে দেখিয়ে অশ্লীল কাজে প্ররোচিত করবে। শেষ পর্যন্ত তারা শয়তানের ক্রীড়নকে পরিণত হবে। আল্লাহ্ প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। এজন্যই তিনি নারীকে পর্দা করার আদেশ দিয়েছেন। কারণ মানুষের মধ্যে সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, নিষ্কলুষ-ব্যভিচারী সব রকমই আছে। সেক্ষেত্রে পর্দা আল্লাহ্র ইচ্ছায় ফিৎনা থেকে রক্ষা করে এবং উহার কারণসমূহ রোধ করে। এতে নারী-পুরুষ উভয়েরই মনের পবিত্রতা অর্জিত হয় এবং অভিযুক্ত হওয়ার দায় থেকে দূরে থাকা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِن وَّرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ -

'আর যখন তোমরা তাদের নিকট কোন বস্তু প্রার্থনা করবে তখন পর্দার অন্তরাল থেকে প্রার্থনা করবে। এ ব্যবস্থা তোমাদের ও তাদের সকলের মনের জন্য পবিত্রতম' *(আহযাব ৫৩)*।

নারীর জন্য পোষাক দ্বারা নিজের চেহারা ও শরীর পর্দা করার পর গৃহাঙ্গনই হ'ল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পর্দা। ইসলাম তার উপর পর-পুরুষের সাথে মেলামেশা হারাম করেছে। তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই নিজকে ফিৎনার মুখে ঠেলে দিতে হবে না। আর তাকে গৃহে অবস্থান করতে আদেশ করেছে এবং বৈধ প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করেছে। তাও যখন বের হবে, তখন শরীয়ত নির্দেশিত আদব-ক্বায়দা বা শিষ্টাচার মেনে বের হ'তে হবে। আল্লাহ তা'আলা নারীর গৃহে অবস্থানকে 'ক্বারার' নামে আখ্যায়িত করেছেন। ইহা উঁচু দরের অর্থ বহন করে। কেননা এই অবস্থানের মধ্যেই রয়েছে তার জীবনের স্থিতি,

মনের শান্তি ও বক্ষের উদারতা। কিন্তু এই অবস্থান থেকে বেরিয়ে পড়লে তার জীবনে অশান্তি, মনে পেরেশানী ও বক্ষে সংকীর্ণতা বা অনুদারতা দেখা দেবে। জীবনকে এমন পথে ঠেলে দেয়া হবে যার পরিণতি প্রশংসার্হ হবে না।

'মাহরাম' বা স্থায়ীভাবে বিবাহ সম্বন্ধ হারাম এমন পুরুষ ব্যতীত ইসলাম যে কোন অবস্থায় পরনারীর সঙ্গে একান্তে মিলিত হ'তে ও সফর করতে নিষেধ করেছে। অশান্তির রাস্তা বন্ধ করতে, পাপের দ্বার রুদ্ধ করতে, অনিষ্টের উপকরণাদি নির্মূল করতে এবং নারী-পুরুষের উভয়কে শয়তানী চক্রান্ত হ'তে রক্ষা করতে এ ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে।

এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ছহীহ হাদীছে এসেছে, তিনি বলেছেন, مَاتَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً أَضَرَّعَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ– 'আমার জীবনাবসানের পর আমি পুরুষদের জন্য নারীদের তুলনায় অধিক ক্ষতিকারক কোন ফিৎনা রেখে যাচ্ছি না' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

তাঁর থেকে বিশুদ্ধভাবে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

إِتَّقُوْا الدُّنْيَا وَإِتَّقُوْا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ–

'তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারীদেরকে ভয় কর। কেননা ইসরাঈল বংশের প্রথম ফিৎনার সূত্রপাত হয়েছিল নারীকে কেন্দ্র করে' *(মুসলিম)*।

[চলবে]

কায়দায়ে মোহাম্মদীর নতুন সংস্করণ

কায়দায়ে মোহাম্মদীর ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল এজেন্ট ও গ্রাহকদের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে ইতিমধ্যে কায়দায়ে মোহাম্মদী দেশ ও বিদেশে মক্তব- মাদরাসায় শিশুদের জন্য পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কায়দায়ে মোহাম্মদীর বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে কতিপয় পুস্তক ব্যবসায়ী কভার পরিবর্তন করে নকল কায়দা বের করেছে। শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

কায়দায়ে হোমাম্মদী ব্লকে লেটার প্রেসে অধিক ছাপার কারণে অস্পষ্ট হয়েছে; তাই যুগের চাহিদা অনুযায়ী কম্পিউটার কম্পোজ ও অফসেট প্রেসে ছাপান হলো। নতুন সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ দো'আ সমূহের হাদীছের হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে। নতুন কায়দার অক্ষর ঝকঝকে ও ছাপা সুন্দর হয়েছে। আশাকরি ইহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। গ্রাহক ও এজেন্টদেরকে অতিসত্ত্বর যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মূল্যঃ খুচরা ৫.০০ টাকা, পাইকারী ৪.০০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

১। মোঃ আবুল ফারেস
আরাফাত অফিস,
৯৮ নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০।

২। হাফেয আব্দুল আযীয
পেশ ইমাম, সুরিটোলা জামে মসজিদ, ঢাকা।

৩. তাওহীদ কম্পিউটার্স এণ্ড পাবলিশার্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল
ঢাকা-১১০০। ফোনঃ ৭১১২৭৬২।

রাজ্য-রাজা-রাজ সিংহাসন

*-মুহাম্মাদ আবদুর রহমান**

'আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে আল্লাহ তা'আলা তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন' *(সাজদাহ ৪)*। আল্লাহ তা'আলার এই আরশকে সিংহাসনও বলা হয়। যিনি এভাবেই তার রাজত্বকে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সহ সবকিছুকে পরিচালিত করছেন। 'তাঁর সিংহাসন (কুরসী) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত' *(বাক্বারাহ ২৫৫)*।

এভাবেই হয়তো দুনিয়ার মানুষও সিংহাসন শব্দটি গ্রহণ করে রাজ্য পরিচালনার্থে এর প্রয়োগ করে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিজ হস্তে গ্রহণ করেছে।

ঐশ্বরিক মতবাদ (Divine theory)ঃ এ মতবাদের মূল কথা হ'ল- রাষ্ট্র বা রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ্র ইচ্ছানুসারে। সমগ্র পৃথিবীর শাসনকর্তা আল্লাহ। তিনি অলক্ষে থেকে একক শাসন না করে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত শাসক প্রেরণ করেন।[১] পুরাকাল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত এর সমর্থকের অভাব নেই। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ 'ওল্ড টেষ্টামেন্ট' (Old Testament)-এ একথার উল্লেখ আছে যে, 'বিধাতা রাজাকে মনোনীত করেছেন, তাঁর আদেশে রাজার মৃত্যু হয়েছে'। পুরাকালে ইহুদীদের ধারণা ছিল, রাষ্ট্র আল্লাহ্র সৃষ্টি। সেন্ট পল বাইবেলে উল্লেখ করেছেন, 'প্রত্যেক আত্মাকে ঊর্ধ্বতন শক্তির কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি নেই'।[২] সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ তার সিংহাসনে আসীন এবং তিনিই সমগ্র পৃথিবী পরিচালনা করছেন। এই পরিচালনা তাকে তন্দ্রা বা নিদ্রায় অভিভূত করতে পারে না (বাক্বারাহ ২৫৫)।

পার্থিব এই দুনিয়ার রাজ্য-রাজা এবং তাদের রাজ সিংহাসন সম্বন্ধে ও তাদের উৎপত্তি নিয়ে পুরাকাল হ'তে অদ্যাবধি প্রচুর মতবাদের অবতারণা আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই। আরও দেখতে পাই- রাজা-বাদশা আর শাসকদের উত্থান-পতন।

ঐশ্বরিক মতবাদ ছাড়াও রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাকাল হ'তে আধুনিক কাল পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এই ক্ষুদ্র পরিসরে তা তুলে ধরা সম্ভব নয় বিধায় দু'একটি নমুনা তুলে ধরতে চেষ্টা করা হ'ল মাত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গার্নার মনে করেন যে, 'রাজ্য বিধাতার সৃষ্টি পারিবারিক বা শক্তির মাধ্যমে জন্ম লাভ না করে বিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে'।[৩] গেটেল বলেন,'রাষ্ট্র মোট ৬টি

* এম,এ, (রাষ্ট্রবিজ্ঞান); সাধুর মোড়, রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

১. মোঃ মকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা 'রাষ্ট্রের ধারণা ও উৎপত্তি' অধ্যায়, পৃঃ ৬০।
২. ঐ, পৃঃ ৬১।
৩. এম, রহমান, বিবর্তনমূলক মতবাদ, পৃঃ ৯৩।

পর্যায় পেরিয়ে আধুনিক কালের জাতীয় রাষ্ট্রের রূপ লাভ করেছে'।[৪]

পূর্বকালে তিনজন দার্শনিক হব্‌স, লক ও রুশো বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্র সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। ম্যাকিয়াভেলী রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে তার বিখ্যাত 'প্রিন্স' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'মানুষ সুষ্ঠুভাবে, সুন্দরভাবে জীবন যাপনের জন্য রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছে'।[৫]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা মতে আমরা রাজ্যের চারটি মৌলিক উপাদানের কথা জানতে পেরেছি। যথা- (ক) জনসংখ্যা (খ) আয়তন (গ) সরকার ও (ঘ) সার্বভৌমত্ব। এই চারটি উপাদানের মধ্যে সার্বভৌমত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সার্বভৌমত্বের অর্থ প্রাধান্য। যে প্রাধান্য বলে আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে নিজের কর্তৃত্বকে বলবৎ করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্জেস বলেন, 'সার্বভৌমিকত্ব হচ্ছে প্রত্যেকের (প্রজাদের) উপর চরম অসীম এবং সর্বাত্মক ক্ষমতা'।[৬] প্রসিয়াস বলেন, 'এটি শাসকের হাতে অর্পিত চরম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। যার কোন কাজে কেউ বাধার সৃষ্টি করতে পারে না এবং যার ইচ্ছা শক্তি কারও মতামতের তোয়াক্কা করে না'।[৭]

সার্বভৌমত্বের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পার্থিব রাজা-বাদশা ও শাসকবৃন্দ হয়ে উঠেন বেপরোয়া। সাথে সাথে তাদের মনে উগ্র জাতীয়তাবাদেরও জন্ম নেয়। এভাবে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয় এবং নিজ রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে পররাজ্য গ্রাসের চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠেন। যেমনটি আমরা দেখেছি বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী ও ইতালীকে। জার্মানীর রাজা হিটলার ঘোষণা দিলেন, 'এই পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই, যা জার্মানীকে পরাভূত করতে পারে' (No Power on earth can defeat me.)। তাছাড়া হিটলার বলতেন, 'জার্মানীতে জার্মান ছাড়া অন্য কেউ থাকবে না' (There are to be no more human beings in Germany, but only the Germans.)।[৮]

অন্যদিকে একই সময়ে ইতালীর সম্রাট মুসোলিনী ঘোষণা দিলেন, 'ইতালী হয় নিজ সীমানা পেরিয়ে তার রাজ্যকে সম্প্রসারণ করবে, না হয় ধ্বংস হয়ে যাবে'।[৯] সার্বভৌমত্বের দর্পে ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই বলেছিলেন, "I am the state" 'আমিই রাষ্ট্র'।[১০]

সার্বভৌমত্বের ভূত কমবেশী সর্বকালে সর্বযুগেই সকল রাজা-বাদশাহকে পেয়ে বসে। এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই। ফেরাউন, নমরূদ, চেঙ্গিস, তৈমুর, রাশিয়ার জার হ'তে শুরু করে অদ্যাবধি এর ব্যতিক্রম নেই।

৪. রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা 'রাষ্ট্রের ধারণা ও উৎপত্তি' অধ্যায়, পৃঃ ৯৬।
৫. ম্যাকিয়াভেলী, প্রিন্স, পৃঃ ১১৯।
৬. রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা, 'সার্বভৌমিকতা' অধ্যায়, পৃঃ ১০২।
৭. ঐ, পৃঃ ১০২।
৮. রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা, পৃঃ ২৬২।
৯. ঐ, পৃঃ ২৬২।
১০. ঐ, পৃঃ ২৫৩।

সার্বভৌমত্ব রাজা-বাদশাহকে করে তুলে উচ্চাভিলাষী এবং এতে বিশ্বশান্তি হয় বিনষ্ট। সার্বভৌমত্বের জোরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামে যে হত্যাকাণ্ড চালায় (মাইলাই হত্যাকাণ্ড নামে) আজও তা মার্কিনীদের গায়ে কলঙ্ক লেপন করে রেখেছে। মার্কিনীরা পরাজয় বরণ করে ভিয়েতনাম থেকে সরে এসে ইয্যত রক্ষা করেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জার্মানী সম্রাট হিটলার এবং ইতালীর সম্রাট মুসোলিনী সমগ্র পৃথিবীকে যুদ্ধ উন্মত্ততায় মাতিয়ে তুলেছিল, অবশেষে হিটলার ও মুসোলিনীকে অপমানজনক পরাজয় ও মৃত্যুবরণ করতে হয় *(১৯৩৮-৪৪)*।

রাশিয়াঃ সোভিয়েত জার সম্রাট জনমতকে উপেক্ষা করে এবং পাইকারী গণহত্যার মাধ্যমে নিজ কর্তৃত্ব বহাল রাখে। কিন্তু ১৯১৭ সালে বিপ্লবের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বিপ্লবী জনতা ক্ষমতা দখলের পর নিজেদের মন মত সরকার গঠন করে। যা পরবর্তীতে 'সোভিয়েত ইউনিয়ন' নামে (কমুনিষ্ট) কমুনিজম মতবাদের প্রচলন ঘটায়। সোভিয়েত ইউনিয়নও সম্প্রসারণ নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ইউনিয়নের বিভিন্ন ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে গ্রাস করতে থাকে। যার মধ্যে অধিকাংশ রাজ্য মুসলিম অধ্যুষিত। অতঃপর কমুনিষ্ট রাশিয়া আফগানিস্তানের দিকে নযর দেয়। ১৯৮০ সালে আফগানিস্তান আক্রমণ করে এবং যুদ্ধে আধুনিক সমরাস্ত্র প্রয়োগ করে। প্রায় ১০ বৎসর যুদ্ধের পর সে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে আফগানিস্তান ত্যাগ করে। পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। খোদ রাজধানী মস্কোর গুরুত্বপূর্ণ স্থান হ'তে কমুনিষ্টরাই তাদের নির্মিত মূর্তিগুলি ভেঙ্গে তছনছ করে দেয় ও শুদ্ধি অভিযান শুরু করে।

ইরানঃ ইরান হচ্ছে মুসলিম অধ্যুষিত শিয়াপন্থী মুসলিম দেশ। ৯৫% মুসলমানের দেশ হওয়া সত্ত্বেও দেশটিতে রেজা শাহ পাহলভী সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধাঁচের কৃষ্টি-কালচার চালু করেন। ইসলামিক ধ্যান-ধারণাকে উপেক্ষা করে ইসলামী চিন্তাবিদ ও নেতা-কর্মীকে কঠোর হস্তে দমন করেন এবং কাউকে কাউকে নির্বাসনেও পাঠান। এদের মধ্যে ধর্মীয় নেতা ইমাম খোমেনী অন্যতম। শাহ এর অত্যাচারে খোমেনী স্বেচ্ছায় নির্বাসনে প্যারিসে গমন করেন এবং প্রায় এক যুগ সেখানে অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে রেজাশাহ-এর লেলিয়ে দেওয়া গুপ্তচর যা 'সাবাক' বাহিনী নামে পরিচিত, এরা দেশের অভ্যন্তরে গুপ্ত খুন, ধরপাকড় ও চরম নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। সারা দেশে পুলিশী তান্ডব চলতে থাকে। এদিকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত ধর্মীয় নেতা খোমেনী বিদেশে অবস্থান করলেও ইসলামী শাসন ক্বায়েম করার জন্য জোর আন্দোলন শুরু করেন এবং শেষতক জয়যুক্ত হয়ে ইরানে প্রত্যাবর্তন করেন।

শাহ এর পতন অবস্থায় শাহ আমেরিকায় পলায়ন করেন এবং সেখানেই দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল

করেন। বর্তমানে ইরানে শিয়াপন্থী ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। পুনরায় দেশটিতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। আমরাও প্রতীক্ষায় আছি এর ফলাফলের জন্য।

তুরস্কঃ তুরস্ক একদা শৌর্যে বীর্যে শীর্ষস্থান দখল করে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছিল। ওছমানীয় খেলাফত আমলে (১৩০০-১৯২৪) ছয়শত বছর শাসন ক্ষমতায় থেকে ভিয়েনা পর্যন্ত দখল করে ইউরোপের অন্তঃস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল। সেই মহাশক্তিধর একটি শাসন শক্তিকে ধর্মনিরপেক্ষতার টোপ দিয়ে চিরদিনের মত ইতিহাস থেকে মুছে দিয়েছিল ইংরেজরা কোনরূপ সামরিক শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই।[১১]

শোনা যায়, নব্য তুরস্কের স্থপতি কামাল আতাতুর্ককে খৃষ্টান প্রচারকবৃন্দ 'ক্রিপটো ক্রিশ্চিয়ান' মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। যার অর্থ ধর্মীয় পরিচয়ে খৃষ্টান না হ'লেও চিন্তা-চেতনায়, রুচিতে এবং আচার-ব্যবহারে খৃষ্টান। মুসলিম নামধারী এই শাসক ছিলেন তুর্কী খেলাফত ধ্বংসকারী ব্যক্তি। এই ব্যক্তি তুরস্কে ইসলামী নাম-নিশানা মুছে ফেলেন এবং বহু ইসলামী চিন্তাবীদ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করেন। তিনি সমগ্র তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদে দীক্ষিত করেন। অবশেষে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেন (১৯৩৮)। তবে তিনি যে ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ বপণ করে গেছেন, তা অদ্যাবধি চালু আছে। সেদেশে ইসলাম ধর্ম ও পবিত্র কুরআন মজীদকে যেভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে, নিম্নোক্ত ঘটনাটি থেকেই তা প্রণিধানযোগ্য।

১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসের ঘটনা। ঘটনাটি অনেকে হয়ত পত্র-পত্রিকায় দেখে থাকবেন। তবুও ঘটনাটি পুনশ্চ তুলে ধরলাম। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে তুরস্কের এক নৌঘাঁটিতে। অবসরপ্রাপ্ত তুর্কী জেনারেলদের সংবর্ধনা উপলক্ষে সেখানে আয়োজন করা হয়েছে এক জাঁকালো অনুষ্ঠান "Mid Night Festival" 'উন্মুক্ত রজনী উৎসব'। সেই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের জেনারেলরাও আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন। উৎসবে আমদানী করা হয়েছে ইহুদী-খৃষ্টান ও স্বাগতিক দেশ তুর্কী যৌন আবেদনময়ী সুন্দরী তন্বী নর্তকীদের। জেনারেলদের ঘিরে নাচছে নর্তকীরা। চলছে মদের সয়লাব। সুরার নেশায় উন্মাদ অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক ধর্মনিরপেক্ষ তুর্কী ধর্মদ্রোহী জেনারেলের মাথায় এলো এক শয়তানী খেয়াল। চীৎকার দিয়ে তিনি ডাকলেন এক ক্যাপ্টেনকে। আনতে বললেন আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম কুরআন শরীফ। পবিত্র কুরআন উপস্থিত করা হ'ল। জেনারেল নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেনকে 'পাঠ কর ১৪ পারার সূরা হিজরের ৯নং আয়াত'। ভয়ে ভয়ে পাঠ করলেন ক্যাপ্টেন। উক্ত আয়াতের অর্থ 'আমি (আল্লাহ) কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি নিজেই এর সংরক্ষক'। জেনারেল বললেন, ব্যাখ্যা কর এই আয়াতের। শঙ্কিত ক্যাপ্টেন বললেন, আমি জানিনা এর ব্যাখ্যা। ব্যাঙ্গাত্মক হাসি জেনারেলের মুখে। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ্‌ই নাকি নাযিল করেছেন এই কিতাব। আর তিনি নিজেই নাকি রক্ষা করবেন এই কিতাবকে। বিদ্রূপাত্মক অট্টহাসির সঙ্গে উন্মত্ত জেনারেল ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেললেন পবিত্র কুরআন। ছড়িয়ে দিলেন মদের আসরের নৃত্যরত নগ্ন নর্তকীদের পায়ের তলায়। আর দম্ভভরে বললেন, কোথায় সে কুরআন নাযিলকারী? আর কোথায় সে এর হেফাযতকারী? এই পৈশাচিক দৃশ্য দেখে ভয়ে 'আল্লাহু আকবর' 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে দিতে হল রুম থেকে বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন। আর ঠিক তখনি সমুদ্র বক্ষ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এল প্রচণ্ড এক অগ্নিস্তম্ভ। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ এক মহাশব্দ। সবকিছু এক নিমিষের মধ্যে। নেমে এলো মহাগযব। আর সেই গযবে মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু লণ্ডভণ্ড মিসমার হয়ে পুরো নৌঘাঁটি প্রোথিত হয়ে গেল বিদীর্ণ সেই সাগর বক্ষে। বিলীন হয়ে গেল মৃত্তিকাগর্ভে। কারো চিহ্নমাত্র রইলো না অবশিষ্ট। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ধ্বংস্তুপে পরিণত হ'ল পার্শ্ববর্তী এলাকা' (নাঊযুবিল্লাহ)।[১২] এরচেয়ে আর কেমন করে আল্লাহ্‌র শক্তি ও কালাম পাকের বাস্তব মু'জেযা অবিশ্বাসীরা দেখতে চায়। বাংলাদেশে যেভাবে কালাম পাক ডাষ্টবিনে-নর্দমায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তাতে যে তুরস্কের চেয়েও ভয়ংকর গযব নাযিল করে জ্ঞানপাপী মুসলমানদের ধ্বংস করবেন না এর গ্যারান্টি কি? আর সে সময় হয়ত অতি সন্নিকটে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!

আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড় কঠিন' *(বুরূজ ১২)*। পৃথিবীর অত্যাচারী জনগোষ্ঠী যতবড় শক্তিরই অধিকারী হোক না কেন, তাদেরকে যখন আল্লাহ্‌র ন্যায়বিধানের শাস্তি পাকড়াও করবে, তখন তারা সে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। আল্লাহ্‌র শাস্তি নেমে আসলে কোন প্রবল প্রতাপান্বিত শাসকই ছাড়া পায় না।

আমরা ইতিহাসের পাতা হ'তে এরূপ বহু ঘটনার এবং শাস্তির কথা জানতে পারি। আল্লাহ বলেন, '(কুরআন) এটা নছীহতের বস্তু। সুতরাং যার ইচ্ছা সে উহা গ্রহণ করুক' (আবাসা ১১-১২)।

তুরস্কের এহেন আসমানী ফায়ছালা প্রত্যক্ষ করার পরও কি মুসলিম জাহানের ঘুম ভাঙ্গবে না? সার্বভৌমত্বের বর্ম পরে আমাদের এই উপমহাদেশের বহু শাসক অঘটন ঘটিয়েছেন। ১৯৪৭ হ'তে ১৯৯৯ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, বিশেষভাবে তদানীন্তন পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান এবং অধুনা বাংলাদেশে অধিকাংশ শাসকগণ সার্বভৌমত্বের জোরে এ দেশকে নিজের কব্জায় রাখতে গিয়ে দেশে সীমাহীন রক্তপাত ঘটিয়েছেন, কিন্তু একচ্ছত্রভাবে এক যুগও রাজত্ব চালিয়ে যেতে সক্ষম হননি।

১১. *মাসিক আত-তাহরীক, জুন ২০০০, সম্পাদকীয়।*

১২. *দৈনিক ইনকিলাব, ২১শে জানুয়ারী ২০০০।*

আইয়ূব খান, ইয়াহইয়া খান সামরিক আইন জারী করেও শেষ রক্ষা হয়নি তাদের।

আইয়ূব খান বই লিখলেন "Friends not Master" 'বন্ধু প্রভু নয়'। বইটি অবশ্য আমেরিকাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন। সেই আইয়ূব খানও নিজ দেশেই বন্ধু না হয়ে প্রভু সেজে বসে নিজ ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে ছিলেন এবং সামরিক আইনের মাধ্যমে তা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। তাতেও তার শেষ রক্ষা হয়নি। পাকিস্তান ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গিয়ে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের স্থপতি প্রেসিডেন্ট মুজীবর রহমান গণতন্ত্রের কথা বলে, ভাত-রুটির আশ্বাস দিয়ে শেষে সকল রাজনৈতিক মতকে পদদলিত করে একটি দল গঠন করেছিলেন। যা 'বাকশাল' নামে খ্যাত। তিনি তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে বিশেষ বাহিনীও গঠন করেছিলেন। পরবর্তীতে উচ্চাভিলাষী জিয়াউর রহমান, হুসাইন মুহাম্মাদ এরশাদ প্রমুখ সামরিক শাসন জারী করেও সিংহাসনে টিকে থাকতে পারেননি। এমনিভাবে পৃথিবীর বহু স্থানে ক্ষমতায় টিকে থাকার কত ঘটনা আমরা শুনে থাকি।

তাছাড়া রাজা-বাদশাহ-শাসকদের সম্পর্কে আরও শুনে থাকি যে, এবারে অমুক দেশে এমন এক লৌহমানব শাসনভার গ্রহণ করেছেন যে, তাকে গদিচ্যুত করা চারটিখানি কথা নয়। যেমনটি দেখেছি বা শুনেছি যে, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো নিজেকে আজীবন প্রেসিডেন্ট থাকার কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু আসলে বাস্তব অবস্থা কি? তিনি তো প্রায় দুই বৎসর যাবত গৃহবন্দী অবস্থায় জীবন যাপন করছেন।

রাজা-বাদশাহ-রাজপুত্র এক কথায় শাসকগোষ্ঠীরা রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রাজসিংহাসন হারাতে চায় না। হারাতে চায়না প্রভাব-প্রতিপত্তি, যশ-মান ইত্যাদি। রাজ্য হারানোর ভয় থেকে বাঁচার জন্য ম্যাকেভেলিয়ান নীতি অনুসরণ করেন।

ম্যাকেভেলিয়ান নীতি (Policy) সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। ম্যাকিয়াভেলীই প্রথম রাষ্ট্র চিন্তাবিদ (ইতালী), যিনি রাজনীতি ও ধর্মকে আলাদা করেন। ম্যাকিয়াভেলী তার বিখ্যাত 'প্রিন্স' নামক গ্রন্থে কিছু উপদেশ দিয়ে গেছেন। সেগুলো হচ্ছে- রাষ্ট্রকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করতে হ'লে (১) রাজাকে চতুর হ'তে হবে (২) রাজাকে অবশ্যই শিয়ালের মত ধূর্ত, সিংহের মত সাহসী হ'তে হবে (King should Comfine the Qualifie of fox and a lion) (৩) সাম্রাজ্য রক্ষাকল্পে নীতি-ধর্ম বিসর্জন দিয়ে কঠোর বে-আইনি ও অন্যায়ের পথ বেছে নিতে হবে। (৪) একজন রাজা-বাদশাহর কিভাবে উত্থান ও পতন হয়েছে, সে ক্ষেত্রে ইতিহাস জানতে হবে (৫) রাজাকে ধর্মের ভান করতে হবে, ধার্মিক তা চাল-চলনের মাধ্যমে দেখাতে হবে। ধর্ম পালন করুন বা না করুন, তাকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যেতে হবে। অর্থাৎ মসজিদে, গীর্জায়, মন্দিরে যেতে হবে। জনগণ যাতে বুঝে রাজা-সম্রাট খুবই ধর্মপরায়ণ।[১৩]

ম্যাকিয়াভেলী অত্যন্ত জোরের সাথে বলেন যে, জীবন, সম্পত্তি ও নারী এই তিনটি জিনিষ মানব প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ও সর্বাপেক্ষা চিরন্তন কামনা। কাজেই রাজাকে উক্ত ৩টি জিনিষের উপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না। সুতরাং সিংহাসন রক্ষার্থে ম্যাকিয়াভেলীর উপদেশ মেনে চলতে বলা হয়েছে। এভাবে আমরা বড় বড় চিন্তানায়ক, রাষ্ট্রবিদ, জ্যোতিষীদের বাণীকে এমনভাবে গ্রহণ করি, যেন এরাই পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী। তারা যা বলেছেন সব ঠিক। তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। অবশ্যই আল্লাহ অবগত আছেন যা প্রকাশ্য ও গোপনীয়। সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পাক কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- বলুন! 'হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত-অপদস্থ কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল' *(আলে ইমরান ২৬)*।

দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা কখন কার হাতে ন্যস্ত করা হবে, তার চূড়ান্ত ফায়ছালা মূলতঃ একান্তভাবে আল্লাহ্রই হাতে। অহঙ্কারী-দাম্ভিক লোকেরা মনে করে যে, তারাই বুঝি দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীর ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়ছালাকারী। কিন্তু যে মহাশক্তি এক বিন্দু পরিমাণের এক বীজ হ'তে এক বিরাট বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, প্রকৃত ক্ষমতা তারই হাতে নিহিত। যাদের দাপট দেখে লোকেরা মনে করে যে, তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে এমন কেউ নেই। তাদেরকে তিনি এমনভাবে উৎপাটিত করেন যে, শেষ পর্যন্ত তা দুনিয়াবাসীর জ্ঞান লাভের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যাদের দেখে কেউ ধারণাও করতে পারে না যে, তারা কখনও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা তাদেরকে এমনভাবে উত্থিত করেন যে, চারিদিকে তাদের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ডংকা বেজে উঠে।[১৪]

যালেম রাজা-বাদশাহ কেন? আমরা প্রায়ঃশই একটি কথা শুনে থাকি যে, কোন জনপদে/দেশে যখন অতিরিক্ত ভাবে সেদেশের জনগণ পাপকার্যে বেপরোয়া হয়ে উঠে, তখন আল্লাহ তা'আলা সে দেশে শাস্তি স্বরূপ যালেম বাদশাহ পাঠিয়ে দেন। এর নমুনাতো আমরা মর্মে মর্মে

১৩. *Habibur Rahman, A History of Political Theory, P-11.*
১৪. *তাফহীমুল কুরআন ৮/২৩১ পৃঃ।*

উপলব্ধি করছি। আসুন! এই মুহূর্তে আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করি। তওবা এস্তেগফার করি এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী খেলাফতের জন্য আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন যে, 'তোমাদের মধ্যকার ঐ সকল লোক, যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহপাক ওয়াদা করেছেন এই মর্মে যে, (১) তাদেরকে তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন। যেমন তিনি পূর্ববর্তীদেরকে দান করেছিলেন। (২) তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যার উপর তিনি রাযী হয়েছেন মুমিনদের জন্য এবং (৩) তিনি অবশ্যই তাদেরকে ভীতির পরিবর্তে শান্তি দান করবেন। তারা যেন আমার ইবাদত করে এবং আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করে। যারা এর পরে কুফরী করবে (অর্থাৎ খেলাফত প্রাপ্তির উক্ত নে'মতের না-শোকরী করবে), তারা ফাসেক' *(নূর ৫৫)*। 'তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'তে পার' *(নূর ৫৬)*।

আসুন! সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ্কে স্বীকার করে তাঁর দেওয়া জীবন ব্যবস্থাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করি এবং তদানুযায়ী আমল করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন!- আমীন!!

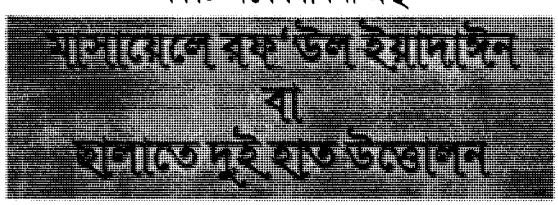

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ

মাসায়েলে রফ'উল ইয়াদাঈন বা ছালাতে দুই হাত উত্তোলন

মূলঃ মাস'উদ আহমাদ (পাকিস্তান)
অনুবাদঃ আবূ জিহাদ
সম্পাদনাঃ কামাল আহমাদ
হাদিয়াঃ ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

[গ্রন্থটি ইমাম বুখারীর জুয'উ রফ'উল ইয়াদাঈন ও অন্যান্য ইমামগণের প্রামাণ্য গ্রন্থের আলোকে লিখিত।]

পরিবেশনায়ঃ

কোরান মঞ্জিল, কলারোয়া, সাতক্ষীরা

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ

দারুল মা'আরিফ

১৮৮/১, এইচ, এম, এম, রোড, যশোর-৭৪০০
ফোনঃ ৫৮৯৮ (অনুঃ)

প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

*-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ**

(٢٦) عن ابى موسى الاشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ اللّٰهَ تَعَالى لَيَطَّلِعُ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ–

(২৬) 'আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মধ্য শা'বানের রাত্রিতে [দুনিয়ার আসমানে] আবির্ভূত হন এবং মুশরেক ও পরস্পর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত তাঁর সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন' (ইবনে মাজাহ)। হাদীছটি যঈফ।[১]

(٢٧) عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالى يَنْزِلُ لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ إِلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلاَ مَنْ مُسْتَغْفِرٌ فَاَغْفِرُ لَه اَلاَ مُسْتَرْزِقٌ فَاَرْزُقُه اَلاَ مُبْتَلِىً فَاُعَافِيْه اَلاَ كَذَا اَلاَ كَذَا حَتّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ–

(২৭) 'হযরত আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ্পাক ঐদিন সূর্যাস্তের পরে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করে দেব; আছ কি কেউ রূযী প্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব। আছ কি কোন রোগী আমি তাকে আরোগ্য দান করব। এভাবে তিনি ফজর পর্যন্ত বলতে থাকেন' (ইবনে মাজাহ)। হাদীছটি যঈফ।[২]

(٢٨) عَنْ عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال هَلْ تَدْرِيْنَ مَا فِىْ هذِهِ اللَّيْلَةِ يَعْنِىْ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ مَافِيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰه فَقَالَ فِيْهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ مِنْ بَنِىْ آدَمَ فِىْ هذِهِ السَّنَةِ وَفِيْهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِىْ آدَمَ فِىْ هذِهِ السَّنَةِ وَفِيْهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَفِيْهَا تُنْزَلُ أَرْزَاقُهُمْ –

---

* *সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *আলবানী, 'তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩০৬।*

২. *ঐ, হা/১৩০৮।*

(২৮) 'আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এই রাতে অর্থাৎ মধ্য শা'বানের রাতে কি ঘটে তা কি তুমি জান? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ রাতে কি ঘটে? অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ বৎসর মানুষের কত সন্তান জন্ম নিবে, কত সন্তান মৃত্যুবরণ করবে তা এ রাতে নির্ধারণ করা হয়। এই রাতে মানুষের আমলসমূহ উত্থিত হয় এবং এই রাতেই মানুষের রিযক্ব অবতীর্ণ করা হয়' (বায়হাক্বী)। হাদীছটি যঈফ।[৩]

(٢٩) عن ابى امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خَمْسُ لَيَالٍ لاَتُرَدُّ فِيْهِنَّ الدَّعْوَةُ: أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ وَلَيْلَةُ النَّحْرِ-

(২৯) 'আবুউমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পাঁচ রাতে দো'আ ফেরত দেওয়া হয় না। যথাঃ রজব মাসের প্রথম রাতের দো'আ, মধ্য শা'বানের রাতের দো'আ, জুম'আর রাতের দো'আ, ঈদুল ফিতরের রাতের দো'আ এবং কুরবানীর রাতের দো'আ' (ইবনে আসাকির)। হাদীছটি জাল।[৪]

৩. ঐ, হা/১৩০৫।
৪. সিলসিলা যাঈফা হা/১৪৫২।

(٣٠) عن عائشة قالت فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّه صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ اَكُنْتِ تَخَافِيْنَ أَنْ يَّحِيْفَ اللّهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّه إِنِّىْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ تَعَالى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ -

(৩০) 'আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে পেলাম না। হঠাৎ দেখি তিনি 'বাক্বী' গোরস্থানে আছেন। তিনি বললেন, আয়েশা তুমি কি মনে কর যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তোমার উপর অবিচার করেন? আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ধারণা করেছিলাম আপনি আপনার অপর কোন স্ত্রীর ঘরে গেছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ১৫ই শা'বানের রাতে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হন এবং 'কল্ব' গোত্রের ছাগল সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন' (তিরমিযী)। হাদীছটি যঈফ।[৫]

৫. মিশকাত হা/১২৯৯।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান কর্তৃক অনূদিত ও তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, গুলশান, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত 'তাফসীর ইবনে কাসীর' 'হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী' পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

আপনি অতি সহজেই বিশেষ কমিশনে ১৮ খণ্ডে পূর্ণ ৩০ পারার মূল্যবান এই তাফসীরটি সংগ্রহ করুন এবং সাথে নিন বিনা মূল্যের একটি বড় "গিফ্‌ট ব্যাগ"। সৌজন্যেঃ হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী।

হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহ্রাব কর্তৃক প্রণীত মোট ২৫টি বইয়ের ৮টি বইতে পাবেন আদম (আঃ) থেকে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ আম্বিয়া (আঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং সাথে পাবেন বিনা মূল্যের একটি "গিফ্‌ট ব্যাগ"।

এছাড়াও পাচ্ছেন-হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে প্রতি ১৫০/= টাকার বই কিনে বিনা মূল্যের একটি 'গিফ্‌ট ব্যাগ'।

হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহ্রাব কর্তৃক প্রণীত আরো দু'টি বই নতুন মুদ্রণে প্রকাশ পেলঃ

১। ভিক্ষুক ও ভিক্ষা, তৃতীয় সংস্করণ, (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত), মূল্য ৫১/=

২। মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফযীলত, (অনুবাদ) চতুর্থ প্রকাশ, মূল্য ৫১/=

প্রাপ্তিস্থান

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (১) ৩৮, বংশাল (নতুন রাস্তা), ঢাকা। ফোনঃ ৯৫৬৩১৫৫, ৭১১৪২৩৮।	হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (২) ২৩৪/২, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা, কাটাবন মসজিদের পশ্চিমে।	আল-আমীন এজেন্সী ১১১ স্টেডিয়াম, ঢাকা ফোন ঃ ৯৫৬০৩৫৯

ছাহাবা চরিত

হযরত জা'ফর বিন আবুত্বালেব (রাঃ)

*-কামরুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

অনুক্রমণিকাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মাঝে যে সমস্ত অকুতোভয় বীরসেনানী তাঁদের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত উৎসর্গ করে শাশ্বত ইসলামের সুমহান ঝাণ্ডাকে বিশ্বে সমুন্নত করে গেছেন, হযরত জা'ফর বিন আবুত্বালেব (রাঃ) ছিলেন তাঁদের মাঝে শীর্ষস্থানীয়। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বিচলিত হওয়ার পরিবর্তে শাহাদাতের তামান্নায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তাঁর পিপাসিত হৃদয়। আল্লাহ্র রাস্তায় শাহাদাতই ছিল তাঁর ঐকান্তিক কাম্য। তাই তো একে একে দু'টো হাত দেহাচ্ছিন্ন ও শরীরে অর্ধশতাধিক তলোয়ার, তীর ও বল্লমের আঘাত লাগা সত্ত্বেও তিনি চুল পরিমাণ পিছপা হননি সম্মুখ রণাঙ্গন থেকে। রণাঙ্গনে তিনি হিমাদ্রির ন্যায় অটল ও অবিচল থাকতেন। ঈমানের জায্বা, শাহাদাতের তামান্না, সাহসীকতা, বীরত্ব, রণনৈপুণ্য, অপরিসীম প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, দানশীলতা, মহানুভবতা, পরোপকারী ইত্যাদি অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলো বিকশিত হয়েছিল তাঁর ক্ষণস্থায়ী জীবনে। তাঁর শাহাদাতের পরপরই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোষণা করেছেন- رَأَيْتُ جَعْفَرًا يَطِيْرُ فِى الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلاَئِكَةِ। 'আমি জা'ফরকে জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াতে দেখেছি'।[১] প্রোক্ত প্রবন্ধে এই জলীলুল ক্বদর ছাহাবীর জীবনালেখ্য বর্ণনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

নাম জা'ফর, পিতার নাম আবুত্বালেব।[২] মাতার নাম ফাতেমা।[৩] কুনিয়াত আবু আব্দিল্লাহ।[৪] উপাধি যুল জানাহাইন (দু'ডানা বিশিষ্ট),[৫] যুল হিজরাতাইন (দু'বার হিজরতকারী), ত্বায়্যার (উড়ন্ত), আবুল মাসাকীন (মিসকীনদের পিতা অর্থাৎ মিসকীনদের আশ্রয়স্থল)।[৬] তাঁর নসবনামা হচ্ছেঃ জা'ফর ইবনে আবুত্বালেব ইবনে আব্দুল মোত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্র।[৭]

তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচাত ভাই ও হযরত আলী (রাঃ)-এর সহোদর ভাই ছিলেন। তিনি আলী (রাঃ)-এর দশ বছরের ছোট ছিলেন।[৮] তিনি প্রখ্যাত মহিলা ছাহাবী হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ)-কে বিবাহ করেন।[৯] আসমা (রাঃ) উম্মুল মুমেনীন হযরত মায়মূনা (রাঃ)-এর সৎবোন ছিলেন।[১০]

শৈশব কালঃ

হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর পিতা আবুত্বালেব ছিলেন কুরাইশ বংশের মধ্যে অনন্য মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। অধিক সন্তান-সন্ততি ও পোষ্যের কারণে তার আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। একবার অনাবৃষ্টি তার অসচ্ছল অবস্থাকে আরও নিদারুণ করে তুলে। সেই মারাত্মক খরার বছরে কুরাইশদের সব ফসল পুড়ে যায়। এ সময় বনী হাশেমের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর চাচা আব্বাস অপেক্ষা অধিক সচ্ছল ব্যক্তি আর কেউ ছিল না।

একদিন হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় চাচা আব্বাসকে বললেন, চাচা! আপনারই ভাই আবুত্বালেবের তো অনেক সন্তানাদি। তিনি এ সময় দারুণ দুর্ভিক্ষ ও অনুকষ্টের মধ্যে আছেন। চলুন! আমরা তার কাছে যাই এবং তার কিছু সন্তানের বোঝা আমাদের কাঁধে তুলে নেই। তার একটি ছেলে আমি নেব এবং অপর একজনকে আপনি নিবেন। আব্বাস বললেন, তুমি সত্যিই একটা ভাল কাজের আহ্বান করেছ এবং কল্যাণের দিকে উৎসাহিত করেছ।

অতঃপর তাঁরা দু'জন আবুত্বালেবের নিকট গেলেন এবং তাকে বললেন, আমরা এসেছি আপনার পরিবারের কিছু বোঝা লাঘব করতে, যাতে মানুষ যে দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয়েছে তা থেকে আপনি কিছুটা মুক্তি পান। আবুত্বালেব বললেন, আমার জন্য আক্বীলকে রেখে তোমরা যা খুশী তাই করতে পার। অতঃপর হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) আলীকে ও আব্বাস (রাঃ) জা'ফরকে তত্ত্বাবধানের জন্য নিলেন। সেদিন হ'তেই জা'ফর (রাঃ) স্বীয় চাচা আব্বাসের গৃহে প্রতিপালিত হ'তে লাগলেন।[১১]

---

* কামিল দ্বিতীয় বর্ষ, হাদীছ বিভাগ, আরামনগর কামিল মাদরাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

১. জামে তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭, ইবনে হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবা ফী তামযীযিছ ছাহাবাহ (মিসরঃ দারুল ফিক্র মাতবা'আতু সা'দাত, ১৩২৮ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৮; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ (বৈরুতঃ ইয়াহ্ইয়াউ তুরাছ আল-আরাবী, তা.বি) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৭।

২. আল-ইছাবা ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭।

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯২ খৃঃ/১৪১৭ হিঃ) ১১শ খণ্ড, পৃঃ ২২০।

৪. ইবনে হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬ খৃঃ/১৪১৭ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪১।

৫. ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৬ ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১১।

৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ২২১-২২।

৭. ইবনে হিশাম, সীরাতুন নবী (বঙ্গানুবাদ) (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪খৃঃ/১৪১৫ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৯।

৮. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা (বৈরুতঃ মুওয়াস্সাসাহ আর-রিসালাহ, ১৯৯৬/১৪১৭ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৬।

৯. মুহাম্মাদ নূরুয্যামান, সংগ্রামী নারী (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৯৯৭/১৪১৭ হিঃ) পৃঃ ১৪৬।

১০. তালিবুল হাশেমী, অনুবাদঃ আব্দুল কাদের, মহিলা ছাহাবী, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণঃ ১৯৯৭/১৪১৭ হিঃ) পৃঃ ১৭৭।

১১. ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা, ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ (বৈরুত-লেবাননঃ দারুল নাফাইস, ১৪শ প্রকাশঃ ১৯৮৪ ইং) ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৯-৬০; মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৯৯৪ ইং/১৪০০ বাং/১৪১৪ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৭-১৮।

ইসলাম গ্রহণঃ

একদা আবুত্বালেব দেখতে পেলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে দাঁড়িয়ে আলী (রাঃ) ছালাত আদায় করছেন। এ দৃশ্য আবুত্বালেবের খুবই ভাল লাগল। তাঁর পাশেই দাঁড়ানো জা'ফরের দিকে তাকিয়ে বললেন, জা'ফর তুমিও তোমার চাচাত ভাই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর একপাশে দাঁড়িয়ে যাও। জা'ফর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাম পাশে দাঁড়িয়ে সেদিন ছালাত আদায় করেন। এ ঘটনা জা'ফরের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[১২] তিনি যায়েদ বিন হারেছার ইসলাম গ্রহণের পর,[১৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দারুল আরক্বামে প্রবেশের পূর্বে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৪] তিনি প্রথম সারির ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর পূর্বে ২৫ বা ৩১ জন ইসলাম গ্রহণ করেছিল।[১৫] ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তাঁর স্থান ২৪তম মতান্তরে ৩১তম, ভিন্নমতে ৩২তম।[১৬]

আবিসিনিয়ায় হিজরতঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে লাগলেন, তখন কুরাইশদের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল। তারা মুসলমানদের উপর অমানবিক নির্যাতন শুরু করল। এ নির্যাতনের রাহুগ্রাস থেকে হাশেমী যুবক জা'ফর বিন আবুত্বালেব ও তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে ঊমাইসও রেহাই পাননি। কিন্তু কখনও তাঁরা ধৈর্যহারা হননি। তাঁরা জানতেন, জান্নাতের পথ বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ, কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কিন্তু যে বিষয়টি অন্যান্য দ্বীনী ভাইদের মত তাঁদেরকেও পীড়া দিত এবং ভাবিয়ে তুলত তা হ'ল, ইসলামী বিধি-বিধান পালনে এবং এক আল্লাহ্র ইবাদতে কুরাইশদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুরাইশরা তাঁদের জন্য ওঁৎ পেতে থেকে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করে ছিল। এমনই এক মুহূর্তে জা'ফর বিন আবুত্বালেব, তাঁর স্ত্রী ও আরও কিছু ছাহাবী আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এ কাফেলার নেতৃত্ব ছিল জা'ফর বিন আবুত্বালেবের হাতে। সেখানে তাঁরা ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ নাজ্জাশীর আশ্রয় লাভ করেন।[১৭] হিজরতকারীদের সংখ্যা ছিল ৮৩ জন,[১৮] অন্যমতে ৮০ জন।[১৯]

আবিসিনিয়ায় মুহাজিরগণ সুখ-শান্তিতে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু তাঁদের এ সুখ-শান্তি মক্কার কাফের-মুশ্রেকরা সহ্য করতে পারল না। তাই তারা বিশিষ্ট কূটনৈতিক আমর ইবনুল আছ ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবী রাবিয়াকে অনেক উপঢৌকন সহ আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট পাঠায় মুহাজিরদেরকে (মক্কায়) ফিরিয়ে আনার জন্য। তারা পাদ্রিদের জন্যও অনেক উপঢৌকন পাঠায়। কুরাইশ নেতৃদ্বয় প্রথমে পাদ্রিদের সাথে সাক্ষাৎ করল এবং তাদের প্রত্যেকের নিকট নির্ধারিত উপঢৌকন পেশ করে বলল, বাদশাহ্র সাম্রাজ্যে আমাদের কিছু পথভ্রষ্ট অবাধ্য সন্তান আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি করেছে। আমরা যখন তাদের ব্যাপারে বাদশাহ্র নিকট কথা বলব, আপনারা তাদের দ্বীন সম্পর্কে কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ না করে তাদেরকে আমাদের নিকট ফেরত পাঠানোর জন্য বাদশাহকে একটু অনুরোধ করবেন। পাদ্রিরা তাদের কথায় সায় দিল।

অতঃপর কুরাইশ নেতৃদ্বয় বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন পেশ করল। উপঢৌকনগুলো বাদশাহর খুবই পসন্দ হ'ল এবং তিনি সেগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অতঃপর তারা বলল, মহামান্য বাদশাহ! আমাদের কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক আপনার সাম্রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। তারা এমন একটি ধর্ম আবিষ্কার করেছে যে ধর্ম সম্পর্কে আমরাও জানি না আপনিও জানেন না। তারা আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছে কিন্তু আপনাদের ধর্মও গ্রহণ করে নাই। তাদের পিতা, পিতৃব্য ও সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তাদের নবাবিষ্কৃত ফেৎনা সম্পর্কে তাদের গোত্রীয় নেতারাই অধিক জ্ঞাত।

অতঃপর নাজ্জাশী তাঁর দরবারে উপস্থিত পাদ্রিদের দিকে তাকালেন। তারা বলল, মহামান্য বাদশাহ! তারা সত্য কথাই বলেছে। নিশ্চয়ই তাদের গোত্রীয় নেতারাই তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। অতএব গোত্রীয় নেতাদের নিকট তাদেরকে পাঠিয়ে দিন! নেতারাই তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

পাদ্রিদের কথায় বাদশাহ ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হ'লেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম! তা হ'তে পারে না। তাদের প্রতি যে অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ না করা পর্যন্ত একজনকেও আমি সমর্পণ করব না। তারা যদি সত্যি সত্যিই এমন হয়, যেমন এ দু'ব্যক্তি বলেছে, তাহ'লে তাদেরকে সমর্পণ করব। তা না হ'লে যতদিন তারা আমার আশ্রয়ে থাকতে চায়, আমি তাদেরকে নিরাপত্তার সাথে থাকতে দেব।[২০]

অতঃপর বাদশাহ মুহাজিরদেরকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা বাদশাহর দরবারে সালাম দিয়ে বাদশাহকে সেজদা না করে প্রবেশ করলেন। সভাসদগণ বলল, বাদশাহকে সেজদা

---

১২. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৮।*
১৩. *তাহযীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪১।*
১৪. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬১।*
১৫. *আল-ইছাবা ফী তামযীযিছ ছাহাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭।*
১৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ২২০।*
১৭. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬১-৬৩; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৮।*
১৮. *সীরাতুন নবী (সাঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫।*
১৯. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৬।*
২০. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৫-৬৮; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৯-২০।*

করতে তোমাদেরকে কিসে মানা করল? জা'ফর (রাঃ) বললেন, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করি নাই। সভাসদগণ বলল, কেন? জা'ফর (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের মাঝে এমন এক রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি আমাদেরকে আদেশ করেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা না করতে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করতে ও যাকাত প্রদান করতে।[২১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, আমরা নাজ্জাশীর নিকট গিয়ে দেখতে পেলাম তিনি তাঁর সকল পাদ্রিদের ডেকেছেন। তারা বিশেষ অভিজাত পোষাক পরিহিত অবস্থায় তাদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ মেলে ধরে তাঁর ডানে ও বামে বসে আছে। আমরা দেখতে পেলাম আমর ইবনুল আছ ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবী রাবীয়াও সেখানে রয়েছে। আমরা স্থির হয়ে বসার পর নাজ্জাশী আমাদের দিকে তাকালেন ও বললেন, সে কোন নব্য ধর্মমত, যা তোমরা আবিষ্কার করেছ এবং তোমাদের নিজ ধর্মকেও পরিত্যাগ করেছ? অথচ আমাদের ধর্মও গ্রহণ করনি?

জা'ফর (রাঃ) বললেন, হে মহামান্য বাদশাহ! আমরা পাপ-পঙ্কিলতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম, মূর্তিপূজা করতাম ও মৃত জন্তু ভক্ষণ করতাম, অশ্লীল ক্রিয়াকর্মে মোহাবিষ্ট ছিলাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীদের সাথে অসদ্ব্যবহার করতাম, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত করতাম, আমাদের সবলেরা দুর্বলের উপর অত্যাচার করত, তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করত। এভাবেই চলছিল আমাদের জীবন। অতঃপর আল্লাহ আমাদের নিকট এমন একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাঁর বংশ মর্যাদা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও পবিত্রতা সম্পর্কে আমরা অবহিত। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানালেন, যেন আমরা তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস করি, তাঁর ইবাদত করি এবং আমরাও আমাদের পূর্ব পুরুষরা যে সব গাছ, পাথর ও মূর্তিপূজা করতাম তা পরিত্যাগ করি। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন সত্য কথা বলতে, আমানতের খিয়ানত না করতে, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখতে, প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে, হারাম কাজ ও অবৈধ রক্তপাত হ'তে বিরত থাকতে, অশ্লীলতা ও মিথ্যাচার পরিহার করতে, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ ও কন্যা সন্তান জীবিত প্রোথিত না করতে, নিষ্কলুষ চরিত্রের নারীদের প্রতি অপবাদ দেয়া হ'তে বিরত থাকতে। তিনি আমাদেরকে আরও আদেশ দেন যেন আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করি, ছালাত ক্বায়েম করি এবং যাকাত প্রদান করি।

সুতরাং আমরা তাঁকে সত্যবাদী জেনে তাঁর আনীত ধর্মের প্রতি ঈমান এনেছি। তিনি যা আমাদের জন্য হালাল ও হারাম ঘোষণা করেছেন, তা আমরা হালাল ও হারাম বলে বিশ্বাস করেছি। এ কারণে আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের প্রতি শত্রুতা শুরু করে এবং নির্যাতনের ষ্টীম রোলার আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়, যাতে আমরা দ্বীন (ইসলাম) পরিত্যাগ করি এবং পুনরায় মূর্তিপূজার দিকে ফিরে যাই। অতঃপর তাদের অত্যাচারের মাত্রা যখন আরও বেড়ে গেল, তখন আমরা আপনার রাজ্যের দিকে হিজরত করলাম এ আশায় যে, আমরা আপনার দ্বারা অত্যাচারিত হব না।[২২]

আমর ইবনুল আছ বললেন, মহামান্য বাদশাহ! এরা হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর মা মারইয়াম সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে। নাজ্জাশী বললেন, তোমরা ঈসা (আঃ) ও তাঁর মা সম্পর্কে কি বল? জা'ফর (রাঃ) বললেন, আমরা তাই বলি যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন। তিনি আল্লাহ্র বান্দা, তাঁর রাসূল ও তাঁর রূহ, যা তিনি কুমারী মারইয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন। তাঁকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি।[২৩]

অতঃপর নাজ্জাশী জা'ফর (রাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের নবী আল্লাহ্র নিকট থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার কিছু তোমাদের কাছে আছে কি? জা'ফর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। নাজ্জাশী বললেন, তাহ'লে তার কিছু অংশ পড়ে শুনাও। হযরত জা'ফর (রাঃ) তখন সূরা মারইয়াম থেকে পড়তে শুরু করলেন- كهيعص- ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا- إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا- قَالَ رَبِّ إِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَّ لَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا-

'কাফ-হা-ইয়া-আইন-ছোয়াদ। এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে ডেকেছিলেন গোপনে, নিভৃতে। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমার অস্থি-বয়স-ভারাবনত হয়েছে; বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে; হে আমার প্রতিপালক! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফল মনোরথ হইনি' (মারইয়াম ১-৪)।[২৪]

আল্লাহ্র কালাম শুনে নাজ্জাশী এত কাঁদলেন যে, অশ্রু ধারায় তাঁর শ্মশ্রু সিক্ত হয়ে গেল এবং দরবারে উপস্থিত পাদ্রিরাও কেঁদে তাঁদের সম্মুখে উন্মুক্ত ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ ভিজিয়ে দিলেন। কিছুটা শান্ত হয়ে নাজ্জাশী বললেন, তোমাদের নবী যা নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর পূর্বে ঈসা (আঃ) যা নিয়ে এসেছিলেন উভয়ের উৎস এক।[২৫] অতঃপর তিনি মাটি থেকে একটি তৃণখণ্ড উঠিয়ে বললেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি যা বলেছ ঈসা ইবনে মারইয়াম তদপেক্ষা এ তৃণখণ্ড পরিমাণও অধিক কিছু নন।[২৬] বাদশাহ আমর ও তাঁর সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা চলে যাও। আল্লাহ্র কসম! তোমাদের হাতে আমি তাদেরকে সমর্পণ করব না। তারপর জা'ফর (রাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও তোমরা স্বাধীন ও নিরাপদ। কেউ তোমাদের গালি দিলে বা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তার বদলা নেয়া হবে। আল্লাহ্র কসম! আমি সোনার পাহাড় গড়া যেমন অপসন্দ করি, তেমনি তার বিনিময়ে তোমাদের

২১. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭।*

২২. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭০-৭১; সীরাতুন নবী (ছাঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬০; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২০-২১; মহিলা সাহাবী, পৃঃ ১৭৯-৮০।*

২৩. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৬।*

২৪. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭২।*

২৫. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২১।*

২৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ২২১।*

কারু প্রতি সামান্য বিপদ আপতিত হোক এটাও আমার পসন্দনীয় নয়। এরপর তিনি আমর ও তার সঙ্গীর দিকে ফিরে বললেন, এ দু'ব্যক্তির উপঢৌকন তাদেরকে ফেরত দাও। আমার এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই।[২৭]

মদীনায় হিজরতঃ

হযরত জা'ফর (রাঃ) দশ বছর[২৮] মতান্তরে চৌদ্দ বছর[২৯] আবিসিনিয়ায় থাকার পর সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজয়ের পর মদীনায় হিজরত করেন।[৩০] হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর আগমন সংবাদ পেয়ে রাসূল (ছাঃ) আনন্দের আতিশয্যে তাঁর ললাটে চুম্বন করে বলেন- مَا اَدْرِىْ بِاَيِّهَا انَا اَسُرُّ بِفَتْحِ خَيْبَرَ اَمْ بِقُدُوْمِ جَعْفَرَ– 'আমি জানি না জা'ফরের আগমনে বেশী খুশী হয়েছি, না খায়বর বিজয়ে'।[৩১]

উল্লেখ্য যে, হযরত জা'ফর (রাঃ) একবার আবিসিনিয়ায় ও একবার মদীনায় হিজরত করেছেন বিধায় তাঁকে যুলহিজরাতাইন (দু'বার হিজরতকারী) বলা হয়।[৩২]

শাহাদাতঃ

অষ্টম হিজরী ৬২৯ সনে মুতার যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) হযরত যায়েদ বিন হারেছার নেতৃত্বে তিন হাযার সৈন্য প্রেরণ করেন।[৩৩] অভিযান প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ إِنْ قُتِلَ جَعْفَرُ فَعَبْدُ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ–

'যদি যায়েদ নিহত হয় তবে সেনাপতি হবে জা'ফর, যদি জা'ফর নিহত হয় তবে সেনাপতি হবে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা।[৩৪] যদি একে একে তিনজনই নিহত হয়, তবে তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা সেনাপতি নির্বাচন করে নেবে।[৩৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একে একে তিনজন সেনাপতি নিযুক্ত করাতেই দূরদর্শী, বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণ মেধাধিকারী হযরত জা'ফর বিন আবুত্বালেব (রাঃ) স্পষ্টতঃই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ যুদ্ধেই তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং তাঁর কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কেননা ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন যুদ্ধে এভাবে পরপর তিনজন সেনাপতির নাম উল্লেখ করেননি। তিনজন সেনাপতির নাম উল্লেখ করার মধ্যেই তাঁর শাহাদাতের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। সূর্য পূর্বাকাশে উদিত না হয়ে পশ্চিমাকাশে উদিত হ'তে পারে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইঙ্গিত ভুল হ'তে পারে না। জা'ফর বিন আবুত্বালেব (রাঃ) ভয় ও সংকোচের পরিবর্তে শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবিত হয়ে সিরিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করেন। মুতা নামক স্থানে পৌঁছলে হিরাক্লিয়াস, শুরাহবিল বিন আমর, আরব পৌত্তলিক, জুয়াম, লাখাম, কুযায়াহ প্রভৃতি সম্মিলিত দু'লক্ষ শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হন।[৩৬]

দু'লক্ষ শত্রুবাহিনীর মোকাবিলায় মাত্র তিন হাযার মুসলিম মুজাহিদ (!) তাঁদের তো পিছে হটে যাওয়ারই কথা। কিন্তু না, মুজাহিদ বাহিনী চুলমাত্রও পিছে হটলেন না। সেনাপতি যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী এ অসম যুদ্ধে শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ) শাহাদাত বরণ করলেন। তখন হযরত জা'ফর বিন আবুত্বালেব (রাঃ) অশ্ব থেকে নেমে স্বীয় অশ্বের কোঁচ কেটে দিলেন, যাতে রণাঙ্গন থেকে পলায়নের কোন উপকরণ তাঁর নিকট না থাকে এবং শত্রু সৈন্যরাও যেন অশ্বটি ব্যবহার করতে না পারে।[৩৭] হযরত জা'ফর (রাঃ) এক হাতে ইসলামের সমুন্নত ঝাণ্ডা অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে সিংহের মত হুংকার দিয়ে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে শত্রু বাহিনীর ব্যূহভেদ করে ক্রমাগত শত্রু সৈন্যের শিরশ্ছেদ করতে লাগলেন-

يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا × طَيِّبَةً وَبَارِدٌ شَرَابُهَا

وَالرُّوْمُ رُوْمٌ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا × كَافِرَةٌ بَعِيْدَةٌ أَنْسَابُهَا

عَلَىَّ إِذْلاَ قَيْتُهَا ضِرَابُهَا

'আহ্! কি চমৎকার জান্নাত এবং তার সান্নিধ্য লাভ! জান্নাত যেমন অতি উত্তম ও পবিত্র, তার পানীয়ও তেমনি। রোমকদের আযাব ঘনিয়ে এসেছে, তারা কাফির এবং আমার তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট, যদিও তাদের আঘাত খেয়েছি'।[৩৮]

এভাবে বীর-বিক্রমে সম্মুখপানে তিনি অগ্রসর হ'তেই লাগলেন। তাঁর তলোয়ারের সীমানায় যাকেই পেলেন, তাকেই তিনি জাহান্নামের দুয়ারে পৌঁছে দিলেন। শত্রু সৈন্য তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ব্যূহ রচনা করল। ইতিমধ্যে শত্রু সৈন্যের তলোয়ারের আঘাতে ডান হাত দেহাচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন তিনি বাম হাতে ঝাণ্ডা নিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। শত্রু সৈন্যের তলোয়ারের দ্বিতীয় আঘাতে তাঁর বাম হাতটিও দেহাচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তবুও তিনি শাশ্বত ইসলামের সমুন্নত ঝাণ্ডাকে অবনমিত হ'তে দিলেন না। কর্তিত বাহুর অবশিষ্টাংশ ও দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন ইসলামের ঝাণ্ডা। কিন্তু শত্রু সৈন্যের তৃতীয় আঘাতে তাঁর দেহ দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেল। এভাবে তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত

---

২৭. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৭; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২২।*
২৮. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৮।*
২৯. *সংগ্রামী নারী, পৃঃ ১৫০।*
৩০. *মহিলা সাহাবী, পৃঃ ১৮১।*
৩১. *ইবনে কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (কায়রোঃ দারুল মা'রেফাহ ১৯৮৮/১৪০৮ হিঃ) ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৭; তাহযীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪১; হযরত রাসূল করীম (ছাঃ) জীবন ও শিক্ষা (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৭/১৪১৮ হিঃ) পৃঃ ২৭০; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ২২১।*
৩২. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৬।*
৩৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ২২১।*
৩৪. *ছহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১১; গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, দ্বাদশ সংস্করণঃ ১৯৭৩ ইং) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭।*
৩৫. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮০; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯।*
৩৬. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮১, মহিলা সাহাবী, পৃঃ ১৮২, বিশ্বনবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৮।*
৩৭. *উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৮; তাহযীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪১।*
৩৮. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১০; ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮২।*

শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন।[৩৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন-

كُنْتُ فِيْهِمْ فِيْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَوَجَدْنَا فِى الْقَتْلَى وَوَجَدْنَا مَا فِيْ جَسَدِهِ بِضْعًا وَّتِسْعِيْنَ مِنْ طَعْنَةٍ وَّرَمِيَةٍ-

'আমি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। যুদ্ধ শেষে আমি জা'ফর (রাঃ)-কে খুঁজলাম। নিহতদের মধ্যে তাঁকে পেলাম। তাঁর শরীরে তীর ও বল্লমের নব্বয়ের অধিক আঘাত ছিল'।[৪০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাঁর শরীরে পঞ্চাশ বা সত্তরটি আঘাত ছিল। কিন্তু পিছনের দিকে কোন আঘাত ছিল না।[৪১] অর্থাৎ তিনি কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৪১ বছর।[৪২] যায়েদ বিন হারেছা, জা'ফর বিন আবুত্বালেব ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রাঃ) এই তিন মহান বীরসেনানীকে একই কবরে দাফন করা হয়।[৪৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা থেকেই হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর শাহাদাতের সংবাদ ছাহাবীদেরকে দিলেন। মনে হচ্ছিল যুদ্ধের চিত্র যেন তাঁর সামনে দর্পণে ভেসে রয়েছে। এ সময় তাঁর চক্ষু হ'তে অশ্রু ঝরছিল। বহুক্ষণ তিনি শোকে মুহ্যমান ছিলেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) এ সু-সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা জা'ফর (রাঃ)-এর কর্তিত দু'বাহুর পরিবর্তে তাকে দু'টি রক্তরাঙ্গা নতুন ডানা দান করেছেন। যা দ্বারা তিনি জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছেন। তখন হ'তে তাঁর উপাধী হ'ল 'যুলজানাহাইন' ও 'ত্বায়্যার'।[৪৪]

হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর মর্যাদা ও চরিত্রঃ

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, অতঃপর বললেন, وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَبَرَكَاتُهُ সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কার সালামের উত্তর দিলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, জা'ফর ফেরেশতাদের একটি দলের সাথে উড়ে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে সালাম দিল, তাই আমি সালামের উত্তর দিলাম।[৪৫]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর জা'ফর (রাঃ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ্কে দেখলেই বলতেন, اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا إِبْنَ ذُوْ جَنَاحَيْنِ 'হে দু'ডানা ওয়ালার পুত্র! তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হৌক'।[৪৬] বনী আবদে মানাফের পাঁচ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা তাঁদের ও রাসূল (ছাঃ)-এর মাঝে পার্থক্য করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলত। হযরত জা'ফর (রাঃ) ছিলেন ঐ পাঁচ ব্যক্তির অন্যতম একজন।[৪৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বলতেন, أَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ 'হে জা'ফর তুমি আকৃতি ও চরিত্র উভয় দিক দিয়েই আমার সদৃশ'।[৪৮]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, দয়া ও দানশীলতায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পর জা'ফর বিন আবুত্বালেব ছিলেন সর্বোত্তম।[৪৯] হযরত জা'ফর (রাঃ) ছিলেন গরীব-মিসকীনদের আশ্রয়স্থল। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমাদের মিসকীন সম্প্রদায়ের জন্য জা'ফর বিন আবুত্বালেব (রাঃ) ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে তাঁর গৃহে যেতেন, যা কিছু তাঁর সাথে থাকত তা আমাদেরকে খাওয়াতেন। যখন তাঁর খাবার শেষ হয়ে যেত তাঁর ছোট্ট শূন্য ঘি-য়ের মশকটি বের করে দিতেন। আমরা তা ফাটিয়ে ভেতরে যা কিছু লেগে থাকত তা চেটে খেতাম।[৫০] তিনি গরীব-মিসকীনদের পাশে বসতেন, তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা জানতেন এবং তাদের খেদমত করতেন। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে আবুল মাসাকীন (মিসকীনদের পিতা) বলে অভিহিত করতেন।[৫১] রাসূল (ছাঃ) বলতেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে সাতজন করে সাহায্যকারী বন্ধু দান করেছেন। আর আল্লাহ আমাকে দান করেছেন চৌদ্দজন সাহায্যকারী। জা'ফর তাঁদের মধ্যে অন্যতম।[৫২] একদা মুহাম্মাদ বিন জা'ফর ও মুহাম্মাদ বিন আবুবকর নিজ নিজ পিতার মর্যাদার ব্যাপারে গর্ব করছিলেন, তাঁরা পরস্পর একে অপরকে বললেন, আমার পিতা তোমার পিতা অপেক্ষা মর্যাদাবান। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, হে আসমা! তোমার দু'পুত্রের ঝগড়ায় ফায়ছালা করে দাও। আসমা (রাঃ) বললেন, আমি যুবকদের মধ্যে জা'ফরের চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি এবং বয়স্কদের মধ্যে আবুবকরের চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি।।[৫৩]

---

৩৯. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৪/৮২ পৃঃ।*
৪০. *ছহীহ বুখারী ২/৬১১ পৃঃ; আল-ইছাবা ফী তামঈীযিছ ছাহাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৮।*
৪১. *ছহীহ বুখারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১১; উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৮; ইসলামী বিশ্বকোষ ১১শ খণ্ড, পৃঃ ২২১।*
৪২. *তাহযীবুত তাহযীব ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪১।*
৪৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ ১১শ খণ্ড, পৃঃ ২২১।*
৪৪. *উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ ১ম খণ্ড পৃঃ ২৮৯; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ২২১।*
৪৫. *আল-ইছাবা ফী তামঈীযিছ ছাহাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১১।*
৪৬. *ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৬; ঐ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১১; উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৯; তাহযীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪১; সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৫।*
৪৭. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৭; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৭।*
৪৮. *ছহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৬; তিরমিযী ২য় খন্ড, পৃঃ ২১৭; ইসলামী বিশ্বকোষ ১১শ খণ্ড, পৃঃ ২২১।*
৪৯. *তিরমিযী ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪১; তাহযীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৭।*
৫০. *ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৬; তাহযীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৭।*
৫১. *তিরমিযী ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭; উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৭; আল-ইছাবা ফী তামিয়ীযিছ ছাহাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭।*
৫২. *উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৭; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪।*
৫৩. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭।*

অর্থনীতির পাতা

প্রতারণার অপর নাম জিজিএন

*-শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

সম্প্রতি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে 'গ্লোবাল গার্ডিয়ান নেটওয়ার্ক' (জিজিএন) নামের একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তর লেখালেখি হচ্ছে। জিজিএন এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'নিউওয়ে বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিমিটেড' সম্পর্কে প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। দৈনিক জনকণ্ঠ (৯, ১২, ১৭, ১৯ ও ২০শে সেপ্টেম্বর ২০০০), দৈনিক মানবজমিন (৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০০), দৈনিক ইনকিলাব (৯ই সেপ্টেম্বর, ২০০০), দৈনিক মুক্তকণ্ঠ (১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০০) প্রভৃতি পত্রিকায় এদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে এদের সম্বন্ধে সন্দেহ ও প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। বিভিন্ন সূত্র হ'তে এই প্রতিষ্ঠান দু'টি সম্বন্ধে যা জানা গেছে এবং এদের নিজেদের প্রচারিত লিফলেট ও হ্যাণ্ডআউট হ'তে যা উপলব্ধি করা গেছে, তা থেকে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, জিজিএন ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানটি প্রতারণাপূর্ণভাবেই এদেশে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এদের কৌশল এতই 'ফুলপ্রুফ' এবং গাণিতিকভাবে বিশুদ্ধ যে, এরা প্রতারিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যাবে।

জিজিএন ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান নিউওয়ে যে গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করছে তাদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে একে বলা হয় 'বাইনারি পদ্ধতি'। এই পদ্ধতির 'ডুপ্লিকেশন অব টু' তত্ত্ব অনুসারে একজন হ'তে দু'জন, এই দু'জনের প্রত্যেকেই আবার দু'জন এমনিভাবে চক্রাকারে বা গ্রুপভিত্তিতে এরা সংখ্যা বৃদ্ধি করেই যেতে থাকে। গাণিতিকভাবেই এই সংখ্যা অসীম হ'তে পারে বা হওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করেই তারা নেটওয়ার্ক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শ্রীলংকান বংশোদ্ভূত বর্তমানে কানাডার নাগরিক মিঃ নবরত্নম শ্রী নারায়ণা থাসার স্বত্বাধিকারীতে প্রতিষ্ঠিত জিজিএন বাংলাদেশে কাজ শুরু করে ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস হ'তে। এদের প্রধান কার্যালয় ঢাকার গুলশান দেখানো হ'লেও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বনানীর এক বাড়ী থেকে।

নেটওয়ার্ক ব্যবসা কমিশনভিত্তিক হয়ে থাকে। প্রথমে একজন ক্রেতা নির্দিষ্ট একটি অংকের পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে, যা পণ্যের আসল মূল্যের চাইতে হয় অনেকগুণ অধিক। শর্ত থাকে যে, এই ক্রেতা আরও দু'জন ক্রেতা সংগ্রহ করে দেবে। তাহ'লেই প্রথম ক্রেতা কমিশন পাবে। কোম্পানী যে বেশী পরিমাণ অর্থ পূর্বেই আদায় করে রেখেছিল সেই অর্থ হ'তেই এই কমিশন দিয়ে থাকে। প্রথম জন কোম্পানীর এজেন্ট বা পরিবেশক হিসাবে যে দু'জনকে সংগ্রহ করেছিল তাদের প্রত্যেকেই এখন নিজেরা এজেন্ট বা পরিবেশক হিসাবে দু'জন করে নতুন ক্রেতা সংগ্রহ করবে। এক্ষেত্রে প্রথম জনের মত এই নতুন দুই এজেন্টও কমিশন পাবার হকদার হবে। এবারে নতুন যে চারজন ক্রেতা হয়েছে তারা নিজেরা এজেন্ট হিসাবে প্রত্যেকে দু'জন করে নতুন ক্রেতা সংগ্রহ করবে। ফলে ঐ চারজন তখন কমিশন পাবে। এভাবেই এজেন্ট ও ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কোথায় গিয়ে এই সংখ্যা থামবে তা কেউ জানে না।

অবশ্য প্রথম ক্রেতাই যদি এজেন্ট হ'তে ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ নতুন দু'জন ক্রেতা সংগ্রহ করতে না পারে, তাহ'লে তার কমিশন পাওয়ার কোন আশা নেই। এক্ষেত্রে তার ব্যবসাও যেমন এখানেই শেষ, তেমনি তার প্রদত্ত পুরো টাকাটাই কোম্পানী অবলীলাক্রমে হাতিয়ে নেয়। অথচ সে এর বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে কোন আইনানুগ পদক্ষেপই নিতে পারে না। কারণ সে জেনে বুঝেই এই ফাঁদে পা রেখেছিল। সাহিত্যের ভাষায় একেই বলে 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান'। অনুরূপভাবে প্রথম ক্রেতা এজেন্ট হ'তে পারলেও তার শিকার নতুন দুই ক্রেতা যদি এজেন্ট হ'তে না পারে তাহ'লে তারাও একইভাবে প্রতারিত হবে।

এই নেটওয়ার্ক পদ্ধতিতে এমন একটা সময় আসবে, যখন আর এজেন্ট হওয়া সম্ভব হবে না। অর্থাৎ নতুন ক্রেতা পাওয়া যাবে না। তখন প্রান্তিক লোকটি নিশ্চিতভাবেই প্রতারিত হবে এবং এ রকম চূড়ান্তভাবে প্রতারিত লোকের সংখ্যা হবে লক্ষ লক্ষ। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই হবে বেকার ও শিক্ষিত যুবক-যুবতী।

জিজিএন ও তার বাংলাদেশী সহযোগী নিউওয়ে (প্রাঃ) লিঃ-এর কার্যকলাপের অন্তর্নিহিত ত্রুটি ও প্রতারণাগুলো আরও বিশদ বিশ্লেষণের দাবী রাখে। নীচে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।-

(১) প্রতিষ্ঠান দু'টি তাদের পণ্যের যে প্যাকেজ বিক্রি করছে তার মোট মূল্য টাঃ ৭৫০০/=। এর মধ্যে তারা টাঃ ৩৫০০/= লাভ করছে বলে নিজেরাই দাবী করছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তাদের বিক্রিতব্য পণ্যটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন ব্রাণ্ডের নয়। সুতরাং এর প্রকৃত গুণাগুণ ও মূল্য যাচাই করা যেমন অসম্ভব, তেমনি ঐ দ্রব্যটির সুবাদে কোম্পানী কত মুনাফা করছে তাও জানা অসম্ভব। যাহোক যিনি বা যারা চড়া মূল্যের ঐ প্যাকেজটি কিনছেন, তিনি বাহ্য দৃষ্টিতে চড়ামূল্যে কিনতে স্বীকৃত হওয়ার ফলে এই লেনদেন বা ব্যবসা শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে জায়েয মনে হ'লেও তিনি প্রকৃতপক্ষে জেনেশুনেই প্রতারিত হচ্ছেন এবং প্রতারিত হয়েও প্যাকেজটি ক্রয় করছেন এই আশাতে যে, তিনি যদি তারই মত আরও দু'জন গ্রাহক বা ক্রেতা ম্যানেজ করতে পারেন তাহ'লে অন্ততঃ তার নিজের দেওয়া অতিরিক্ত অর্থের টাঃ ১৮০০/= ফেরত পাওয়া সম্ভব হবে।

এটা অনেকটা ঈশপের গল্পের সেই লেজকাটা শিয়ালের চেষ্টার মত, যার নিজের লেজ কাটা যাওয়ার পর তার

* *প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সদস্য, শরী'আহ কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।*

সহযোগী অন্যদেরও লেজ কাটতে প্রলুব্ধ করেছিল। এক্ষেত্রে প্রথম ক্রেতা বা এজেন্ট এবং তার নতুন দুই শিকারের প্রত্যেকেই এই একই প্রতারণাপূর্ণ কাজ আরও দু'জন করে গ্রাহক সৃষ্টির মাধ্যমে সম্প্রসারণের চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। তারা এটা এজন্যেই করবে যে, এর ফলে প্রথম এজেন্টের প্রথম দুই গ্রাহকের প্রত্যেকেই আবার টাঃ ১৮০০/= করে ফেরত পাবে এবং প্রথম এজেন্ট নিজে ফেরত পাবে টাঃ ২৪০০/=। মনে রাখা দরকার যে, এদের প্রত্যেকেই প্যাকেজটি কেনার সময় অতিরিক্ত টাঃ ৩৫০০/= করে প্রদান করেছিল। সেই অর্থ হ'তেই এই 'মুনাফা' বা 'কমিশন' দেওয়া হচ্ছে। মাছের তেলে মাছ ভাজার এ যেমন এক চমৎকার উদাহরণ, তেমনি লোভের টোপ ফেলে চাতুর্যপূর্ণ প্রতারণারও এক অনন্য নযীর।

(২) কোম্পানী দু'টি টাঃ ৭৫০০/= মূল্যের প্যাকেজের পণ্যের মধ্যে সার্ভিস চার্জ, সিকিউরিটি ও বিতরণের জন্যে টাঃ ৩৫০০/= (৪৩.৬৭%) ধার্য করেছে। অর্থাৎ মূল পণ্যটির দাম প্যাকেজ মূল্যের ৫৩.৩৩% বা টাঃ ৪,০০০/= মাত্র। পরবর্তীতে গ্রাহক/এজেন্ট/পরিবেশক হয়ে গেলে সে এর বিপরীতে টাঃ ৬০০/= ফেরত পেতে পারে, যদি নতুন দু'জন গ্রাহক ম্যানেজ করতে পারে। না হ'লে সে কিছুই ফেরত পাবে না। এক্ষেত্রে পুরো টাকাটাই কোম্পানী হজম করে ফেলবে।

(৩) কোন কোম্পানী পণ্য বিক্রয়ের জন্যে সাধারণতঃ সার্ভিস চার্জ দাবী করে না। ক্ষেত্রবিশেষে, বিশেষতঃ যন্ত্রপাতি বসানো ও চালু করার কাজে এ ধরনের চার্জ দাবী করলেও তা মূল্যের ২% হ'তে ২.৫% এর বেশী হয় না। উপরন্তু সার্ভিস চার্জ যদি দাবী করাই হয়, তাহ'লে পণ্য বা সেবা বিতরণের জন্যে পুনরায় বিতরণ বা ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ নেবার নিয়ম নেই। অথচ এরা সেই গর্হিত কাজটিই করছে।

(৪) সিকিউরিটি বাবদ গৃহীত অর্থ সব সময়েই মূল ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে আলোচ্য কোম্পানী দু'টি মূল ক্রেতাকে ঐ অর্থ বা তার কিয়দংশও ফেরত দেবে না, যদি না তিনি পরবর্তীতে এজেন্ট বা পরিবেশক হ'তে পারেন। এভাবে সিকিউরিটির নামে গৃহীত অর্থ আত্মসাৎ নিঃসন্দেহে যুলুম এবং ক্রেতাকে শোষণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৫) কোম্পানী দু'টি স্টেপ ১-এ লাভ করে টাঃ ৩৫০০/=। কিন্তু গ্রাহককে লাভের কোন অংশ ফেরত দেবার বিধি নেই। তবে ঐ গ্রাহক যদি স্টেপ ২-এ এজেন্ট বা পরিবেশক হন, তাহ'লে তাকে অবশ্যই তিনটি প্যাকেজ বিক্রি করতে হবে এবং তিনি ঐ তিনটি প্যাকেজ হ'তে প্রতিটির জন্যে টাঃ ৬০০/= হারে মোট টাঃ ১,৮০০/= ফেরত পাবেন। এক্ষেত্রে কোম্পানীর নীট মুনাফা থাকবে টাঃ ৮,৭০০/=। নিঃসন্দেহে এটা বড় ধরনের প্রতারণা।

(৬) কোম্পানীর হিসাব অনুসারে স্টেপ ১১-তে গ্রাহক পরিবেশককে ৮০% হারে মুনাফা দেবার কথা। অর্থাৎ তাদের দাবী অনুসারে তারা প্যাকেজ পিছু মাত্র টাঃ ৭০০/= মুনাফা রাখবে। এক্ষেত্রেও তাদের মুনাফার শতকরা হার দাঁড়াচ্ছে ১৭.৫%। অবশ্য এর পূর্বেই তারা বিরাট অংকের মুনাফা করে নিয়েছে। স্টেপ ১-এ তারা কাউকে কোন মুনাফা দেয়নি, স্টেপ ২-এ মাত্র টাঃ ৬০০/= মুনাফা দিয়েছে এবং স্টেপ ৩-এ টাঃ ১১১৪/= প্রদান করেছে। এই প্রক্রিয়ায় এজেন্ট/পরিবেশকের প্রাপ্য মুনাফার হার তখনই ক্রমাগত বেশী হ'তে থাকবে যখন একই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ও তারই আওতায় ক্রেতার সংখ্যা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাবে। ধাপ বা স্টেপ যত কম হবে কোম্পানীর মুনাফা তত বেশী হবে। ধাপ বাড়াতে পারলে তবেই না ব্যক্তির/এজেন্টের/পরিবেশকের মুনাফা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে।

(৭) কোম্পানীর ঘোষিত নীতি অনুসারে কোন এজেন্ট/পরিবেশক একাধারে ৫১১ জন গ্রাহক তৈরী করতে পারলে তবেই ৭৩.৪০% হারে মুনাফা দাবী করতে পারেন। মনে রাখতে হবে, একই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ও স্বাক্ষরে এটা হ'তে হবে। একজন গ্রাহকও কোন স্টেপ বা ধাপ ডিঙিয়ে যেতে বা সিঁড়ি ভাঙতে পারবে না। সেক্ষেত্রে চ্যানেল বা যোগসূত্রের পরম্পরা ছিন্ন হয়ে যাবে। ফলে প্রথম ঐ পরিবেশকের উন্নতি বিঘ্নিত হবে এবং বর্ধিত হারে মুনাফা বা কমিশন প্রাপ্তিও বন্ধ হয়ে যাবে।

(৮) প্যাকেজের মাধ্যমে বিক্রিত পণ্যটির গুণ, মান ও প্রকৃত মূল্য জানার কোন উপায় নেই। বিক্রিত দ্রব্য ফেরতও নেওয়া হয় না। বিক্রয়-উত্তর সার্ভিসের সুযোগও নেই। সুতরাং পণ্যটির মেরামত ও সার্ভিসিং-এর কোন সুবিধাই ক্রেতা পাচ্ছে না, যা যেকোন বড় কোম্পানীর ব্যবসায় রীতির বরখেলাপ।

(৯) বিক্রিত পণ্যের ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি পত্রের কোন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ অন্ততঃ এক বা দু'বছরের মধ্যে পণ্যটি ব্যবহারে অযোগ্য বা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে তা বদলে নেবার বা মেরামত করার কোন ব্যবস্থা বা নিশ্চয়তা এই কোম্পানী দু'টি দিচ্ছে না। অথচ বিশ্বব্যাপী খ্যাতনামা কোম্পানীগুলোর এ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে।

(১০) প্রসঙ্গতঃ আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। বাইনারী পদ্ধতি অনুসারে 'ডুপ্লিকেশন অব টু' রীতিতে অসীম সংখ্যক স্তরের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কোম্পানী দু'টো এরই আশ্রয় নিয়েছে। অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে একজন এজেন্ট পিরামিডের শীর্ষে অবস্থান করতে পারে এবং কোম্পানী ঘোষিত বিপুল হারের মুনাফার মালিক হ'তে পারে। কিন্তু বাস্তবে এটা প্রায় অসম্ভব। কারণ খুব কম গ্রাহক-এজেন্ট-পরিবেশকের পক্ষে স্টেপ ৪-এর নীচে যাওয়া সম্ভব। কারণ চেইনের সূত্র ছিঁড়ে যাবারই সম্ভাবনা বেশী। এর ফলে কোম্পানীরই বেশী লাভ হবে। একজন ক্রেতা যে পরবর্তীতে এজেন্ট বা পরিবেশক হচ্ছে তার ধাপ বা স্টেপ যত কম হবে কোম্পানীর মুনাফার পরিমাণও ততই বেশী হবে। উদাহরণতঃ স্টেপ ৬-এ ৬৩টি প্যাকেজ বিক্রি করলে কোম্পানীর লাভ দেখানো হয়েছে টাঃ ২,২০,৫০০/=। এজেন্টের পাওনা টাঃ ১,২৩,৬০০/= বাদ দিলে কোম্পানীর নীট লাভ থাকে মোট টাকাঃ

৯৬,৯০০/=। কিন্তু বাস্তবে এই ৬৩টি প্যাকেজ ৩ স্তরে ৯টি পৃথক চ্যানেলে গ্রাহক/এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রি করলে কোম্পানীর লাভ হবে (টাঃ ২৪,৫০০/= টাঃ ৭,৮০০/= টাঃ ১৬,৭০০ × ৯= টাঃ ১,৫০,৩০০/=। তাই কোম্পানী চাইবে যাতে গ্রাহকের স্টেপ কম হয় বা স্টেপ-এর সূত্র ছিন্ন হ'য়ে যায়। যদিও মুখে তারা একথা কখনোই বলবে না।

(১১) আরও একটি বিষয় গুরুত্বের সাথে অনুধাবনযোগ্য। সেটি হ'ল- পিরামিডের মত এই বিক্রি কাঠামোর সর্বশেষ স্তরে যারা থাকবে, নিশ্চয়ই তারা পরবর্তী ধাপে গ্রাহক-পরিবেশক হওয়ার আশা নিয়ে পূর্বের গ্রাহক-পরিবেশকের নিকট হ'তে প্যাকেজ কিনবে। এরা সকলেই প্রতারিত হবে যখন আর নতুন ক্রেতা পাওয়া সম্ভব হবে না অথবা কোম্পানীটি হঠাৎ করে পাততাড়ি গুটাবে। যদি দশ হাযার ব্যক্তিও পিরামিডের শীর্ষে থাকে তাহ'লে ষ্টেপ ৯-এ থাকবে (যদি চেইন অবিচ্ছিন্ন থাকে) ৫১,১১,০০০ জন ক্রেতা। যারা মোট ৩,৮৩২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার প্যাকেজ কিনবে। এদের কাছ থেকে কোম্পানী মোট মুনাফাই আদায় করবে ১,৭৮৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে যারা পিরামিডের বাইরে ছিটকে পড়বে তাদের হিসাব পাওয়া হবে অত্যন্ত দুরূহ।

(১২) এই পদ্ধতি সত্যি সত্যি উত্তম ও বিশ্বস্ত হ'লে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো দেশে দেশে কারখানা তৈরী করে বা দোকান খুলে ব্যবসা করত না। বরং দেখা যায় অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে লিমিটেড কোম্পানী খুলে তারা পণ্য উৎপাদন করে, সংযোজন করে বা আমদানী করে ব্যবসা করে। এরাও কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে। কিন্তু না জনগণ প্রতারিত হচ্ছে, না তাদের পণ্য ও কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে জনগণ সন্দিগ্ধ রয়েছে। তারা তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে শো-রুমে পশরা সাজিয়ে রেখে খদ্দেরদের যাচাই-বাছাই করার সুযোগ দিয়ে বৈধভাবেই ব্যবসা করছে। উপরন্তু তাদের কোন নেটওয়ার্ক সিস্টেম নেই।

পক্ষান্তরে জিজিএন পণ্যের বিবরণ ও গুণাগুণ জানাবার পরিবর্তে যেনতেন প্রকারে পণ্যটি ক্রেতার কাছে গছিয়ে দিতেই ব্যস্ত। পণ্যটি অগ্রিম দেখার সুযোগই তারা দেয়না। তারা তাদের ক্রেতাকে আরও দু'জন ক্রেতা কিভাবে ম্যানেজ করা যায়, তারই প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে যে, এরা টাকা নেবার অনেক পরে, ক্ষেত্রবিশেষে তিন মাসেরও পরে মাল দিচ্ছে না। এ ছাড়াও যারা এখন আর সক্ষম ক্রেতা ম্যানেজ করতে পারছে না, তারা টাকা দেবার পরেও পণ্য ও মুনাফা বা কমিশন কোনটাই পাচ্ছে না। তাদেরকে ক্রেতা সংগ্রহের জন্যেই চাপ দেওয়া হচ্ছে। এর থেকে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রকৃত সত্য অনুধাবনে সক্ষম হবেন।

(১৩) দুভার্গ্য যে, কতিপয় আলেম জিজিএন-র এই যুলুম ও প্রতারণামূলক ব্যবসাকে ইসলামী শরীয়াহ্র দৃষ্টিতে বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। তাদের সাথে দ্বিমত পোষণের যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। উপরের বিষয়গুলি তাদের বিবেচনার খোরাক হ'তে পারে। বৈধ ব্যবসায়ের জন্যে শরীয়তে যেসব শর্ত আরোপিত হয়েছে, সেগুলো আপাতঃ দৃষ্টিতে জিজিএন পূরণ করছে বলে প্রতীয়মান হ'তে পারে। কিন্তু এদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যে অসাধু এবং পরিণাম ফল যে মারাত্মক, তা উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ দিলে সহজেই বোঝা যাবে।

বন্দর নগরী চট্টগ্রামে এরা ইতিমধ্যে ৫০ কোটি টাকা হাতিয়ে পাততাড়ি গুটিয়েছে বলে পত্রিকান্তরে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এদের ব্যবসায়িক পদ্ধতি ও কৌশলের চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এরা আসলেই এদেশের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের কৌশলে কাজে লাগিয়ে খুবই চাতুর্যের সঙ্গে তাদের ও সেই সাথে দেশের জনগণের পকেট সাফ করে চলেছে।

চাকুরীর খোঁজে উদভ্রান্ত বেকার যুবকদের আড়ম্বরপূর্ণ এয়ারকণ্ডিশন রুমে বসিয়ে ওভারহেড প্রজেক্টর ব্যবহার করে চটকদার সব বক্তব্য দিয়ে আগামী দিনের রঙীন স্বপ্ন দেখিয়ে যেভাবে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে, তা নৈতিকতারও পরিপন্থী। পণ্য বিক্রয়ের কৌশল শেখানো, পণ্যের গুণ ও মান এবং সমজাতীয় অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে তার তুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের কথা আদৌ না বলে কিভাবে তারা তাদেরই মত আরো ক্রেতা জোগাড় করতে পারবে তারই কৌশল শেখানো হয় এসব 'ওরিয়েন্টেশন' ক্লাসে। এজেন্ট হ'তে গেলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ যরূরী। কিন্তু এই কোম্পানীর প্রশিক্ষণের কৌশল ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

(১৪) দৈনিক ইনকিলাবের ১২ই সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যায় জিজিএন এবং নিউওয়ে বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ বিজ্ঞাপন ছেপে জানিয়েছে যে, তারা বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী সকল অনুমতিপত্র গ্রহণ, নিবন্ধীকরণ, সদস্যপদ গ্রহণ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেই ব্যবসা করছে। তারা আরও দাবী করছে, তাদের ব্যবসায়ে কোনই গোপনীয়তা নেই। তাদের সকল কাগজপত্র সকলের জন্যে উন্মুক্ত।

এই ঘোষণার কোন দরকার ছিল না। বরং এতে মনে পড়ে যায়, 'ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কলা খাইনি'। একথা সর্বজন বিদিত যে, কোন দেশে ব্যবসা করতে হ'লে সেদেশের সরকারী ও স্থানীয় সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেই তা করতে হয়। কিন্তু তাতে সততার বা নির্ভরযোগ্যতার গ্যারান্টি পাওয়া যায় না। যদি কোম্পানী দু'টো তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেয়, সেক্ষেত্রে সরকারের যেমন বলার কিছু থাকবে না, তেমনি দেশ ছেড়ে চলে গেলেও পাওনা আদায় করার জন্যে কারোরই কোন সুযোগ থাকবে না। কমিশন যদি পণ্য বিক্রয়ের জন্যে হয় এবং তাতে যদি কোন ফাঁক-ফোকর রয়ে যায় তাহ'লে চোরাবালিতে পা পড়ার দশা হবে।

(১৫) দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত ঐ বিজ্ঞাপনেই দাবী করা হয়েছে যে, 'কোয়ালিফাই করার পর কমিশন পাননি এমন একটি উদাহরণও জিজিএন ও নিউওয়ের ইতিহাসে নেই। জিজিএন ও নিউওয়ের বিরুদ্ধে একটি মাত্রও সুনির্দিষ্ট

প্রতারণার অভিযোগ বা মামলা নেই'। কথাগুলো প্রণিধানযোগ্য। জিজিএন ও তার সঙ্গী কোম্পানীটি ক্রেতাদের কমিশন দিচ্ছে ঠিকই। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, শুরুতেই এই ক্রেতার পকেট কেটে সাফ করেছে তারা। নিম্নমানের পণ্য বাজার দরের চেয়ে বেশী মূল্যে তো বটেই, সেই সাথে আরও অন্যান্য চার্জের নামে সমপরিমাণ অর্থ আদায় করে নিচ্ছে তারা। শুধু তাই নয়, তাকে তারই মত আরও দু'জন ক্রেতাকে শিকার হিসাবে জিজিএন-এর গুহায় ঢুকিয়ে কমিশন পাবার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয় বা 'কোয়ালিফাই' করতে হয়।

তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ নেই বলে দাবী করা হয়েছে। এর পিছনে দু'টো কারণ রয়েছে। ১- যারা এদের শিকার হয় তারা লোভের বশবর্তী হয়েই এদের পাতা ফাঁদে পা দেয়। সুতরাং তারা কিভাবে প্রতারণার অভিযোগ আনবে? ২- এরা পণ্য সরবরাহে বিলম্ব করে। তখনও কেউ অভিযোগ করে না এজন্যে যে, ইতিমধ্যে আরও যে দু'জন গ্রাহককে সে সংগ্রহ করেছে, তারা এই অভিযোগের কথা শুনলে কেটে পড়বে। ফলে তার সম্ভাব্য কমিশন পাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

(১৬) তারা আরও দাবী করেছে যে, সমগ্র বিশ্বে এ ধরনের আরও বহু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কোম্পানী রয়েছে। তাদের এই দাবীর যথার্থতা যাচাইয়ে না গিয়েও বলা যায় যে, প্রতারণা প্রতারণাই। ইসলামে সূদ নিষিদ্ধ। সূদ পুঁজিবাদের জীয়নকাঠি। বিশ্বের দু-একটি দেশ বাদ দিলে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয়ভাবে সূদভিত্তিক বিনিয়োগ, লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে। তাই বলে কি সূদ জায়েয হয়ে যাবে? কোন মুসলমান কি তাকে স্বীকার করে নিয়েছে? নেয়নি। কারণ হারাম যা তা হারামই। সব দেশের সকল মানুষের জন্যেই তা হারাম। এক্ষেত্রেও জিজিএন ও তার সঙ্গী প্রতিষ্ঠানটি সাধারণ সূদের চাইতেও চক্রবৃদ্ধিহারে লাভ করে ও ক্রেতাকে ঠকিয়ে সেই ধরনের হারাম কাজটিই করছে।

(১৭) জিজিএন ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান শুরু থেকেই তাদের নেটওয়ার্ক ব্যবসা চালাতে 'ম্যানেজ করার' পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছে বলে পত্রিকান্তরে অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। মিঃ নবরত্নম শ্রী নারায়ণা থাসা শ্রীলংকার নাগরিক ছিলেন। এদেশে তিনি কানাডার নাগরিক পরিচয় দানকারী একজন বিদেশী। ল্যাণ্ড পারমিট নিয়ে আসার পর ওয়ার্ক পারমিট না থাকা সত্ত্বেও একজন বিদেশীকে কিভাবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হ'ল তা রহস্যজনক। একইভাবে প্রশ্ন ওঠে যে, সরকারের বিনিয়োগ বোর্ড কিভাবে ল্যাণ্ড পারমিটধারী একজন বিদেশীকে রেজিস্ট্রেশন দিল? অভিযোগ রয়েছে যে, এসব ম্যানেজ করার পদ্ধতিতেই সম্ভব হয়েছে।

(১৮) যে বিশেষ প্রশ্নটি এখন দেশবাসীর সামনে জ্বলজ্বল করছে সেটি হ'ল- বর্তমানে কানাডার এই নাগরিক সেদেশে বা পাশ্চাতের কোন দেশে এই ব্যবসা পরিচালনা না করে কেন বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছে? এর উত্তরও খুব সহজ। প্রতারণার জন্যে দরিদ্র দেশকে বেছে নিলে বিপদ কম। দরিদ্র দেশের যুবক-যুবতীরা কর্মসংস্থানের পাশাপাশি মুনাফার সোনালী হাতছানিতে সহজেই প্রতারিত হয়। এমনকি খোদ সরকারও কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে শুনলে বহু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। উপরন্তু প্রয়োজনে 'ম্যানেজ' করার পথ খোলাই রয়েছে। জিজিএন সেই সুযোগটিই নিয়েছে।

(১৯) এদের লোভের ফাঁদে ইতিমধ্যেই ৩৪ হাযারের বেশী সদস্য পা দিয়েছে। এদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১০২ কোটি টাকারও বেশী বলে দৈনিক জনকণ্ঠ (১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০০) জানিয়েছে। মাত্র দেড় বছরের মত এত স্বল্প সময়ে একশ' কোটি টাকারও বেশী অর্থ সংগ্রহের ব্যবসা পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি-না জানা নেই। এদের ব্যবসায়ের প্রক্রিয়া জটিল ও সূক্ষ্ম। কিন্তু সরলমনা ক্রেতা তথা এজেন্ট হ'তে অভিলাষীদের অধিকাংশের পক্ষেই এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া আদৌ সম্ভব না। বরং পতঙ্গের মতই তারা ঝাঁপ দিচ্ছে লোভের অগ্নিকুণ্ডে। অভিযোগ পাওয়া গেছে অনেকেই বিষয়-সম্পদ এবং ব্যাংকের সঞ্চিত অর্থ তুলে নিয়ে ছুটেছে এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ব্যবসার পিছনে। এক্ষেত্রে ১৯৯৬ সালের শেষে দেশের শেয়ার মার্কেটে যে ভয়াবহ ধ্বস নেমেছিল তার কথাই মনে পড়ে যায়। সে সময় বছরের গোড়ার দিকে হঠাৎ করে শেয়ার মার্কেট অদৃশ্য কারোর ইঙ্গিতে দ্রুত চাঙ্গা হ'তে শুরু করে। লোকেরা ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ হ'তে শুরু করে বোনেদের-স্ত্রীদের গহনা পর্যন্ত বিক্রি করে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে। তারপর এক সময়ে মুনাফার ফানুসটি ফেটে যায়। রাতারাতি পথের ফকীর হয়ে দাঁড়ায় অজস্র মানুষ। ঠিক একই রকম অবস্থা পরিদৃষ্ট হচ্ছে এই ব্যবসায়েও।

(২০) প্রসঙ্গতঃ আলবেনিয়ার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। 'পিরামিড স্কীম' নামে পরিচিত এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ব্যবসা ১৯৯৬ সালের শুরু হ'তে আলবেনিয়ায় সম্প্রসারিত হ'তে থাকে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নিজেদের সঞ্চিত অর্থ ছাড়াও বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে উচ্চহারে মুনাফা পাওয়ার আশায় বিপুলভাবে বিনিয়োগ করে এ ব্যবসায়ে। এমনকি ইতালী ও গ্রীসে কর্মরত আলবেনীয়রাও ব্যাংকে অর্থ না রেখে এ ব্যাবসায়ে বিনিয়োগ করতে থাকে। কোম্পানীগুলো প্রথমে ১৫% হ'তে ২৫% হারে মুনাফা প্রদান করত। ক্রমান্বয়ে মুনাফার এই হার বাড়াতে বাড়াতে তারা ৮০% এ উন্নীত করে। এরপর বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। ফলে মাত্র কয়েক মাসে ১৬টি কোম্পানী পিরামিড স্কীমের আওতায় ৫ লক্ষাধিক লোকের কাছ থেকে ১৫০ কোটি ডলার হাতিয়ে নেয়। পরিণতিতে আলবেনিয়ার অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল আজও তার জের কাটেনি।

প্রতারণা ইসলামে হারাম। সেই হারাম সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। জিজিএন গণিতের বাইনারী পদ্ধতির 'ডুপ্লিকেশন অব টু' থিওরী ব্যবহার করে তার প্রতারণাকে যেমন ফুলপ্রুফ পদ্ধতিতে উন্নীত করেছে, তেমনি ব্যবসার মোড়কে এবং কমিশনের মত নির্দোষ পারিতোষিকের ব্যবস্থা রেখে প্রতারণার বহিরঙ্গের চিহ্ন গোপন করতেও সমর্থ হয়েছে। তাই বলে এটা বৈধ হয়ে যায়নি অথবা প্রকৃত ব্যবসাও হয়ে ওঠেনি। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করলেই এর অন্তর্নিহিত গলদগুলো ধরা পড়বে। সুতরাং লোভের বশবর্তী হয়ে এদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে হারাম উপার্জন ও লোক ঠকানোর মত কবীরা গুনাহে শামিল না হওয়াই শ্রেয়।।

নবীনদের পাতা

কুরআন-হাদীছের মানদণ্ডে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা

-নূরুল ইসলাম*

প্রসঙ্গের উত্থাপনঃ

শিক্ষা মানবজীবনের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন। শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের সুপ্রবৃত্তির উন্মেষ ও স্ফুরণ ঘটে। ফলে মানুষ ভাল-মন্দ বিচার-বিবেচনা করতে সক্ষম হয় এবং পাপের কাজ পরিহার করে চলে। অপরপক্ষে অশিক্ষা বা অজ্ঞতার ফলে মানুষের কুপ্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটে। ফলে সে মানুষ হয়েও মানুষ নামের অযোগ্য হয়ে পড়ে। সে সততই পাপের পথে ধাবমান হয়। এজন্য অনেক আগেই দার্শনিক সক্রেটিস বলে গেছেন- "From knowledge come virtue and goodness; from ignorance comes all that is evil. No man willingly chooses what is evil; he does evil out of ignorance." 'জ্ঞান বা শিক্ষা থেকেই আসে পুণ্য এবং কল্যাণ; অজ্ঞতা থেকে আসে যা কিছু পাপ। কোন লোকই স্বেচ্ছায় যা কিছু খারাপ তা পসন্দ করে না; সে পাপ করে অজ্ঞতার কারণে'।[১]

কাজেই জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত জ্ঞানার্জন করা। H. Bellis তাঁর বিখ্যাত "Wise men of the Old" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন- "The chief point of his doctrin was that everybody should acquire knowledge." 'তাঁর (সক্রেটিস) মতাদর্শের প্রধান আলোচ্যবিষয় ছিল এই যে, প্রত্যেকেরই উচিত জ্ঞান অর্জন করা'।[২]

আমরা মুসলিম। আমাদের শিক্ষা হওয়া উচিত ইসলামী। যার উৎস হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে কুরআন-হাদীছের মানদণ্ডে জ্ঞানের উৎস, জ্ঞান ও জ্ঞানীর মর্যাদা, জ্ঞান ও সাক্ষরতা অর্জনের নির্দেশ, শিক্ষার উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা লাভের গুরুত্ব, শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও শিক্ষকের মর্যাদা, শিক্ষার কুউদ্দেশ্য বা সংকীর্ণ উদ্দেশ্য ইত্যাকার বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

কুরআনের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা

১. জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তা'আলাঃ

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীর রাজাধিরাজ। সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃত উৎস স্বয়ং মহান আল্লাহ। তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছু নেই। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ। 'সমস্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তা'আলা' (আহক্বাফ ২৩)।

'তারা কি জানে না, আল্লাহ তাদের গোপন কথা, গোপন সলা-পরামর্শ সম্পর্কে জানেন এবং তিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত'? (তওবা ৭৮)। 'আর আল্লাহ্র জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে' (ত্বালাক্ব ১২)।

هُوَ اللهُ الَّذِىْ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ –

'তিনিই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ বিষয়ে পরিজ্ঞাত' *(হাশর ২২)*। 'আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়' *(নূর ১৮, ৫৮ ও ৫৯)*।

২. আল্লাহ্ই মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেনঃ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদতের জন্য মানব ও দানবকে সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ –

'আমি মানব ও জিন জাতিকে কেবলমাত্র আমার উপাসনা করার জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*।

তিনি আদি মানব ও প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম শিক্ষাদান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'আর আল্লাহ আদমকে সমস্ত বস্তুর নাম শিখালেন' (বাক্বারাহ ৩১)।

মহান আল্লাহ বলেন, 'পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে তিনি এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না' (আলাক্ব ৩-৫)। 'আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব এবং হিকমাহ অবতীর্ণ করেছেন আর তুমি যা জানতেনা, তা তোমাকে শিখিয়েছেন' (নিসা ১১৩)। 'আর আমার পক্ষ থেকে আমি তাকে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি' (কাহ্ফ ৬৫)। 'নিঃসন্দেহে সে আমার দেয়া শিক্ষার ফলেই জ্ঞানবান ছিল' (ইউসুফ ৬৮)।

৩. জ্ঞান ও জ্ঞানীর মর্যাদাঃ

আলো ও আঁধার যেমন সমান নয়; তেমনি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তি সমান নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ –

'বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে' *(যুমার ৯)*।

জ্ঞানীদের সুউচ্চ মর্যাদা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন' (মুজাদালা ১১)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে' (ফাতির ২৮)।

৪. জ্ঞান ও সাক্ষরতা অর্জনের নির্দেশঃ

মহানবী (ছাঃ)-এর উপর হেরা গুহায় প্রথম যে অহি বা

---

* আলিম ২য় বর্ষ, নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।

১. *Article: Wise men of thd C'd by H.Bellis, Quoted from: Dakhil English Selections (Dhaka: Bangladesh Madrasah Education Board, First edition: January 1991) P. 16.*

২. *Ibid.*

প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, সেখানে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দান করে বলা হয়েছে- 'পড়ুন, আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন' (আলাক্ব ১)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও' (নাহল ৪৩)। 'এবং তোমরা যেন বছর ও মাসের হিসাব জানতে পার' (বণী ইসরাঈল ১২)।

আলোচ্য আয়াতগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে জ্ঞান ও সাক্ষরতা অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন।

৫. শিক্ষার উদ্দেশ্যঃ

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ –

'তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকে যেন কিছু লোক দ্বীনের জ্ঞান লাভের জন্যে বেরিয়ে পড়ে, অতঃপর ফিরে গিয়ে যেন নিজ নিজ এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করে, যাতে করে তারা [ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে] বিরত থাকতে পারে' (তওবা ১২২)।

এছাড়া পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় *(আলে ইমরান ৭-৯, ৭৯, কাহ্ফ ৬৫-৬৬, মুহাম্মাদ ১৯, বাক্বারাহ ২০৩, ২২৩, ২৩৩, আনফাল ২৮ ও ৪০, হাদীদ ২০, ফাতির ২৮ ও বণী ইসরাঈল ১২)* শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, এর সারকথা হচ্ছে- শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল আল্লাহ্কে জানা, আল্লাহ্র দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালের মুক্তির জন্যে নিজেকে তৈরী করা। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আত্মিক ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সৎকর্মশীল করে গড়ে তুলা এবং মানবতাকে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অহি-র সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা।

হাদীছের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা

১. জ্ঞানের উৎসঃ

ইতিপূর্বে আমরা **'কুরআনের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা'** শীর্ষক শিরোনামে কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করে প্রমাণ করেছি যে, জ্ঞানের মূল উৎস মহান আল্লাহ। এবার এর প্রমাণে একটি হাদীছের অনুবাদ পেশ করছি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেন, হে মানবমণ্ডলী! (তোমাদের মধ্যে) যে যা জানে সে যেন তাই বলে, আর যে জানে না সে যেন বলে, (আমি এ বিষয়ে জানি না, এ বিষয়ে) আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞাত। কেননা যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে 'আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞাত আছেন'- একথা বলাই তোমার জ্ঞান।[৩]

২. জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা লাভের গুরুত্বঃ

ইসলামে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা লাভের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামে জ্ঞানকে ঐশী মহাদান বিবেচনা করা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ– 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন'।[৪]

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড। মহানবী (ছাঃ) বলেন, اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوْا– 'সোনা-রূপার খনিরাজির ন্যায় মানবজাতিও (নানা গোত্রের) খনিরাজি। যারা (যে গোত্র) জাহেলী যুগে উত্তম ছিল, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম, যখন দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে'।[৫]

[চলবে]

৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাতুল মাছাবীহ তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরুতঃ আল-মাকতাব আল-ইসলামী, তৃতীয় সংস্করণঃ ১৪০৫/১৯৮৫), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯০, হা/২৭২ 'ইলম' অধ্যায়।

৪. বুখারী, ফাৎহুল বারী সহ (কায়রোঃ দার আর-রায়য়ান লিত-তুরাছ, দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৪০৯ হি/১৯৮৮ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৭।

৫. মুসলিম, মিশকাত হা/২০১।

সবাইকে স্বাগতম

আর ঢাকা নয় রাজশাহীতেই এখন পাওয়া যাবে ঢাকার মিষ্টি

আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎকৃষ্টমানের বিভিন্ন রকম মিষ্টি, দৈ অর্ডার মাফিক সরবরাহ করি।

বনফুলের মিষ্টি এ যুগের সেরা সৃষ্টি

নিউ বনফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপণী

আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী ও শাপলা প্লাজা, স্টেশন রোড, রেলগেট- রাজশাহী।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার

সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী

(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)

ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

হাদীছের গল্প

লোক দেখানো আমলের পরিণাম

*-মুহাম্মাদ হাসানুযযামান**

হযরত আবুহুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য পেশ করা হবে, সে হবে একজন (ধর্মযুদ্ধে শাহাদত বরণকারী) শহীদ। তাকে আল্লাহ্র এজলাসে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহপাক তাকে (দুনিয়াতে প্রদত্ত) নে'মত সমূহের কথা প্রথমে স্মরণ করিয়ে দিবেন। আর সেও তা স্মরণ করবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এতসব নে'মতের বিনিময়ে দুনিয়াতে তুমি কি আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য (কাফেরদের সাথে) লড়াই করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যে বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে লড়াই করেছ, যেন তোমাকে বীর-বাহাদুর বলা হয়। আর (তোমার অভিপ্রায় অনুসারে) তোমাকে দুনিয়াতে তা বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে আদেশ দেওয়া হবে। তখন তাকে উপুড় করে টানা-হেঁচড়া করতে করতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর সেই ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে, যে নিজে দ্বীনি ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়েছে। আর পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেছে (এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়েছে)। তাকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির করা হবে। প্রথমে তাকে নে'মত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও উহা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, এই সমস্ত নে'মতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য তুমি কি আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, আমি স্বয়ং নিজে ইলম শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং অপরকেও শিক্ষা দান করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যে বলছ। আমার সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং তুমি এজন্য ইলম শিক্ষা করেছ, যেন তোমাকে 'বিদ্বান' বলা হয় এবং কুরআন অধ্যয়ন করেছ, যাতে তোমাকে 'ক্বারী' বলা হয়। আর (তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী) তোমাকে বিদ্বান ও ক্বারী বলাও হয়েছে। অতঃপর (ফেরেশতাদেরকে) তার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হবে। সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর এমন এক ব্যক্তিকে বিচারের জন্য আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত করা হবে, যাকে আল্লাহ তা'আলা বিপুল ধন-সম্পদ দান করে বিত্তবান করেছিলেন। তাকে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে প্রদত্ত নে'মত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। আর সে তখন সমস্ত নে'মতের কথা অকপটে স্বীকার করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এই সমস্ত নে'মতের শুকরিয়ায় তুমি কি আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করলে তুমি সন্তুষ্ট হবে এমন একটি পথও আমি হাতছাড়া করিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য উহার সব ক'টিতেই আমি ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যে বলছ। আমার সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে তা করেছিলে, যাতে তোমাকে বলা হয় যে, 'সে একজন দানবীর'। সুতারাং (তোমার অভিপ্রায় অনুসারে দুনিয়াতে) তোমাকে 'দানবীর' বলা হয়েছে। অতঃপর (ফেরেশতাদেরকে) তার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হবে। সুতরাং নির্দেশ মোতাবেক তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম, মিশকাত-আলবানী 'কিতাবুল ইলম' হা/২০৫)।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছটি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, লোক দেখানো আমলের কী ভয়াবহ পরিণতি। কাজেই এখন থেকেই আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি কাজ একমাত্র বিশ্বপ্রভু আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্যই হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের তওফীক দিন-আমীন!!

** আলিম ২য় বর্ষ, কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা, সাতক্ষীরা।*

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, রাজশাহী।

মহানগরীর উন্নয়ন সাফল্যের দাবীদার সমগ্র মহানগরবাসী

- পানি, সড়কবাতি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত সমস্যা লিপিবদ্ধ এবং এ্যাম্বুলেন্স এর প্রয়োজনে যে কোন সময় ৭৭৫৮০০ নং টেলিফোনে যোগাযোগ করুন।
- সন্ধ্যা ৬-টা থেকে সকাল ৬-টা পর্যন্ত আবর্জনা ডাষ্টবিনে ফেলুন।
- আপনার শিশুকে টিকা দিন।
- পানির অপচয় রোধ করুন।
- সময় মত পৌর কর পরিশোধ করুন।
- শিশুর জন্ম নিবন্ধীকরণ করুন।
- সআপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান।
- রাস্তার উপরে নির্মাণ সামগ্রী রাখবেন না।

এই মহানগরী আপনার একে সুন্দর রাখার দায়িত্ব আপনার।

মোঃ মিজানুর রহমান মিনু
মেয়র
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

কবিতা

সূরা নাস

-মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী
ফুলবাড়ী, গাইবান্ধা।

বল! আমি আশ্রয় চাই মানব প্রতিপালকের
মানব অধিপতির, মানব উপাস্যের,
খান্নাছের কুমন্ত্রণার অনিষ্টতা হ'তে
কুমন্ত্রণা দেয় যে মানব অন্তরেতে
হউক না সে মানব কিংবা দানব বংশের
বল! আমি আশ্রয় চাই মানব প্রতিপালকের।

***

বৃথা বড়াই

ডাঃ আবুবকর ছিদ্দীক
সানারপুকুর, গাবতলী, বগুড়া।

কিসের এত বড়াই তোমার
গর্ব কর কিসে
খানিক পরে সবই তোমার
যাবে ধুলায় মিশে।
বুক ফুলিয়ে দর্প ভরে
চলছ রাজার বেশে
পাপের পথে আজকে তুমি
ঘুরছ হেসে খেলে।
ভাবছ তুমি হাযার বছর
থাকবে দুনিয়ার বুকে
এমনি করে সারা জীবন
কাটবে তোমার সুখে।
মৃত্যু যখন আসবে তোমার
রইবে না আর ভবে
তোমার গড়া সকল কিছু
শুধুই পড়ে রবে।

তুমি কে?

-আব্দুল মবীন সরকার
ষষ্ঠিতলা, নিউমার্কেট, রাজশাহী।

জীবনে স্বপ্নের বিভোরে দেখি আঁধার
হয়ে উঠি তার তরে নির্বিকার
মরু প্রান্তরে তৃষ্ণার্ত যাযাবরের মত
হৃদয় হয়ে উঠে ক্ষত বিক্ষত।
পেয়ালা পূর্ণ হস্ত কি বাড়াবে মোর তরে?
ভাবে মোর অন্তর স্বপ্ন বিভোরে।
এহেন লগ্নে হল কর্ণগোচর
ইসলামের অনুনাদ,
মিটে গেল মোর বিতৃষ্ণার আস্বাদ।
তুমি কে?
ধরালে মোর হৃদয়ে এহেন কম্পন,
জাগালে নব স্পন্দন,
জাগো মন জাগো!
ইসলামের তরে,
যে ইসলাম পৌঁছাবে মোদের
অভীষ্ট আলোর তরে।
চল ভাই! ধরি হাল
উঠাই সত্যের জয়পাল।
ভীত, শঙ্কিত পথের যাত্রী হ'তে চাইনা মোরা
সত্যের আলোয়, সত্যের পথে
যাত্রা করব মোরা
যদি একেই করি সর্বদা সন্ধান
পাবো মোরা অগণিত অলৌকিক সম্মান।

জিহাদ

-মুহাম্মাদ ইবরাহীম খলীল
পোঃ বক্স নং ১৬২৮
উনাইযা ইসলামিক সেন্টার
আল-কাছিম, সঊদী আরব।

গাঁয়ের চাষী নায়ের মাঝি
কলের শ্রমিক দল,
সবে মিলে এক হয়ে জিহাদের
পথে চল।
ঝড়ের মত ভীম গতিতে
তোরা সবে চল
পদাঘাতে ভেংগে দে-রে
শিরক-বিদ'আতের কল।
নতুন পথে চলে যাবে
নব আলোর বান
ধরণীর বুকে গড়ব মোরা
তাওহীদের নিশান।

যমুনা ক্লিনিক
(একটি অত্যাধুনিক বেসরকারী হাসপাতাল)
এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সার্জারী, গাইনী, মেডিসিন, চোখ, কান, নাক, গলা ও হাড়জোরসহ সকল ধরণের অপারেশন ও চিকিৎসা করা হয়।
লক্ষীপুর

মহিলাদের পাতা

ইসলামের দৃষ্টিতে সততা

-মুসাম্মাৎ আখতার বানু*

সততা ইসলামের একটি অতি সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক বিষয়। কারণ সততার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হ'লেই নানাবিধ প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। যেমন- কিসে সততা, কোন কাজে সততা, কতটুকু সততা ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন। বস্তুতঃ মানুষের প্রতিটি চিন্তা, কর্ম ও আচরণের সাথে সততা পালন ও লঙ্ঘন নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

সাধারণ অর্থে ঘুষ বা সূদ গ্রহণ না করার নামই সততা বলে সহজভাবে চালিয়ে দেওয়া হয়। আবার অনেক সময় ছালাত, ছিয়াম আদায়কারী ব্যক্তিকেও সৎলোক বলা হয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সততা এত সাধারণ ব্যাপার নয়। এমন সংকীর্ণ বা ছোট কোন বিষয় নয়। মানবজীবনে সর্বত্র এর ব্যাপ্তি বিদ্যমান। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সকল স্তরে একজন মানুষের প্রতিটি চিন্তা, কর্ম ও আচরণের সাথে সততার সংশ্লিষ্টতা বিরাজমান।

যদি কোন মানুষের চিন্তা, পরিকল্পনা, সাধনা, আচার-আচরণ এবং কর্ম সম্পাদন নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সংঘটিত হয়, তাহ'লেই উক্ত ব্যক্তিকে ইসলামের দৃষ্টিতে সৎলোক হিসাবে বিবেচনা করা যায়। কেবল পরিপূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তিকেই একজন খাঁটি ও ত্রুটিমুক্ত সৎলোক হিসাবে অভিহিত করা যায়। রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্ মতে পরিপূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যার চিন্তা, কর্ম, আচার-আচরণ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তোষের লক্ষ্যে পরিচালিত ও সম্পাদিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে, একজন প্রকৃত ঈমানদার ও প্রকৃত সৎলোকের মধ্যে গুণ ও বৈশিষ্ট্যগত কোন তফাৎ নেই।

এক্ষণে ইসলাম ও কুফরের ভিত্তিতে সততার একটি ধারণা লাভ করা যেতে পারে। ইসলাম মানে আল্লাহ্র নিকট নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করা। আল্লাহ এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, 'আপনি ঘোষণা করুন! আমার ছালাত, আমার যাবতীয় ইবাদত এবং আমার জীবন ও মৃত্যু সব কিছু আল্লাহ্র জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের রব' (আন'আম ১৬২)।

যে ব্যক্তির চিন্তা, কর্ম ও আচরণের মধ্যে যতটা ইসলামের প্রতিফলন রয়েছে, সে ব্যক্তিকে ঠিক ততখানি সৎ বলা চলে। এর বেশীও নয় কমও নয়। ঈমান ও ইসলামকে সততার মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করে সততা পালন ও লঙ্ঘন সম্পর্কিত বিশাল ক্ষেত্রটিকে জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়। যেমন- নৈতিক সততা, ধর্মীয় সততা, সাংস্কৃতিক সততা ইত্যাদি।

* পলিকাদোয়া, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

নৈতিক সততাঃ

নৈতিক সততা মানে নীতিগত সততা। অর্থাৎ একজন মানুষ তার জীবনের সকল চিন্তা, কর্ম ও আচরণে সততা অবলম্বন করাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে কি-না তাই হচ্ছে এখানে প্রতিপাদ্য বিষয়। নৈতিক সততার সাথে ক'জন লোকের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, চেষ্টা-সাধনা, চরিত্র, ধৈর্য-সহনশীলতা, রাগ-বিরাগ, ইচ্ছা-আকঙ্ক্ষা, পসন্দ-অপসন্দ, আচার-আচরণ ইত্যাদি পাওয়া যায়?

ধর্মীয় সততাঃ

ধর্মীয় জীবনের যে সকল কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদ প্রধান। ছালাতের মূল লক্ষ্য হ'ল মানুষকে অশ্লীল ও মন্দকার্য থেকে ফিরিয়ে আনা (আনকাবূত ৪৫)। ছিয়ামের প্রধান লক্ষ্য হ'ল মানুষের মধ্যে তাক্বওয়া পয়দা করা (বাক্বারাহ ১৮৩)। হজ্জের আসল উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহ্র পবিত্র ঘর যিয়ারতের মাধ্যমে জীবনকে নিষ্পাপ করে নেয়া এবং আল্লাহ্র সমীপে জীবনকে সর্বতোভাবে সমর্পণ করে দেওয়া। যাকাতের উদ্দেশ্য হ'ল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্পদকে পবিত্র করা এবং সমাজে অর্থনৈতিক সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। সামগ্রিকভাবে এ সকল ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মৌলিক লক্ষ্য হ'ল সংশ্লিষ্ট বান্দার মধ্যে তাক্বওয়ার গুণাবলী সৃষ্টি করা (বাক্বারাহ ২১)। এসব ক্ষেত্রে সততা পালনই হচ্ছে ধর্মীয় সততা।

সাংস্কৃতিক সততাঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে সততার উপর বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। কারণ সংস্কৃতি একটি জাতির মৌলিক বাহন, জাতীয় ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার প্রধান মাধ্যম। কিন্তু সঙ্গত কারণেই এখানে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা পেশ করা হচ্ছে। মানুষের অনুভূতিগুলোর সফল বিকাশ ঘটানো এবং জীবনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার তাগিদে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। তাইতো মানুষ নাচে, গায়, কবিতা আবৃতি করে, অভিনয় করে। কিন্তু তাই বলে কি আমরা যেমন ইচ্ছা তেমন নাচতে পারি? যা ইচ্ছা তাই গাইতে পারি? ইসলামের দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে আলোচ্য মাপকাঠি ও সীমাবদ্ধতা নিরূপণ করতে হবে। অন্যথায় সংস্কৃতি চর্চার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং তাতে সাংস্কৃতিক সততাও বিঘ্নিত হবে। এককথায় উত্তর দিতে হ'লে বলতে হয়, হালাল উপায়ে অর্থ-সম্পদ উপার্জন এবং আল্লাহ তা'আলার পসন্দনীয় পন্থায় তা ব্যয় ও কাজে লাগানোর মাধ্যমে আলোচ্য সততা রক্ষা করা সম্ভব।

পরিশেষে বলতে চাই, সততা মানবজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে সততা রক্ষা করে চলা প্রতিটি মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। সততার অভাবেই বর্তমান সমাজ ক্রমেই ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। সমাজ ব্যবস্থাকে এই আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হ'লে জীবনের সকল স্তরে সততা পালন সকলের আবশ্যিক কর্তব্য।।

মোনাযিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

❐ **আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন, আব্দুল হাসিব, রাশেদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ, ইমরান হোসাইন, আবুবকর, আব্দুল বাতেন, খায়রুল ইসলাম, শরীফুল ইসলাম, শাহজামাল, আখতার, দেলোয়ার, মাযহারুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, বাবলু, এনামুল হক, পলেন, মুনীর, আমীর হামযাহ, দেলোয়ার হোসাইন, জাহিদুল ইসলাম, মুছলেহুদ্দীন, হাবীবুর রহমান, ত্বারেক, ইমাম, আতাউর রহমান, আলম, মাহবূবুর রহমান, ইয়ামীন, মানিক, জুবায়ের হোসাইন ও শহীদুল ইসলাম।

❐ **মুহাম্মাদপুর, কুষ্টিয়া থেকেঃ** ওবায়দুর রহমান, আব্দুস সালাম, আব্দুর রহীম ও আব্দুল আলীম।

❐ **শাহী মসজিদ, নওগাঁ থেকেঃ** ইলয়াস, ইমরান খান, সুমন ও সবুজ।

❐ **ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী থেকেঃ** কামরুল হাসান, কামারুযযামান, কাওছারুল বারী, আরাফাতুযযামান, আশিক্ব, শিহাব ও মুনায়েম শাহ।

❐ **মোহনপুর সরকারী উচ্চবিদ্যালয়, রাজশাহী থেকেঃ** আব্দুল্লাহ শাহ, আফাযুদ্দীন, আফযাল হোসাইন, আতাউর রহমান ও মতীউর রহমান।

❐ **হরিদাগাছী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী থেকেঃ** সেলীম শাহ, রেযাউল করীম, সুলতানুদ্দীন ও মুহাম্মাদ সালমান।

❐ **বড়শীপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী থেকেঃ** মুহাম্মাদ আব্দুল ক্বাদের।

❐ **গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা থেকেঃ** আব্দুল খালেক্ব, রফীকুল ইসলাম ও রশীকুল ফুওয়াদ।

❐ **কেশবপুর, গাইবান্ধা থেকেঃ** কাওছার বিন আইয়ূব।

❐ **মধুপুর, টাংগাইল থেকেঃ** মুহাম্মাদ তারীকুল ইসলাম, ফারূক হোসাইন ও ফরীদুল ইসলাম।

❐ **আগলা, পুঠিয়া, রাজশাহী থেকেঃ** মুহাম্মাদ হানীফ, খায়রুল ইসলাম, রুবেল, আবুল, জনী, শরীফ, নে'মতুল্লাহ, ইসমাঈল হোসাইন, শাওন ও রায়হানুল ইসলাম।

❐ **সিঙ্গা, রাণীনগর, নওগাঁ থেকেঃ** আহসান হাবীব, নাসরীন সুলতানা ও রায়হান সোবহান।

❐ **দক্ষিণ চোরকোল, ঝিনাইদহ থেকেঃ** বাবলু, মামূন, শিমুল, শাকিল, রানা, পিপুল, মুকুল, হাসান, আহসান, শামীম, রঈসুদ্দীন বিশ্বাস, এনামুল হক ও মুহায়মিনুল ইসলাম।

❐ **খেসবা (হাজীপাড়া), নাচোল, নবাবগঞ্জ থেকেঃ** আব্দুল্লাহ বিন মোস্তফা, সুফইয়ান, ইউসুফ, মাহবূব আলম, মুসাম্মাৎ মরিয়ম খাতুন, আয়েশা ও আক্বীক্বা খাতুন।

❐ **বাঁশবাড়িয়া, নাটোর থেকেঃ** সজিব, বনী, রাশেদ, আরিফ, সাইফুল্লাহ, আলমাস, মুন্না, ফারূক, ফায়ছাল, জালালুদ্দীন, হাফীযুর রহমান, রফীকুল ইসলাম ও আরীফুল ইসলাম।

❐ **শীতলপুর, গাইবান্ধা থেকেঃ** যিকরুল ইসলাম ও জামীরুল ইসলাম।

❐ **নয়নশুকা দক্ষিণ পাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকেঃ** সাবিনা খাতুন, রাশীদা খাতুন, ডলী আখতার ও কেয়া খাতুন।

❐ **ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর থেকেঃ** রায়হানুল ইসলাম, আশীকুর রহমান, আব্দুর রহীম, রবীউল ইসলাম, আব্দুল হালীম, মুরশেদ আলী, সেলীম শাহ, আফতাবুযযামান, আসিবুযযামান, সুজন, বাবু, চঞ্চল, বিপুল, সুমন, খোকন, রণী, সোহাগ, সোহেল, রকি, শাওন, মারূফ বাবু, আবুল হুদা, ছবর আলী, আব্দুল্লাহ আল-মুতী, সাইয়েদুযযামান, মারলিন জাহান, ছাবরীন জাহান, শরীফ, শিহাব, রিংকু ও ছাক্বিব।

❐ **শ্রীরামপুর, নাটোর থেকেঃ** মুহাম্মাদ আনারুল ইসলাম।

❐ **সিংহমারা (দক্ষিণ পাড়া) ফুরক্বানিয়া মাদরাসা (বালক শাখা), মোহনপুর, রাজশাহী থেকেঃ** আতাউর রহমান, সোহেল রানা, আব্দুর রাযযাক, হাফেয আফায ও মুতীউর বিন ইয়াসীন।

❐ **ধামাইচ বাজার, সিরাজগঞ্জ থেকেঃ** জুবায়ের হোসাইন, শহীদুল ইসলাম, মুনীরুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, নযরুল ইসলাম, কাওছার আলী, নাঈমুল ইসলাম, মুয্যাম্মেল হক, সাখাওয়াত হোসাইন, মাহবূবুর রহমান ও নাদীম হোসাইন।

❐ **হিমনগর, সিরাজগঞ্জ থেকেঃ** নাছীরুদ্দীন।

❐ **নলডাঙ্গা, নাটোর থেকেঃ** রহীমা, ত্বাহের, রোকেয়া, মিনু, আশা, ত্বালেব, রুবীনা, তৈয়ব, তাহরীমা, তাহমীনা, রুবেল, বকর ও মরিয়ম।

❐ **প্রাগপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া থেকেঃ** শামীম রেযা, রূপালী, শাহীনুল ইসলাম, ময়না, সেলীম রেযা ও রণী।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সম্পর্ক নির্ণয়)-এর সঠিক উত্তর

১. আপন বোন। ২. চাচা। ৩. মেয়ে। ৪. পিতা। ৫. আয়েশা বেশী সুন্দরী আর সালমা কম সুন্দরী।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)-এর সঠিক উত্তর

১. ৪ বার। ২. ১৭টি গাছ। ৩. সংখ্যাটি ১। ৪. সংখ্যা দু'টি ২ ও ৩। ৫. ১১টি শূন্য ও ১২টি পাঁচ।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী)ঃ

১. 'Double Vowel' বিশিষ্ট চার অক্ষরের ৩টি অর্থবোধক শব্দ তৈরি কর।

২. 'Double Consonant' বিশিষ্ট তিন অক্ষরের ৩টি অর্থবোধক শব্দ তৈরি কর।

৩. 'Double Vowel' বিশিষ্ট তিন অক্ষরের ৫টি অর্থবোধক শব্দ তৈরি কর।

৪. 'Vowel' বর্জিত তিন অক্ষরের ৫টি অর্থবোধক শব্দ লিখ।

৫. এমন দু'টি শব্দ তৈরি কর যার মধ্যে ৫টি 'Vowel' বিদ্যমান আছে।

সংকলনঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

অদ্ভুত (ভিন্ন) শব্দটি বের করঃ

১. মাদরাসা, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, মামা, গবেষণাগার।

২. লেখনী, কাগজ, তুলি, চা, কালি।

৩. আম্মা, ভাই, বোন, ভাগিনী, খালা।

৪. তেল, পানি, রস, গ্যাস, দুধ।
৫. নীল, সবুজ, সাদা, কালো, কমলা, লাল।

সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক,
সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

বিশেষ প্রশিক্ষণ ঃ

রাজশাহী যেলাঃ গত ৭ ও ৮ই সেপ্টেম্বর 'সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীতে সোনামণি যেলা ও উপযেলা পরিচালক ও সহ-পরিচালকদের নিয়ে দুই দিন ব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

নওদাপাড়া মাদরাসার সোনামণি আব্দুল্লাহ আল-মামুন ও মাইদুল ইসলামের সুললিত কণ্ঠের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও সোনামণি জাগরণী পাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন, সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে 'সোনামণি পরিচালনা পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার উপাধ্যক্ষ মাওলানা সাঈদুর রহমান, শিক্ষক, মাওলানা রস্তম আলী, হাফেয লুৎফর রহমান, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, সহকারী পরিচালক মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন প্রমুখ।

প্রশিক্ষণ শেষে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ৩ জন হচ্ছেন মাওলানা আহসান হাবীব, পরিচালক, সোনামণি, সাতক্ষীরা যেলা; মুহাম্মাদ আযহার আলী, পরিচালক, লালমণিরহাট যেলা; মুহাম্মাদ মুস্তফা, পরিচালক, সোনামণি, মোহনপুর উপযেলা, রাজশাহী। মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রশিক্ষণের সমাপ্তি লগ্নে 'সোনামণি সংগঠনই আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ভবিষ্যৎ' এই বিষয়ের উপর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী সংক্ষিপ্ত হেদায়াতী ভাষণ পেশ করেন।

সোনামণি সমাবেশঃ

গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে সারাংপুর জামে মসজিদ, গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে সোনামণি ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের ইমাম মাওলানা নযরুল ইসলামের কুরআন তেলাওয়াত এবং মিকাইল হোসাইনের সোনামণি জাগরণী পাঠের মাধ্যমে সমাবেশ শুরু হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সূরা নূরের ৬১ নং আয়াতের আলোকে সালাম দেওয়ার গুরুত্ব ও মর্যাদা, সোনামণিদের খাবার নিয়ম-কানূন, কথা বলা ও পথ চলার আদব-ক্বায়েদাহ সহ সোনামণি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন সেনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

সমাবেশে পরীক্ষার মাধ্যমে ১০জন সোনামণিকে পুরস্কৃত করা হয়। পরীক্ষা গ্রহণ করেন রাজশাহী মহানগরীর সোনামণি পরিচালক যিয়াউল ইসলাম ও নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্র আনোয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন, পরিচালক, সোনামণি, গোদাগাড়ী উপযেলা এবং তাকে সার্বিক সহযোগিতা করেন শফীকুল ইসলাম।

র‍্যালী ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০০ উপলক্ষ্যে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার বাদ ফজর সোনামণি নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার উদ্যোগে বাছাইকৃত সোনামণিদের নিয়ে এক বিশাল র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি মাদরাসা চত্বর থেকে শুরু হয়ে নওদাপাড়া বাজার, কর্মী সম্মেলন মাঠ হয়ে পুনরায় মাদরাসায় এসে শেষ হয়। সকালের হিম শীতল পরিবেশে সোনামণিদের মুহুর্মুহু শ্লোগানে প্রকৃতি যেন থমকে দাঁড়িয়েছিল। কচি-কাচাদের মুখে ধ্বনিত হয়েছিল 'আমরা সোনামণি, রাসূলের আদর্শ মানি' সোনামণির ১০টি গুণ, মেনে চলি সারাক্ষণ' সোনামণি কবর, জীবনটাকে গড়ব' আমরা ফুলের কলি, কুরআন-হাদীছের কথা বলি' ইত্যাদি অহি ভিত্তিক শ্লোগান সমূহ।

র‍্যালী শেষে মারকাযী জামে মসজিদে সোনামণিদের বিশেষ আকর্ষণীয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্যের বিষয় ছিল 'সোনামণিঃ একটি আদর্শ শিশু-কিশোর সংগঠন'। নির্ধারিত বিষয়ে চমৎকার বক্তব্য উপহার দিয়ে সোনামণিরা উপস্থিত সুধীদেরকে অভিভূত করেছিল।

পরিশেষে সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অসহায় শিশু

-শারমিন নাহার (রিতু)
৭ম শ্রেণী 'খ' শাখা,
খয়েরসূতী উচ্চবিদ্যালয়, পাবনা।

ঘর নেই বাড়ী নেই
ঘুরে পথে পথে,
রাত হ'লে শুয়ে থাকে
বস্তি-ফুটপাতে।
কাঁথা নেই, বালিশ নেই
নেই বিছানা,
শীতে কাঁপে থর থর
রাত কাটে না।
এক মুঠো ভাতের জন্য
ঘুরে দারে দারে,
কখনও কিছু মেলে
কখনও বা অনাহারে।
এদের মত অসহায় শিশু
নেই যে কেউ আর,
তাদের সাথে করনা যেন
খারাপ ব্যবহার।

***

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা

মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন (৪র্থ শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

ক্বিয়ামতের মালিক তিনি
ধ্বংস যেদিন হবে,
তিনি ছাড়া শেষ দিবসে
কিছুই নাহি রবে।
তাঁর ইবাদত করি মোরা
সাহায্য চাই তাঁর,
তিনি ছাড়া এই পৃথিবীতে
মা'বূদ নাহি আর।
সবার সাথে হাসিমুখে
কাজের কথা বলব,
মহানবীর জীবন পথে
সবাই মোরা চলব॥

***

সত্য পণ

মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (৩য় শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

আল্লাহ যাতে হন না খুশী
করব না সে কাজ
কাজে তাঁকে খুশী করার
শপথ নেব আজ।
সত্যি কথা বলার মত
মনের সাহস চাই
মিথ্যা কথা আর কোন দিন
বলব নাকো ভাই।
মা-বাপ ছাড়াও উস্তাদ আর
মুরুব্বী ভাই যত
তাঁদের কাছে আদব করে
থাকব সদাই নত॥

***

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০১

প্রতিযোগিতার বিষয়

১. **বিশুদ্ধ ক্বিরাআতঃ** সূরা আহযাব-এর ২১ আয়াত।
২. **আযানঃ** শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য।
৩. **ইক্বামতঃ** শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য।
৪. **সোনামণি জাগরণীঃ** কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত ৫টি জাগরণী। (যে কোন একটির উপর পরীক্ষা হবে)
৫. **বক্তৃতাঃ** সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং মূলমন্ত্রের উপর।
৬. **সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষাঃ** জানুয়ারী '৯৯ হ'তে ডিসেম্বর '৯৯ -এ প্রকাশিত মাসিক **আত-তাহরীক** পত্রিকা থেকে।
৭. **সুন্দর হাতের লেখাঃ** সোনামণি গঠনতন্ত্রের ৯ম অধ্যায়ের ৫টি নীতিবাক্য।

প্রতিযোগিতার নীতিমালা

১. প্রতিযোগীদেরকে অবশ্যই সোনামণি গঠনতন্ত্র সংগ্রহ ও ভর্তি ফরম পূরণ করতে হবে এবং স্ব স্ব যেলা পরিচালক, সোনামণি-এর সুফারিশ পত্র সঙ্গে আনতে হবে।
২. কোন প্রতিযোগী ৩টির অধিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা হবে এবং প্রতি বিষয়ে ৩টি পুরস্কারসহ সর্বমোট ৩৬টি পুরস্কার দেওয়া হবে।
৪. শাখা, উপযেলা ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবে।
৫. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন বিচারক থাকবেন এবং বিষয়ানুসারে বিচারক মণ্ডলী পরিবর্তনযোগ্য। বিচারক মণ্ডলী ২০-এর মধ্যে নম্বর দিবেন।
৬. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন এবং পুরস্কার সাথে সাথে দেওয়াই শ্রেয়। পরবর্তী নির্ধারিত তারিখেও দেওয়া যেতে পারে।
৭. স্ব স্ব শাখা/উপযেলা/যেলার সোনামণি পরিচালক আন্দোলন ও যুবসংঘের সভাপতি/উপদেষ্টাদ্বয়ের সাথে পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৮. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগিদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল তালিকাসহ শাখা/উপযেলা যেলাকে এবং যেলা কেন্দ্রকে প্রেরণ করবে।
৯. প্রতিযোগিতার বিষয়াবলীর ১ হ'তে ৫ পর্যন্ত মৌখিকভাবে এবং ৬ ও ৭ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতার স্থান ও তারিখ

১. স্ব স্ব শাখা ও উপযেলায় ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০০১।	সকাল ৮টা থেকে।
২. স্ব স্ব যেলা মারকাযে ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০০১।	সকাল ৯টা থেকে।
৩. সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাবলীগী ইজতেমার ১ম দিন।	সকাল ১০টা থেকে।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বাংলাদেশে ভারতীয় মুদ্রার প্রচলন!

দেশের দ্বিতীয় প্রধান নগরী চট্টগ্রামে প্রকাশ্যে ভারতীয় 'কয়েন' ব্যবহার হচ্ছে। হাট-বাজার, রিক্সা-টেম্পো, বেবী টেক্সিসহ প্রায় সকল পর্যায়ে ভারতীয় কয়েনগুলি অবাধে ব্যবহার হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য মনে হ'লেও চট্টগ্রামে ভারতীয় কয়েনের লেনদেন কোন গোপন ব্যাপার নয়। কিভাবে কোন পথে ভারতীয় কয়েন বাংলাদেশের বাজারে আসছে তার কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে বাংলাদেশের ১ টাকা ও ভারতের ১ রূপির কয়েন বাহ্যিকভাবে দেখতে প্রায় একই রকম এবং খুব ভালভাবে লক্ষ্য না করলে দু'টোর মাঝে পার্থক্য নির্ণয় সম্ভব নয়। তাই অনেকে অজান্তেই ভারতীয় কয়েন বাংলাদেশের কয়েন হিসাবে গ্রহণ করছে। তবে যারা বুঝতে পারেন, তারা তা বদলিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান প্রদানকারীকে। কিন্তু অভিযোগ পাওয়া গেছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই টেম্পুর হেলপার বা রিক্সা চালকরা এগুলো পাল্টিয়ে দিতে চায় না। উল্টো সকলেই ভারতীয় কয়েন গ্রহণ করছে নির্বিঘ্নে।

জিয়ায় অবৈধ পণ্য খালাসের নিলাম!

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কাস্টমস হলের কনভেয়র বেল্ট এলাকায় প্রতি রবিবারে অপেক্ষাকৃত কম অর্থের বিনিময়ে অবৈধ পণ্যের ছাড় করানোর 'নিলাম' হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট সূত্র এ চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়ে বলেছে, অবৈধভাবে আনা পণ্য পাচারের জন্য ব্যাগ প্রতি কমপক্ষে ৩০ হাযার এবং সর্বাধিক ১ লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেন হয়ে থাকে। এ ঘটনায় জড়িত রয়েছেন, কাস্টমস-এর ইন্সপেক্টর ও তাদের নীচের স্তরের কর্মচারী, সিভিল এভিয়েশনের নিরাপত্তা কর্মী ও একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন।

জানা গেছে, প্রতি রবিবারে বিজি-০২০ ফ্লাইট আবুধাবি থেকে করাচী হয়ে ঢাকা আসে সকাল ৮টায়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ঐ ফ্লাইটে প্রতি রবিবার ২৫ থেকে ৩০ জন যাত্রী থাকেন, যারা অবৈধ পন্থায় নিষিদ্ধ ওষুধ, সিডি ক্যাসেট, কাপড়-চোপড় ও স্বর্ণ ঢাকায় নিয়ে আসেন। বিমানবন্দরে রবিবার সকালে ঐ ফ্লাইটটি চোরাচালানের কাজে ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে, ঐ সময়ে প্রায়ই শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে থাকেন না। অবৈধ পণ্যের বাহকরা ঢাকায় আসবে এ খবর জানা থাকে তাদের লোকজনের। তাই রবিবার ঐ ফ্লাইটের আলোচিত যাত্রীদের জন্য বিমানবন্দরের বাইরে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষমান থাকে আরও অন্ততঃ শতাধিক ব্যক্তি। বিমানের ঐ ফ্লাইটের যাত্রীরা কনভেয়র বেল্টে তাদের মালামাল সংগ্রহ করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এ সময় অবৈধ পন্থায় আনা মালামালের চিহ্নিত বাহকদের সাথে কাস্টমস ইন্সপেক্টরদের মাল ছাড় করানোর জন্য দর কষাকষি পর্যন্ত হয়। আর এমনি এক মুহূর্তে মাল ছাড় করানোর সময় গত ২৪ সেপ্টেম্বরে আকস্মিকভাবে কাস্টমস-এর একজন বড় কর্তা আসলে হাতে নাতে ধরে ফেলেন সারোয়ার বাবু ও আবীদ নামের দু'ব্যক্তিকে।

সন্ত্রাসীদের সঙ্গ ত্যাগ করায় যুবকের জিহ্বা কর্তন

সন্ত্রাসীদের সঙ্গ ত্যাগ করেও রক্ষা পেল না শফী। বন্ধু সন্ত্রাসীদের সঙ্গ ত্যাগ করায় সন্ত্রাসীরা শফী (২২)-এর জিহ্বা কর্তন ও চোখে এসিড নিক্ষেপ করেছে। লোমহর্ষক এ ঘটনাটি ঘটেছে গত ২০শে সেপ্টেম্বর রাজধানী ঢাকার শ্যামপুরের নামাপাড়া এলাকায়। হতভাগা শফী স্থানীয় কিছু সন্ত্রাসীদের সাথে ঘোরাঘুরি করত। সম্প্রতি সে সন্ত্রাসী বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করে শ্যামপুর এলাকায় একটি গার্মেন্টসে চাকুরি নেয়। এতে সন্ত্রাসী বন্ধুরা দলে ফিরে আসার জন্য শফীকে হুমকি প্রদান করে। কিন্তু শফী তাদের দলে ফিরে না যাওয়ায় ঘটনার দিন দুপুর ২-৩০ মিনিটে গার্মেন্টস থেকে বাড়ী ফেরার পথে সন্ত্রাসীরা তাকে আটক করে জিহ্বা কেটে দেয় ও ২ চোখে এসিড ছিটিয়ে দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় শফীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা আশংকাজনক।

ডাক্তারী রিপোর্ট বটে!

ফারিয়া সুলতানা নামে জনৈকা কলেজ ছাত্রী জ্বরে আক্রান্ত হ'লে তার রক্ত পরীক্ষার জন্য ঢাকাস্থ ডায়াবেটিক হাসপাতালের 'ন্যাশনাল ডায়াগনস্টিক নেটওয়ার্কে' নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রক্ত পরীক্ষা শেষে কর্তব্যরত ডাক্তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, রোগিণী ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। এ সংবাদ শুনে রোগিণীর পরিবারে উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়। পরে অভিভাবক মহল হ'তে আরো কয়েক জায়গায় ফারিয়ার রক্ত পরীক্ষার পর দেখা যায় তার ডেঙ্গুজ্বর হয়নি। সে জণ্ডিসে আক্রান্ত।

খাগড়াছড়িতে অদ্ভুত জিম্মি নাটক

গত ১১ই সেপ্টেম্বর পার্বত্য যেলা খাগড়াছড়িতে এই প্রথম দেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিকদের জিম্মি করার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার দিন বিকালে আবুল কালাম মজুমদার পরিচয় দিয়ে ৩৫ বছর বয়সী জনৈক যুবক গোপন তথ্য জানানোর কথা বলে খাগড়াছড়ি যেলা প্রশাসক জনাব আশরাফুল মকবুলের সাক্ষাত প্রার্থী হয়। যেলা প্রশাসকের অনুমতি লাভের পর সে যেলা প্রশাসকের চেম্বারে প্রবেশ করে। আলোচনার এক পর্যায়ে আবুল কালাম একটি রিভলবার উঁচিয়ে ধরে এবং ডিনামাইট আছে বলে একটি ব্রিফকেস দেখিয়ে বলে যে, এখানে বোমা আছে। অতঃপর আবুল কালাম ৩৪ জনের একটি তালিকা দেখিয়ে যেলা প্রশাসকের মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে তালিকাভুক্তদের টেলিফোনে বৈঠকের নাম করে ডেকে আনার নির্দেশ দেয়। ফলে যেলা প্রশাসক বাধ্য হয়ে সবাইকে টেলিফোনে ডাকেন। কিন্তু কেউ কেউ সেদিন খাগড়াছড়ির বাইরে থাকায় আসতে পারেননি। যেলা প্রশাসকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুলিশ সুপার শেখ হেমায়েত, এ,পি,বি,এন এর সিও আবদুল্লাহ আল-মামুন, মেজর মাহবুব, মেজর আশিস, মেজর ফারুক, বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া, এ,ডি,সি জেনারেল আবু তালেব, এন,ডিসি আবদুর রহমান, আওয়ামী লীগ নেতা নূরুন্নবী, যেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সমীরন দেওয়ান, যুব উন্নয়নের সহকারী পরিচালক মীযানুর রহমান, ম্যাজিস্ট্রেট শেখ আবদুর রহমান ও স্থানীয় প্রেস ক্লাব সম্পাদক তরুণ কুমার ভট্টাচার্য উপস্থিত হন।

আবুল কালাম তাদের জিম্মি করে ৭ দফা দাবী পেশ করে। অন্যথায় বোমা বিস্ফোরণে সবাইকে উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং সে নিজেও আত্মহত্যা করবে বলে হুমকি প্রদান করে। তার দাবীগুলি হ'লঃ দুর্নীতিবাজদের প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন ও ধূমপান নিষিদ্ধ করে অবিলম্বে জাতীয় সংসদে আইন পাস করতে হবে। ঘুষ খাওয়া ও মিথ্যা মামলায় হয়রানীর জন্য দায়ী পুলিশদের প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড প্রদান, দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী, রাজনীতিকদের ১০ লাখ টাকা জরিমানা সহ কারাদণ্ড প্রদান, ঋণ খেলাপীদের কাছ থেকে ২ মাসের মধ্যে ঋণের টাকা উদ্ধার, পুলিশের বেতন বৃদ্ধি, পুলিশের কর্মকাণ্ড তদারক করার জন্য সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ ও আইনজীবীদের নিয়ে একটি সেল গঠন ও ইট ভাটায় জ্বালানী কাঠ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি।

এদিকে জিম্মি ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে খাগড়াছড়িতে এক ভয়ার্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় সারা দেশব্যাপী উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পরে। দীর্ঘ ২৫ ঘন্টা আলোচনার পর আবুল কালামের প্রস্তাবিত দাবীগুলি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে গত ১২ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৫ টায় জিম্মিদের অক্ষত অবস্থায় মুক্তি দিয়ে ঘটনার নায়ক আবুল কালাম সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণের পর আবুল কালাম সাংবাদিকদের জানায় যে, দেশে বিরাজমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে জাতীর কল্যাণের জন্য সে প্রস্তাবিত দাবীগুলি আদায়ের

লক্ষ্যে জিম্মি নাটকের অবতারণা করেছে। তার সঙ্গে কেউ না থাকায় সে একাই এ ঘটনা ঘটায়। তার বাড়ী ফেনী যেলার পরশুরাম উপযেলার দক্ষিণ ধর্মপুর গ্রামে।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাদের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব

-ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী

কেন্দ্রীয় ফুলকুঁড়ি আসরের ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২৮শে সেপ্টেম্বর সকালে পিজি হাসপাতাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় রাজশাহী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী বলেন, আদর্শ মানুষ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাদের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

মহাপ্লাবনে ভাসছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল

ভারত থেকে ধেয়ে আসা সর্বগ্রাসী বন্যায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। ক্রমেই বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। বন্যা উপদ্রুত এলাকাগুলোর যে করুণ চিত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে এবং দুর্গত মানবতার যে হৃদয়বিদারক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, তা অবর্ণনীয়। ভয়াবহ প্লাবনের কবলে পতিত যশোর, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও মাগুরা যেলার লাখ লাখ বনু আদমের দুঃখ-দুর্দশা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রবল বন্যার তোড়ে তাদের ঘর-বাড়ী, গৃহ-সামগ্রী, গবাদিপশু ইত্যাদি ভেসে গেছে। মানুষ অসহায় অবস্থায় পানিবন্দী জীবন যাপন করছে। বন্যাদুর্গত এলাকায় আবাসস্থল, খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, ঔষধ ও জ্বালানী কাঠের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। জনগণ বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে ও গাছের ডালে আশ্রয় নিয়েছে। ফসল ও চিংড়ি চাষের ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। হাযার হাযার একর জমির ফসল ৮/১০ ফুট পানির নীচে তলিয়ে গেছে। প্রায় ১ কোটিরও বেশী মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেলা সমূহের সার্বিক ক্ষতি হিসাব করতে কমপক্ষে ছয় মাস সময় লাগবে।

সাতক্ষীরার ৫০ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা এখন ১০ হ'তে ১৫ ফুট পানির নীচে। প্লাবিত এলাকা দেখে সাগরের ন্যায় মনে হয়। 'বন্যামুক্ত এলাকা' বলে পরিচিত সাতক্ষীরা যেলায় আকস্মিক বন্যায় সাতক্ষীরাবাসী হত-বিহ্বল। যেলার ৭টি উপযেলার মধ্যে ৫টি উপযেলা প্রথমেই বন্যাকবলিত হয়। অবশিষ্ট ২টি উপযেলাও বন্যাকবলিত হওয়ায় বর্তমানে সমস্ত সাতক্ষীরা যেলাই বন্যায় তলিয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ আশ্রয়হীন মানুষ যেলার বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে তিল ধারনের স্থান নেই। সর্বত্র হাহাকার। বন্যার্তরা দিক-বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে একটু আশ্রয়ের সন্ধানে। বুভুক্ষু মানবতা শুধু প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে কখন সরকারী বা বেসরকারী ত্রাণ আসবে। কখন পাবে একমুঠো চিড়া বা একখানা রুটি। অনেকে ইতিমধ্যেই পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন রূঢ় এই বাস্তবতায় টিকে থাকতে না পেরে। অথচ সরকারী ত্রাণ একেবারেই অপ্রতুল।

উল্লেখ্য, বিগত দু'শো বৎসরের ইতিহাসে ঐ অঞ্চলে এ ধরনের বন্যা কখনো হয়নি। ফলে মরুভূমিতে প্লাবনের মতই বন্যা ছোবল মেরেছে বিশেষ করে সাতক্ষীরা অঞ্চলে। 'চিংড়ি মাছের খনি' নামে পরিচিত সাতক্ষীরার চারদিকে এখন শুধু পানি আর পানি। যেলার হাযার হাযার হেক্টর চিংড়ি ঘের ভেসে গেছে। সবুজ ধানের জমির উপর দিয়ে চলছে অথৈ পানির স্রোতধারা। ইতিমধ্যে যশোর-সাতক্ষীরা এবং যশোর-বেনাপোল সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বেনাপোলের সাথে বিদ্যুৎ ও টেলিফোন যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন। বেনাপোল খাদ্য গুদাম এবং যশোর ক্যান্টনমেন্টও প্লাবিত।

এদিকে বন্যার্ত লোকজনের মাঝে ডাকাত আতংক বিরাজ করছে। সীমান্তের কাটা তারের বেড়া কেটে ভারতীয় ডাকাতরা বাংলাদেশে প্রবেশ করে ডাকাতি করছে। ইঞ্জিন চালিত নৌকা নিয়ে ডাকাতদল শরনার্থীদের উপর চড়াও হয় এবং পিস্তল ও রিভলবার দেখিয়ে হাতিয়ে নেয় শেষ সম্বলটুকুও। কলারোয়ার একটি কলেজের আশ্রয় শিবিরে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের ক্যাডার পরিচয় দিয়ে কয়েকজন যুবক ত্রাণ দেওয়ার কথা বলে ৫ যুবতীর উপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে। আশ্রয় শিবিরে অভিভাবকরা তাদের কন্যাদের নিয়ে উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। খাদ্যাভাবের পাশাপাশি বন্যার্ত এলাকায় ডায়রিয়া ও পেটের পীড়া দেখা দিয়েছে। অথচ ত্রাণ ও ঔষধ সামগ্রীর অভাব দেখা দিয়েছে তীব্রভাবে।

সরকারের অপ্রতুল ত্রাণ তৎপরতায় ক্ষুব্ধ বানভাসি লোকেরা ২-৮ অক্টোবর ৬ দিনে সাতক্ষীরায় ৪ জন মন্ত্রী সহ সরকারী কর্মকর্তাকে নাজেহাল করেছে। সোনাবাড়িয়া মোড়ে অতিরিক্ত যেলা প্রশাসক (রাজস্ব) -এর গাড়ী ভাঙচুর করেছে। সেখানে তারা সেনাবাহিনীকে ঘেরাও করেছে। অবস্থা বেগতিক দেখে সাতক্ষীরা যেলাপ্রশাসক কলারোয়া দমদমা বাজার থেকে পালিয়ে আসেন। তালা থানার নগরঘাটায় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রীকে জুতা ও ঝাটা নিক্ষেপ করা হয়। যোগাযোগ মন্ত্রী দেবহাটায় ঘেরাওয়ের মুখে পড়েন। পানি সম্পদ মন্ত্রী সদর থানার বৈকারীতে ক্রুদ্ধ জনতার গালাগালির মুখে পড়েন।

উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি রোধে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর সীমান্ত সংলগ্ন ইছামতি, জালঙ্গী ও সোনাই নদীর বাঁধ সমূহ ভারতীয় অধিবাসীরা কেটে দিলে পানির ঢল প্রথমে যশোর যেলার শার্শা, ঝিকরগাছা ও চৌগাছায় প্রবেশ করে। অতঃপর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৭টি যেলায় মারাত্মকভাবে আঘাত হানে ও শতাব্দীর মহাপ্লাবনের সৃষ্টি করে।

বানভাসিদের জন্য ভিক্ষুকের ত্রাণঃ অভাবী ভিক্ষুক রহীমাও বানভাসিদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। ভিক্ষা করে ২ কেজি চাল সেও বানভাসিদের ত্রাণ হিসাবে দিয়েছে। নওয়াপাড়ার ভিক্ষুক রহীমা মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভিক্ষা করে যে চাল পেয়েছে তা মাত্র ২ কেজি। নিজে না খেয়ে সে বানভাসি অভাবী, বুভুক্ষু ও ক্ষুধার্থ নওয়াপাড়া মডেল স্কুলে আশ্রয় নেয়া শিবিরে ঐ ২ কেজি চাল তুলে দিয়েছে। ঘটনাটি জনগণের মনে দারুণ সাড়া জাগিয়েছে।

বর্বর ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে সামরিক জোট গঠন করুন

-আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এক বিবৃতিতে ইসরাঈলী সৈন্যদের বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে নির্যাতিত ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে বলেন, বেসামরিক ফিলিস্তিনী মুসলমানদের উপর ইসরাঈলী দখলদার বাহিনীর নগ্ন ও বর্বরোচিত হামলা ও প্রাণহানিতে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত। তিনি বলেন, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যুগ যুগ ধরে ফিলিস্তিনী সমস্যা জিইয়ে রেখে মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সর্বোপরি সামরিক জোট গড়ে তুলতে হবে। তিনি বাংলাদেশ সহ বিশ্বনেতৃবৃন্দকে ফিলিস্তিনী সমস্যার সমাধানে বাস্তব ও আশু ব্যবস্থা গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান।

সাতক্ষীরার বন্যার্তদের জন্য বেসরকারী ত্রাণ সাহায্য ও সাতক্ষীরা স্যাটেলাইট সেন্টার কর্তৃক বন্যার চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করার তীব্র প্রতিবাদ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান মীযান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন ও সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ এক যুক্ত বিবৃতিতে

সাতক্ষীরা যেলা প্রশাসক কর্তৃক জেলার বন্যার্তদের জন্য বেসরকারী ত্রাণ সাহায্য সরকারী প্রসাশনের মাধ্যমে বিতরণ ও সাতক্ষীরা স্যাটেলাইট সেন্টার কর্তৃক বন্যার দৈনন্দিন চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়ার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে বলেন, এটা বন্যার্ত ভাইদের প্রতি চরম অমানবিক পদক্ষেপ। তাঁরা বলেন, সাতক্ষীরা স্যাটেলাইট সেন্টার বন্যাচিত্র সহ বন্যার্তদের সমস্যা, আকুতি-মিনতি নিয়মিতভাবে তুলে ধরায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল বনী আদমের হৃদয় কেঁদে উঠেছে এবং সর্বস্তরের জনগণ ও সংগঠন সমূহ সাধ্যানুযায়ী সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এমতাবস্থায় সাতক্ষীরা যেলা প্রশাসক বেসরকারী ভাবে বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ সহযোগিতা ও সাতক্ষীরা স্যাটেলাইটের টিভি নেটওয়ার্ক-এর প্রচার কার্য বন্ধ করে দিয়ে বন্যার্ত মানুষের সাথে চরম অমানবিক কাজ করেছেন। নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে উল্লেখিত বিষয়ে স্যাটেলাইটের উপরে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার এবং দানশীল ব্যক্তি, সংগঠন ও ত্রাণ সংস্থা সমূহকে স্বাধীনভাবে পূর্বের ন্যায় ত্রাণ বিতরণের সুযোগ প্রদানের জন্য যেলা প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁরা বন্যার্ত ভাইদের দুর্দশা লাঘবের স্বার্থে ত্রাণ বিতরণে সমন্বয় সাধনের ও সুষ্ঠু ত্রাণ সরবরাহের জন্য যেলা প্রশাসন ও ত্রাণ সংস্থা সমূহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানান।

বন্যার্ত ভাইদের মুক্তহস্তে সাহায্য করুন

-আমীরে জামা'আত

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৭টি যেলায় হঠাৎ আপতিত শতাব্দীর মহাপ্লাবনে ডুবন্ত মানবতার সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** দেশ ও বিদেশের দানশীল ব্যক্তি ও সংস্থা সমূহের প্রতি আকুল আহ্বান জানিয়েছেন। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত যশোরের শার্শা উপযেলা ও পুরা সাতক্ষীরা যেলার বন্যার্ত ভাই বোনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত দেশের সর্বস্তরের জনগণকে এই দুঃখ ও বেদনা আপোষে ভাগাভাগি করে নেওয়ার এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী ভাই-বোনদের প্রতি দেশের সর্বহারা বন্যার্ত ভাইবোন ও ক্ষুধার্ত কচি শিশুদের পাংশু মুখের দিকে চেয়ে তাদের স্ব স্ব আয়ের একটি অংশ প্রেরণ করার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর বরাবর ১০ই অক্টোবর লিখিত এক চিঠিতে বন্যার্ত এলাকায় ত্রাণ বিতরণে তাঁর বাস্তব ও করুণ অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে বলেন, বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি, বিনষ্ট ফসলাদি, ক্ষুধার্ত গবাদিপশু ও দিশেহারা মানবতার আহাজারীতে ঐ অঞ্চলের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলের পক্ষ হ'তে যরূরী ভিত্তিতে ত্রাণ ও চিকিৎসা সাহায্য নিয়ে বন্যার্ত ভাইদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিপন্নদশার দিকটি বিবেচনা করে আসন্ন ভর্তি পরীক্ষা পিছানো যায় কি-না ভেবে দেখতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান।

বিঃ দ্রঃ অর্থ প্রেরণের ঠিকানাঃ

১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ড।
সঞ্চয়ী হিসাব নং ৩২৪৫, ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী।

২. আহলেহাদীছ আন্দোলন বায়তুল মাল ফাণ্ড।
সঞ্চয়ী হিসাব নং ২০৫৭, ইসলামী ব্যাংক, সাতক্ষীরা শাখা।

বিদেশ

পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ দিন কাটায় দৈনিক ২ ডলারেরও কম খরচে

বিশ্ব ব্যাংকের সর্বশেষ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ দিন কাটায় দৈনিক ২ ডলারেরও কম খরচে। বিশ্বে সম্পদ ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা এখন সবচেয়ে ভাল হ'লেও সম্পদের বন্টন অস্বাভাবিকভাবে অসম। বিশ্ব ব্যাংকের সর্বশেষ 'বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০০-০১ঃ আক্রমণোন্মুখ দারিদ্র্য' শীর্ষক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়।

বিশ্ব ব্যাংকের এ রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, যে সময়ে বিশ্বের অনেক দেশে নযীরবিহীন সম্পদ, সে সময়ে বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক (২৮০ কোটি) মানুষ দিন কাটায় ২ ডলারের কম খরচে। তাদের মধ্যে ১২০ কোটি মানুষ দিন কাটায় ১ ডলারেরও কম খরচে। উচ্চ আয়ের দেশগুলিতে যেখানে ১০০ জনে ১টিরও কম শিশু ৫ বছর বয়সের আগে মারা যায়, সেখানে দরিদ্রতম দেশগুলিতে এই সংখ্যা পাঁচগুণ বেশী। স্বচ্ছল দেশগুলিতে ৫ বছরের নীচের শিশুদের মধ্যে ৫ শতাংশেরও কম অপুষ্টিতে ভোগে, আর দরিদ্র দেশগুলিতে মোটামুটি ৫০ শতাংশ শিশু নগণ্য পরিমাণে খেয়ে থাকে।

রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্ব সম্পদ, বিশ্ব যোগাযোগ আর প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা আগে কখনোই এখনকার চেয়ে ভাল ছিল না। কিন্তু এই প্রাপ্তিগুলোর বন্টন অস্বাভাবিক ভাবে অসম। সমৃদ্ধতম ২০টি দেশের গড় আয় দরিদ্রতম ২০টি দেশের গড় আয়ের ৩৭গুণ বেশী।

ধূমপানে বিশ্বে প্রতিবছর ৪০ লাখ লোকের মৃত্যু

ধূমপান শিগ্‌গিরই বিশ্বব্যাপী এক প্রধান মৃত্যুফাঁদে পরিণত হবে। এইচআইভি, প্রসূতি মৃত্যু, সড়ক দুর্ঘটনা, হত্যা ও আত্মহত্যায় যত লোক প্রাণ হারায়, একমাত্র ধূমপানেই তার চেয়ে বেশী লোক মারা যাবে। বর্তমানে ধূমপানজনিত রোগে প্রতিবছর ৪০ লাখ লোক মারা যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ১ কোটি লোক আক্রান্ত হবে এবং প্রতিদিনই কমপক্ষে ১ লাখ তরুণ তামাকে আসক্ত হবে। এছাড়া ধূমপানে বিভিন্ন দেশে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় তাও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কোন কোন দেশে বছরে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৭ থেকে ১২ ভাগ ক্ষতি হয় ধূমপানজনিত কারণে।

গত ৯ই সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতীয় তামাক বিরোধী সংগঠন 'আধুনিক' আয়োজিত তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ফ্রেম ওয়ার্ক কনভেনশন (এফসিটিসি) সংক্রান্ত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। আধুনিকের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম বলেন, ২০৩০ সাল নাগাদ উন্নয়শীল দেশ গুলোতে ধূমপানজনিত কারণে মৃত্যু ঘটবে শতকরা ৭০ জনের। বর্তমানে এই সংখ্যা শতকরা ৫০ জন। তিনি বলেন, বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপানের মত নেতৃত্বদানকারী দেশগুলোই বিশ্বে বিশেষকরে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে তামাক ব্যবসা করছে এবং এর পিছনে বছরে শত শত কোটি ডলার ব্যয় করছে। সম্মেলনে এ সমস্ত দেশগুলোকে তামাক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার আহ্বান জানানো হয়। ইউএনবি চেয়ারম্যান আমানুল্লাহ খান বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে তামাকে আসক্ত মহিলার সংখ্যা ৫০ লাখ।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের বৃহত্তম মিলন মেলা
জাতিসংঘ শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্ত

একুশ শতকে দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি ও অশিক্ষিতের হার হ্রাস এবং জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে গত ৮ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের মিলেনিয়াম শীর্ষ

সম্মেলনের সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠান শেষ হ'ল। কূটনৈতিক পর্যায়ের সর্ববৃহৎ সম্মেলনে নির্ধারিত বক্তব্য ছাড়াও রাউন্ড টেবিল এবং দ্বি-পক্ষীয় কূটনৈতিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠে এবং এর সংস্কার করার দাবী উঠে। বিশ্ব শান্তি রক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন প্রয়োজনে যেকোন দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার প্রস্তাব দিলে রাশিয়া ও চীন এর বিরোধিতা করে।

উল্লেখ্য, গত ৬ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে ৩ দিন ব্যাপী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫৫ তম এই অধিবেসন ১৮৯টি দেশের সরকার প্রধান অথবা তাদের প্রতিনিধির অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়।

অনাহারে বিশ্বের ৮০ কোটি মানুষ!

বিশ্বে বর্তমানে অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা ৮০ কোটি। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বার্ষিক রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। গত ৩০ বছরে এ পরিস্থিতির বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। ৩০ বছর আগে অনাহারী মানুষের সংখ্যা ছিল ৯৬ কোটি। এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে সবচেয়ে বেশী। অপর খবরে জানা যায়, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার একপঞ্চমাংশ মানুষের প্রতিদিনের আয় ১ ডলারেরও কম। এরা চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করছে এবং মানবেতর জীবনযাপন করছে। এদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। অথচ বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতি বছর যে লেনদেন হচ্ছে- তার প্রতি ১শ' ডলারের মাত্র ৩০ সেন্ট অবহেলিত শিশু ও ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের জন্য ব্যয় করলে, তাদের মৌলিক চাহিদা অনেকাংশ পূরণ হ'তে পারে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কথা প্রণিধানযোগ্য। বাংলাদেশে বর্তমানে ভূমিহীনদের সংখ্যা শতকরা ৬৮ জন। ১৯৬০ সালে এ সংখ্যা ছিল শত করা ৪০ জন। ভূমিহীনদের সংখ্যা দ্বারাই বুঝা যায় এদেশে কি পরিমাণ লোক দরিদ্র। এখানে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রয়াস একশ্রেণীর মানুষ ও রাজনীতির শিকারে নিপতিত। বর্তমানে মাথা পিছু ঋণের পরিমাণ প্রায় ৬ হাযার টাকা।

বংশ রক্ষার আকাঙ্ক্ষায় জাপানে কনে আমদানী!

'ওকুরা' জাপানের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। উত্তরাঞ্চলীয় পার্বত্য ইয়ামাগাটা অঞ্চলে গ্রামটির অবস্থান। সাইবেরিয়ার কাছাকাছি হওয়ায় এই এলাকাতে সাইবেরীয় অঞ্চলের জলবায়ু-আবহাওয়ার প্রাধান্য রয়েছে। এই এলাকার লোক কৃষি নির্ভর। শীতকালে অন্তত ৪ মাস এই এলাকাটি বরফে আচ্ছাদিত থাকে। জাপানের প্রত্যন্ত এই অঞ্চলটি অর্থনৈতিক ভাবে অন্যান্য এলাকার তুলনায় অনুন্নত। এই এলাকার তরুণ-তরুণীরা উন্নত এলাকাতে বেরিয়ে পড়ে উন্নত জীবন গড়ার এবং বেশী উপার্জনের লক্ষ্যে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে তরুণদের চেয়ে তরুণীরাই বেশী এই এলাকা ছেড়ে টোকিওসহ বড় শহরগুলোতে পাড়ি জমাচ্ছে। ফলে মেয়েদের সংখ্যা কমতে কমতে এমন চরম অবস্থায় পৌঁছেছে যে, এখন সেখানে পুরুষেরা বিয়ের জন্য উপযুক্ত মেয়ে পাচ্ছে না। এ অবস্থায় তাদের বংশ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে তারা বিদেশ থেকে মেয়ে আমদানী করছে। ১৯৮০'র দশকের মাঝামাঝি সময়ের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সেখানে বিয়ের উপযুক্ত পুরুষের সংখ্যা কনের চেয়ে ৩ গুণ বেশী। উল্লেখ্য যে, সেখানকার ঐতিহ্য অনুযায়ী পুরুষেরা কৃষি-জমির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, আর এলাকা ত্যাগে মেয়েরা পুরোপুরি স্বাধীন। জাপানের এই অধিবাসীরা ফিলিপাইন, কোরিয়া, চীন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ থেকে কনে আমদানী করছে। ১৯৮৬ সালের দিকে সেখানে বিদেশী বধূর সংখ্যা ছিল ২ হাযারের বেশী।

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে নিঃশর্ত সংলাপে বসা উচিত

-ডঃ করণ সিং

কংগ্রেসের সিনিয়র নেতা ডঃ করণ সিং গত ১৬ই সেপ্টেম্বর জোরালোভাবে বলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্থগিত হয়ে যাওয়া সংলাপ নিঃশর্তভাবে পুনরায় শুরু করা প্রয়োজন। তিনি এ ব্যাপারে অগ্রণী হওয়ার জন্য ভারতের প্রতি তাগিদ দেন। সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, বারবার পাকিস্তানের উপর সীমান্ত অতিক্রম করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করার শর্তারোপ না করে ভারতের উচিত সমস্যা সমাধানে নিঃশর্ত সংলাপে বসা। এদিকে কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের একটি অংশ কাশ্মীর সংকট নিরসনে ত্রিপক্ষীয় সংলাপে বসার দাবী জানিয়েছে।

২০ বছর পর যুক্তরাষ্ট্র-ইরান বৈঠক

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০ বছরের মধ্যে এই প্রথম জাতিসংঘে এক গোলটেবিল বৈঠকে মিলিত হয়। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন আলব্রাইট ও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল খারাজী জাতিসংঘের সম্মেলন কক্ষে আফগান বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এতে অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন চীন ও রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ ছয়টি দেশের উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান দ্বি-পক্ষীয় বৈঠক না করলেও দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমাসে তাদের মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলার আভাস দিয়েছেন। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্ক শীতল হয়ে পড়ে। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনের শুরুতে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান এই গ্রুপের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তান কর্তৃক হস্তান্তরে ব্যর্থ হয়ে এখন উদারপন্থী ইরান সরকারের মাধ্যমে পানি ঘোলা করে মাছ শিকারের নব পন্থা তৈরী করছে বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা।

চীনা সংসদের সাবেক ডেপুটি চেয়ারম্যানের মৃত্যুদণ্ড

চীন কর্তৃপক্ষ জাতীয় সংসদের সাবেক ডেপুটি চেয়ারম্যান চেং থি জিয়াং-এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। প্রাদেশিক গভর্ণর থাকাকালে ৫০ লাখ ডলার ঘুষ নেয়ার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় গত জুলাই মাসে তাকে এই মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছিল। চীনের কম্যুনিস্ট শাসন কালের ৫০ বছরে এত উচ্চপদস্থ আর কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়নি।

মদ ও তামাকের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ

ভারতের স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এবং বেসরকারী ক্যাবল নেটওয়ার্কে মদ ও তামাকের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করে ইতিপূর্বে যে আইন পাস করা হয়েছিল, তা গত ৯ই সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অরুণ জেঠী একথা জানান। এই সংশোধিত আইন অনুযায়ী মদ ও তামাকজাত দ্রব্য সেবনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহ যোগায় এমন বিজ্ঞাপন সম্প্রচার করা নিষিদ্ধ করা হয়।

বিমানে চড়ে হাতির দল লুয়াণ্ডায়

৮টি হাতির একটি দলকে গত ৯ই সেপ্টেম্বর বিমানে করে দক্ষিণ আফ্রিকা হ'তে লুয়াণ্ডার নিকটবর্তী একটি খেলার মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বন্য পশুদের নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যাপারে একটি প্রকল্পের অংশ হিসাবে এসব হাতিকে নিয়ে যাওয়া হয়। উল্লেখ্য, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের কারণে এসব বন্যপ্রাণী ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ায় উচ্চাভিলাষী একটি প্রকল্পের অংশ হিসাবে বন্যপ্রাণী রক্ষায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

'কালো জুলাই' চীনাদের বড়ই আতঙ্ক

চীনে প্রতিবছর জুলাই মাসটা বড়ই ভয়ঙ্কর। কারণ ছাত্রদেরকে এ মাসে কয়েক দফা টেস্ট বা পরীক্ষার মুখোমুখি হ'তে হয়। তারা উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য কি-না এসব টেস্টের ফলাফলের উপর নির্ভর করে তাদের ভবিষ্যত। চীনারা এই সময়কে 'কালো জুলাই' বলে ডাকে। এ সময় সমগ্র চীনা জাতি দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কারণ চীনা যুবকদের খুব কম সংখ্যকই এই টেস্টের বৈতরণী পার হয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশে সক্ষম হয়। কারণ চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আসন সংখ্যা এতই সীমিত যে, উচ্চতর শিক্ষার জন্য দরখাস্তকারীদের অর্ধেকের বেশীই উচ্চশিক্ষা থেকে বাদ পড়ে যায়। আর বঞ্চিত এই যুবগোষ্ঠী অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ায়।

মুসলিম জাহান

গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান পাচ্ছে দুবাই

২০০১ সালের 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে' দুবাই স্থান পাচ্ছে। বিশ্বের বৃহত্তম প্রাতঃরাশ ও সর্বোচ্চ হোটেলের বদৌলতে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বুকে দুবাই এর নাম তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮ সালের ১৯শে এপ্রিল দুবাইতে বিশ্বের বৃহত্তম প্রাতঃরাশের আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রাতঃরাশে সর্বমোট ১৩ হাযার ৭৯৭ জন অংশগ্রহণ করে। 'দুবাই শপিং ফেস্টিবেল এণ্ড বেলগে'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হোসাইন লুতাই এই প্রাতঃরাশের আয়োজন করেন। উক্ত সংস্থা প্রাতঃরাশে অংশগ্রহণকারী সকলকে খাবারের প্যাকেট সরবরাহ করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে- বিশ্বের সর্বোচ্চ হোটেল। দুবাইতে অবস্থিত 'বুর্জ আল-আরব' অথবা 'আরবীয় টাওয়ার' হচ্ছে বিশ্বের সর্বোচ্চ হোটেল। এই হোটেলের উচ্চতা হচ্ছে ৩২১ মিটার (১ হাযার ৫৩ ফুট)। কৃত্রিম দ্বীপের উপর এই হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। এই হোটেলে ২০২টি কক্ষ রয়েছে।

পাবলিক সার্ভিসে মহিলাদের কাজ নিষিদ্ধ

সূদানী সরকার সম্প্রতি পুরুষদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হয় এমন প্রকাশ্য স্থানে মহিলাদের কাজ নিষিদ্ধ করে এক ডিক্রি জারি করেছে। ডিক্রি অনুযায়ী গ্যাস স্টেশন, হোটেল-রেস্টুরেন্ট এবং অন্যান্য পাবলিক স্থানগুলোতে মহিলারা কাজ করতে পারবে না। ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী মহিলাদের সম্মান জানাতে, তাদের অভিজাত মর্যাদা সমুন্নত রাখতে, দেশের প্রথা ও মূল্যবোধের প্রতি সম্মান জানাতেই এ ডিক্রি জারি করা হয়েছে।

অন্ধদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

সংযুক্ত আরব আমীরাতে অন্ধদের জন্য উচ্চাভিলাষী এক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অন্ধ শিক্ষার্থীদের স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের কম্পিউটার বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের উদ্যোগ নিয়েছে আবুধাবীভিত্তিক রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি। আমীরাতের আল-আইন কেন্দ্রে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের দেখা মাত্রই গুলীর নির্দেশ

মালয়েশিয়া তার সৈন্যদেরকে সন্দেহভাজন সশস্ত্র বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের দেখা মাত্রই গুলীর নির্দেশ দিয়েছে। ফিলিপাইন ভিত্তিক একটি স্বাধীনতাকামী গ্রুপ দ্বিতীয়বারের মত মালয়েশীয় নাগরিককে জিম্মি করার পর এই নির্দেশ দেয়া হ'ল। উল্লেখ্য, ফিলিপাইনের মুসলিম স্বাধীনতাকামী 'আবু সায়েফ' গ্রুপের সদস্যরা মালয়েশিয়ার একটি পর্যটন অবকাশ কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে তিনজন মালয়েশীয়কে অপহরণ করে এবং দক্ষিণ ফিলিপাইনে 'জোলো' দ্বীপে জিম্মি হিসাবে আটক করে রাখে। এপ্রিলের পর পূর্বাঞ্চলীয় 'সাবাহ' দ্বীপে এটি ছিল দ্বিতীয় অপহরণের ঘটনা। উল্লেখ্য, এপ্রিল মাসে ২১ জনকে অপহরণ করা হয়। এদিকে অবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে নিউজিল্যাণ্ড মালয়েশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় 'সাবাহ' দ্বীপে ভ্রমণ পরিহার করার জন্য সেদেশের নাগরিকদের পরামর্শ দিয়েছে।

মুসলমান ও খৃষ্টানদের যৌথ উদ্যোগ

এশিয়ার ১৫ জন মুসলিম ও খৃষ্টান রাজনৈতিক নেতা গত ২০শে সেপ্টেম্বর সকালে ম্যানিলায় বিশ্বব্যাপী দুই ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিগত উত্তেজনা নিরসনে নিবেদিত একটি সংস্থা গঠনে চুক্তি সই করেছেন। সংস্থার নাম হবে 'গ্লোবাল ফাউণ্ডেশন ফর ক্রিশ্চিয়ান-মুসলিম এ্যাণ্ড ইন্টারফেউথ পার্টনারশীপ'। এশীয় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত যুক্ত ঘোষণায় বলা হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধ ও সম্প্রীতি সৃষ্টির পক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোকে উদ্বুদ্ধ করাই হবে এ সংগঠনের প্রধান কাজ। যে সকল নেতা চুক্তিতে সই করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভূট্টো, বাংলাদেশের বিএনপি'র উপদেষ্টা মোরশেদ খান, ফিলিপাইনের সাবেক স্পীকার হোমে দ্য ভেনেসিয়া, ভেনিজুয়েলা ও ইন্দোনেশিয়ার সাবেক স্পীকার দ্বয়, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনসহ ১৫টি দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে অচিরেই ম্যানিলায় একটি অফিস স্থাপন করা হবে। ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে মিঃ ডেনেসিয়া সাংবাদিকদের জানান, যারা এ চুক্তিতে সই করেছেন তারা তাদের দলের পক্ষ থেকে নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে করেছেন। বেনজীর ভুট্টো ও মোরশেদ খান বলেন, এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার নানা স্থানে মুসলমান ও খৃষ্টানরা আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত। অথচ এক উৎস, এক স্থান থেকে দুই ধর্মের যাত্রা শুরু হয়েছে। মোরশেদ খান বলেন, বাংলাদেশের জনগণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে সারাবিশ্বে এক অনন্য উদাহরণ। ইসলামিক রিপাবলিক থেকে পিপলস রিপাবলিক হওয়ার দৃষ্টান্ত ক'টা জাতি সৃষ্টি করতে পেরেছে?

জনতা ক্লিনিক

* চিকিৎসা * অস্ত্রোপচার (অপারেশন)
* ই.সি.জি * আলট্রাসনোগ্রাফী * স্পাইরোগ্রাম

ডাঃ মোঃ এনামুল হক
এম.বি.বি.এস; এফ.সি.জি.পি
(মেডিসিন স্পেশালিষ্ট)
লক্ষ্মীপুর মোড়ের পশ্চিমে ও চৌধুরী হোটেলের সামনে
শেরশাহ্ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী॥ ফোনঃ ৭৭৪৯১৫।

সাবাইকে স্বাগতম

উত্তরবঙ্গ ইসলামিয়া হাসপাতাল

এখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের যাবতীয় মেডিসিন, সার্জারী, নাক, কান, গলা, হাড়জোড়, গাইনী, চর্ম-যৌন ও চক্ষু রোগের চিকিৎসা এবং অপারেশন, এক্স-রে, ই.সিজি, আল্ট্রাসনোগ্রাফী ও প্যাথলজী টেষ্ট করা হয়।

লক্ষীপুর মোড়ের পশ্চিমে, রাজশাহী-৬০০০।
ফোন- ০১৭৩৪৮১৪৫, ৭৭২৯৮০ (অনুঃ)।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

আবর্জনা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ তৈরী

চীন সে দেশে আবর্জনা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ তৈরীর একটি বৃহত্তম প্রকল্প 'সাংহাইয়ে' হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্প সাংহাইয়ের পুড়ং নামে একটি নতুন এলাকায় গড়ে তুলা হবে এবং বছরে ৩ লক্ষ ৬৫ হাযার টন আবর্জনা পুড়িয়ে এখানে ১ লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। প্রকল্পটি ২০০১ সালের অক্টোবরে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রকল্পটির নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৭ কোটি ইউয়ান বা ৮ কোটি ৭ লক্ষ মার্কিন ডলার।

মাইন উদ্ধারে নতুন পদ্ধতি

বর্তমান বিশ্বে প্রায় ১০ কোটি ল্যাণ্ড মাইন ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে থাকা মাইনগুলি বছরে ২৬ হাযার মানুষকে আহত করছে। এমনকি এতে অনেকে প্রাণ হারায়। 'জাইয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির' গবেষকরা মাটির নীচে ঘাপটি মেরে থাকা এসব ভয়ংকর দানবকে চিহ্নিত করার একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। পুরো এলাকার মাটির উপর রাডার হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর বদলে এই নতুন পদ্ধতিতে মাটির ভেতর দিয়ে এক ধরণের কম্পন ছেড়ে দেয়া হবে। মাটির ভেতরে এরা যখন কোন মাইনকে অতিক্রম করবে তখন তাদের গতি হঠাৎ পরিবর্তিত হবে। এই পরির্তনের তথ্য কম্পিউটারে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাইনগুলোর অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

হাঁপানির মাত্রা জানতে যন্ত্র আবিষ্কার

হাঁপানির মাত্রা কত তা জানার জন্য অভিনব একটি যন্ত্র বের করেছে 'লাইফ চার্ট ডট কম' কোম্পানী। 'এয়ার ওয়াচ' নামের এ ক্ষুদ্র যন্ত্রটি হাতের মুঠোয় ধরে ডাক্তাররা রোগীর হাঁপানির মাত্রা মাপতে পারবেন। এ যন্ত্রটির একটি স্থানে মুখ লাগিয়ে রোগী হাওয়া ছাড়লে লাল হলুদ অথবা সবুজ আলোর সংকেত ঐ বাতাসের প্রবাহমাত্রা জানিয়ে দেবে। এই যন্ত্রটিতে মোট ৪৫০টি রিডিং এর ব্যবস্থা আছে। দাম ৯৯ ডলার।

বৃহস্পতির ১৭তম চাঁদ

সৌরজগতের গ্রহ পরিবারের সবচেয়ে বড় গ্রহ হচ্ছে বৃহস্পতি। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এ গ্রহের আরও একটি চাঁদের সন্ধান পেয়েছেন। এ নিয়ে গ্রহটির মোট চাঁদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭তে। সর্বশেষ ১৯৭৪ সালে বৃহস্পতির ১৬তম চাঁদের সন্ধান পেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ম্যাসাচুসেটস এর স্মিথসোনিয়ান অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল অবজারভেটরির বিজ্ঞানীরা আপাতত এ চাঁদটির নাম দিয়েছেন 'এস ১৯৯৯ জে-১'। এ চাঁদের ব্যাস মাত্র ৩ মাইল।

নতুন ৯টি গ্রহ আবিষ্কার

বিজ্ঞানীরা আমাদের সৌরজগতের কাছাকাছি অন্যান্য নক্ষত্রের কক্ষপথ পরিক্রমণরত আরও ৯টি নতুন গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন। জানা গেছে, এদের মধ্যে একটির বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হচ্ছে গ্রহটিতে প্রাণের সম্ভাবনা আছে। এ আবিষ্কারের ফলে সূর্য ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্রের কক্ষপথ পরিক্রমণরত আবিষ্কৃত গ্রহের সংখ্যা ৫০-এ দাঁড়ালো। আমাদের সৌরজগৎ থেকে এদের দূরত্ব ১৪১ আলোকবর্ষ।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তা'লীমী বৈঠক
যেলাঃ রাজশাহী

১. ৮ই আগস্ট মঙ্গলবারঃ কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশব্যাপী সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকের শুরুতে নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে গত ৮ই আগষ্ট মঙ্গলবার বাদ মাগরিব প্রথম তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'তাওহীদ'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ দরস পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি তাঁর দরসে বলেন, ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে 'তাওহীদ'। অথচ তাওহীদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় আজ মুসলমান তার সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র হুকুম মানতে ব্যর্থ হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ও দান-খয়রাতের মত নির্দিষ্ট কিছু ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র দাসত্ব করে থাকি। অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় জীবন ও অর্থনৈতিক জীবনের মত গুরুত্বপূর্ণ দিক গুলিতে আল্লাহ্র বিধানের পরিবর্তে বিভিন্ন মতাদর্শের অনুসরণ করে থাকি, যা প্রকাশ্য শিরক। তিনি এ জাতীয় শিরকী আমল থেকে বিরত হয়ে সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব করার আহ্বান জানান। অতঃপর এখন থেকে প্রতি মঙ্গলবার বাদ মাগরিব হ'তে এখানে নিয়মিত তা'লীমী বৈঠক ও অন্য দিনে পার্শ্ববর্তী মসজিদ সমূহে তাবলীগী কাফেলা পরিচালিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

২. ১৫ই আগস্টঃ ১৫ই আগস্ট ২০০০ রোজ মঙ্গলবার নওদাপাড়া মারকাযী জামে মসজিদে বাদ মাগরিব যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'ইত্তেবায়ে সুন্নাহ্'র উপর গুরুত্বপূর্ণ তা'লীম প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান। 'বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত' পর্বে সূরা ফাতিহার উপর প্রশিক্ষণ দেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রধান হাফেয জনাব লুৎফর রহমান। মাওলানা সাঈদুর রহমান বলেন, একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণের মাধ্যমেই জান্নাত লাভ করা সম্ভব। কুরআন-হাদীছ থেকে দূরে থেকে নিজেদের মনগড়া আমল করে কখনো জান্নাতের আশা করা যায় না। তিনি সকলকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্ণ আনুগত্যের আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি পার্শ্ববর্তী মসজিদ সমূহে তাবলীগী সফরের জন্য নিজ নেতৃত্বে একটি তাবলীগী টীম গঠন করেন।

৩. ২২শে আগস্টঃ ২২শে আগস্ট মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নওদাপাড়া মারকাযী জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ -এর পরিচালনায় সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বিদ'আতের উপর গুরুত্বপূর্ণ তা'লীম প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী। 'বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত' পর্বে প্রশিক্ষণ দেন মাওলানা আহমাদ আলী। 'দৈনন্দিন দো'আ ও আমল' পর্বে তা'লীম দেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। উল্লেখ্য যে, সপ্তাহে দু'টি তাবলীগী টীম পার্শ্ববর্তী মসজিদ সমূহে গমন করে।

তা'লীমী বৈঠক
যেলাঃ জয়পুরহাট

দেশব্যাপী দা'ওয়াতী কাজ জোরদার করার নিমিত্তে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলা সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।

প্রতি বৃহস্পতিবার কালাই কমপ্লেক্সে এ তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। গত ২১শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান তা'লীমী বৈঠক কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন। হাফেয মুহাম্মাদ ছিদ্দীকুর রহমান-এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'কালাই কমপ্লেক্স' শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান ও তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয প্রমুখ।

ঢাকায় মিছিলের নেতৃত্বে আমীরে জামা'আত

নীল ছবির বিরুদ্ধে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল

গত ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে পুরানো মোগলটুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ হ'তে বংশাল মানসী মিনেসা হলে ইংরেজী ছবির অন্তরালে নীল ছবি প্রদর্শন বন্ধের দাবীতে কয়েক হাযার লোকের এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল পরিচালিত হয়। মিছিলের শুরুতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, সংস্কৃতির নামে দেশের সিনেমা-টিভিতে ও ব্লু ফিল্মের মাধ্যমে যে সমস্ত অশ্লীল ও মারদাঙ্গা ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে, তাতে আমাদের যুব সমাজ ক্রমে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই ধ্বংসশীল যুবশক্তিকে বাঁচাতে আমাদেরকে শিল্পের নামে এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই আন্দোলনে প্রত্যেককেই শরীক হওয়ার আহ্বান জানান।

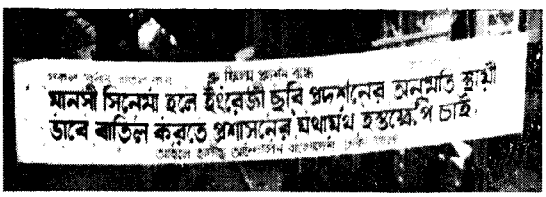

মিছিলের অগ্রভাগের ব্যানারের ছবি - *আত-তাহরীক*

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের তেজোদীপ্ত ভাষণের পরপরই সমস্বরে তাকবীর ধ্বনি ও বিভিন্ন শ্লোগান সহকারে মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি বংশাল রোড হয়ে বংশাল বড় মসজিদের নিকট দিয়ে ফ্রেঞ্চ রোড, ইংলিশ রোড, নবাবপুর রোড প্রদক্ষিণ করে মানসী সিনেমা হলের সামনে আসলে সেখানে সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার সাধারণ সম্পাদক ও '৭১ নং ওয়ার্ড পঞ্চায়েত সমাজ কল্যাণ পরিষদে'র প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন। তিনি তার তেজস্বী বক্তব্যে মানসী হল কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, আন্দোলন যখনই চাঙ্গা হয় তখনই হল কর্তৃপক্ষ ইংরেজী ছবি বন্ধ রেখে বাংলা ছবির ব্যানার ও পোষ্টার টাঙান আন্দোলনকারীদের ধোকা দেওয়ার জন্য। তিনি বলেন, যদি আর একটি শো-তেও ইংরেজী ছবির অন্তরালে নীল ছবি প্রদর্শিত হয়, তবে আমরা এমন কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচী হাতে নেব যার ভয়াবহ পরিণতির জন্য হল কর্তৃপক্ষই দায়ী থাকবে। সভা শেষে মিছিলটি পুনরায় পুরানো মোগলটুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এসে পৌঁছলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সকলকে মিছিলে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য মোবারকবাদ জানিয়ে ও আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, 'ইংরেজী ছবির অন্তরালে ব্লু-ফিল্ম প্রদর্শন প্রতিরোধ কমিটি'র আহ্বায়ক ও ৭১ নং ওয়ার্ড পঞ্চায়েত সমাজ কল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক **ডাঃ আবু যায়েদ** সহ পঞ্চায়েত কমিটির নেতৃবৃন্দ ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

উল্লেখ্য, মিছিলে বিভিন্ন মসজিদের মুছল্লীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ব্লু ফিল্ম প্রতিরোধ কমিটির অন্যতম নেতা ৭১ নং ওয়ার্ড পঞ্চায়েত সমাজ কল্যাণ পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব রহমতুল্লাহ মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে এই মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানান।

উল্লেখ্য যে, জনাব মুতাওয়াল্লী ছাহেবের ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত অসুস্থ অবস্থায় পুরানো মোগলটুলী জামে মসজিদে 'সমাজ পরিবর্তনে যুবকদের ভূমিকা' শীর্ষক এক হৃদয়স্পর্শী খুৎবা প্রদান করেন। ছালাতের পরে যখন মিছিলের ঘোষণা দেওয়া হয়, তখন তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিলে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যদিও তাঁকে অসুস্থ শরীরে প্রচণ্ড রৌদ্রে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ মিছিলে বের না হওয়ার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি কোনদিকে কর্ণপাত না করে আল্লাহ্র নামে বেরিয়ে পড়েন। যা উপস্থিত নেতা- কর্মী ও মুছল্লীদের মাঝে দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা জোনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা, গাজীপুর নরসিংদী, টাঙ্গাইল পূর্ব-পশ্চিম ও কুমিল্লা যেলার প্রাথমিক সদস্যদের প্রশিক্ষণ উত্তরাস্থ তাওহীদ ট্রাস্ট অফিসে গত ৭ ও ৮ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী ও ঢাকা যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে দরসে কুরআন, দরসে হাদীছ, কর্মীদের গুণাবলী, সংগঠনের গুরুত্ব, দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়।

মজলিসে শূরা ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সম্মেলন সমাপ্ত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ১৯৯৯-২০০১ সেশনের প্রথম বার্ষিক কেন্দ্রীয় পরিষদ সম্মেলন গত ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকালে দারুল ইমারত নওদাপাড়াতে অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিগত বছরের আয়-ব্যয় ও আগামী বছরের বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। অতঃপর আগের রাতে অনুষ্ঠিত শূরা সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী আগামী **১৫** ও **১৬ই ফেব্রুয়ারী** মোতাবেক ২০ ও ২১শে যিলক্বদ, ৩রা ও ৪ঠা ফাল্গুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার **তাবলীগী ইজতেমা** ২০০১-এর তারিখ ঘোষণা করা হয় ও সর্বস্তরের কর্মীদের এখন থেকেই প্রচার ও প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

দুর্গত মানুষের মাঝে আমীরে জামা'আত

বন্যার্ত ভাইদের পাশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ৫ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার হ'তে ৮ই অক্টোবর রবিবার পর্যন্ত একটানা চারদিন সাতক্ষীরা যেলা সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য

আলহাজ্জ আব্দুর রহমান, যেলা উপদেষ্টা আলহাজ্জ এ,কে,এম এমদাদুল হক ও অন্যান্য দায়িত্বশীল ও 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে নিয়ে নিম্নোক্ত এলাকাসমূহে ত্রাণ বিতরণ করেন।-

কলারোয়া উপযেলার দমদমা, সোনাবাড়িয়া, ব্রজবাকসা, বোয়ালিয়া মাঝের পাড়া, দক্ষিণ ভাদিয়ালী, কাকডাঙ্গা মাদরাসা, সাতক্ষীরা উপযেলার মাহমুদপুর, বুলারাটি, ঘোনা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ, বাঁশদহা, সাতানী প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত রাজপুর যুগীখালি, লাউডুবি, কুশখালি, মানিকহার প্রভৃতি এলাকায় কর্মীদের মাধ্যমে ত্রাণ প্রেরণ করেন। তিনি যেলা সংগঠনের সহযোগিতায় সংগঠনের 'যেলা ত্রাণ কমিটি' গঠন করেন এবং কলারোয়া, মাহমূদপুর, কদমতলা ও মানিকহারে 'ত্রাণ ও চিকিৎসা কেন্দ্র' খোলার সিদ্ধান্ত নেন ও সাথে সাথে কর্মীদের মাধ্যমে ঐসব কেন্দ্রে স্যালাইন, এমোডিস, টেট্রাসাইক্লিন সহ অন্যান্য যরূরী ঔষধ প্রেরণ করেন। ত্রাণ তৎপরতা শেষে ৮ তারিখ দিবাগত রাতে তিনি নবগঠিত 'সাতক্ষীরা স্যাটেলাইট সেন্টারের' আহ্বানে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন, যা পরপর দু'দিন রাতে প্রচারিত হয়।

এতদ্ব্যতীত সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বিভিন্ন যেলা থেকে সাতক্ষীরা যেলা সংগঠনের নিকটে ত্রাণ আসতে শুরু করেছে। ০৭/১০/২০০০ তারিখেই যশোর যেলা সংগঠনের সভাপতি মাষ্টার আইয়ুব হোসাইন ও সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মনযুর আলম ও যশোর যেলা যুবসংঘের কর্মপরিষদ সদস্য মুশফিকুর রহমান একটি পিক-আপে বিস্কুটের প্যাকেট সঙ্গে নিয়ে আসেন ও ৮ তারিখে মুহতারাম আমীর জামা'আতের সাথে ঘোনা ও মাহমুদপুরে ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নেন।

উল্লেখ্য যে, ৪ঠা অক্টোবর রাজশাহী থেকে সাতক্ষীরা যাওয়ার সময় নওদাপাড়া মারকাযী মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ আমীরে জামা'আতের হাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নগদ সাহায্য প্রদান করেন এবং স্থানীয় সাহেব বাজার থেকে বাকীতে ঔষধ ও বানেশ্বর বাজার থেকে চিড়া ও গুড় কিনে নাটোর পর্যন্ত সাথে গিয়ে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে আসেন। খবর পেয়ে নাটোর যেলা কর্মপরিষদের জনাব আব্দুল আখের, জনাব আলতাফ হোসায়েন, মাওলানা মুয়্যাম্মেল হক, মাওলানা গোলাম আযম সহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ ষ্টেশনে আমীরে জামা'আতকে অভ্যর্থনা জানান ও বন্যার্তদের জন্য নগদ সাহায্য প্রদান করেন। রূপসা আন্তঃনগর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বন্যার্তদের জন্য বিনা শুল্কে মাল পরিবহনে সম্মত হন। খুলনা ষ্টেশনে পৌঁছলে যেলা সভাপতি জনাব ইস্রাফীল হোসায়েন, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির, জনাব মুয়্যাম্মেল হক এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। আমীরে জামা'আত রাতেই আলহাজ্জ আব্দুল হামীদ ও মাওলানা আব্দুর রউফের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। অতঃপর যুবসংঘের কর্মীদের মাধ্যমে রাতে ও পরদিন দুপুর পর্যন্ত চিড়া ও গুড় প্যাকেট করে ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী খরিদ করে পিক-আপ ভর্তি করে সাতক্ষীরা গমন করেন। সেখানে পৌঁছেই যেলা সংগঠনের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন ও পরদিন সকাল থেকেই ত্রাণ বিতরণের কর্মসূচী বাস্তবায়ন শুরু করেন।

যশোর যেলায় ত্রাণ তৎপরতা

রাজশাহী থেকে যাওয়ার পথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত যশোর যেলায় ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের নিকটে কেন্দ্রের পক্ষ হ'তে কিছু নগদ অর্থ প্রেরণ করেন। তারা যেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী আদায় করে যেলায় ত্রাণ তৎপরতা শুরু করেছেন বলে জানা গেছে।

ত্রাণ তৎপরতায় কুয়েতী সংস্থা

ঢাকাস্থ কুয়েতী এনজিও রিভাইভ্যাল অফ ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটির মুদীর আহমাদ আবদুল লতীফ-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গত ৮ই অক্টোবর সাতক্ষীরার মাহমূদপুর কেন্দ্রে মাহমূদপুর হাইস্কুল, মাহমূদপুর মাদরাসা ও বুলারাটি জামে মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারী বন্যার্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নগদ অর্থ ও স্যালাইন বিতরণ করেন। এতব্যতীত তারা মেহেরপুর ও যশোরেও ত্রাণ বিতরণ করেন।

মাহমূদপুরে বিতরণ শেষে উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে মাননীয় মুদীর বলেন, আমাদেরকে বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সত্যিকারের মুসলমান হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের আক্বীদা ও আমলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে।

ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদ

সাতক্ষীরা ৭ই অক্টোবরঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যেলা নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে বোয়ালিয়া মাঝেরপাড়া ও দঃ ভাদিয়ালী এলাকায় ত্রাণ বিতরণ শেষে বাঁশদহা ভবানীপুর মোড়ে বিদায় শেষে যুবসংঘের পাঁচ জন কর্মী বোয়ালিয়া ফেরার পথে স্থানীয় কামার বায়সা ওয়ার্ডের মেম্বর জনাব আযীযুর রহমান তাদের ত্রাণ-এর পাঁচ বস্তা চাউল যুবসংঘের নৌকায় তুলে দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রেউই বাজারে আসার সাথে সাথে বন্যা কবলিত ক্ষুধার্ত মানুষেরা নৌকা থেকে ঐ পাঁচ বস্তা চাউল ও আমীরে জামা'আতের দেওয়া বোয়ালিয়ার জন্য এক বস্তা চিড়া ও গুড় লুট করে নিয়ে যায়। অবশ্য পরে মাষ্টার ইযাযুল হক-এর নেতৃত্বে চিড়ার বস্তাটা উদ্ধার করে বোয়ালিয়া পাঠানো হয়। জানা যায় যে, গত চার দিনের মধ্যে ঐ পানিবন্দী মানুষগুলির কাছে কোনরূপ ত্রাণ পৌঁছেনি।

যুবসংঘ

কর্মী প্রশিক্ষণ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ গত ৪ঠা আগস্ট রোজ শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে স্থানীয় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' মিলনায়তন, কাজলা, রাজশাহীতে দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে 'তাওহীদ'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এস,এম, আব্দুল লতীফ ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

প্রশিক্ষণ শেষে বাদ মাগরিব মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' মসজিদে সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নছীহত মূলক বক্তব্যে বলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মীরা যদি ক্যাম্পাসের নোংরা রাজনীতির সামনে আদর্শ দাঁড় করাতে পারে, তবে একদিন ক্যাম্পাসে 'অহি' ভিত্তিক সত্যিকারের ইসলামী রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

নওদাপাড়া মাদরাসাঃ গত ৩রা ও ৪ঠা আগস্ট রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীতে দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ। যেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এইচ,এম, মুহসিনের পরিচালনায় উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, আল-মারকাযুল ইসলামী

আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা বদীউয্যামান ও মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ এবং সোনামণি সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও প্রশিক্ষণ সম্পাদকের বিভিন্ন যেলা সফর

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল গফূর দেশব্যাপী সাংগঠনিক সফরের অংশ হিসাবে গত ১৫ই আগষ্ট কুড়িগ্রাম, ১৬ ও ১৭ই আগষ্ট লালমণিরহাট, ১৮ই আগষ্ট নীলফামারী, ২০শে আগষ্ট রংপুর, ২৩শে আগষ্ট দিনাজপুর-পূর্ব, ২৫ ও ২৬শে আগষ্ট গাইবান্ধা-পশ্চিম, ২৭শে আগষ্ট গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলায় গমন করেন। এ সময় তারা বিভিন্ন কর্মী সমাবেশ ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। যেলা কর্মপরিষদের সাথে সংগঠনের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

বিদায়ীদের জন্য দো'আ ও নবাগতদের সংবর্ধনা

গত ২৯শে আগস্ট রোজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে তিনটায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' মিলনায়তন, কাজলায় 'বিদায়ীদের জন্য দো'আ ও নবাগত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০০০' সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সূরা 'আলাক্ব -এর প্রথম পাঁচটি আয়াত উল্লেখ পূর্বক বলেন, পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই, যা "اِقْرَأْ" 'পড়' শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে। শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বের কারণেই আল্লাহপাক 'পড়' শব্দ দ্বারা কুরআন মজীদ অবতরণ শুরু করেন। আয়াতগুলোতে আল্লাহপাক শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় শিক্ষার সমন্বিত শিক্ষা কাঠামোই জাতিগঠনের উপযোগী প্রকৃত শিক্ষা কাঠামো হ'তে পারে। তিনি বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু 'পড়' শব্দকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আয়াতের আল্লাহপাক আরও কি বলেছেন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি। ফলে দেশব্যাপী সাক্ষরতা অভিযান চললেও প্রকৃত মানুষ তৈরীর শিক্ষা হ'তে বঞ্চিত হওয়ার কারণে সমাজ থেকে শান্তি বিদায় নিয়েছে। তিনি বলেন, শুধু অক্ষর জ্ঞানের মাধ্যমে সমাজে শান্তি আসতে পারে না। বরং সেই সাথে নৈতিক শিক্ষা অর্জন করা অপরিহার্য। তিনি নবাগত ছাত্রদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বরে স্বাগত জানান এবং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরকে জ্ঞানের চত্বরে পরিণত করার আহ্বান জানান। সাথে সাথে তিনি বিদায়ী ছাত্রদেরকে তাদের আগামী কর্মজীবনে হালাল-হারাম বেছে চলে স্বচ্ছ-সুন্দর জীবন পরিচালনার উপদেশ প্রদান করেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এ,এস,এম আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক শহীদুযযামান ফারূক ও মাসিক আত-তাহরীক গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ নূরুল ইসলাম, আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ শেখ মুহাম্মাদ আবদুস সালাম, সহকারী অধ্যাপক জনাব আবদুস সালাম মিঞা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০০ সম্পন্ন

গত ২৮ ও ২৯শে সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০০' সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রথম দিন সকাল ১০ টায় হাফেয আব্দুল মতীনের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর দেশের বিভিন্ন যেলা হ'তে আগত কর্মীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানিয়ে সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'কর্মী সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটি'র আহ্বায়ক ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। উদ্বোধনী ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান মীযান কর্মীদেরকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, দা'ওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমেই দ্বীন ইসলাম প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে। আজও সে কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে যুবশক্তিকে এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি সর্বস্তরের কর্মীদের দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় জান-মাল কুরবানী করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০০ আল্লাহ্‌র নামে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে 'দরসে কুরআন' পেশ করেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। প্রধান অতিথি হিসাবে মূল্যবান ভাষণ দান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। হামদ্ ও ছানার পরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা ইবরাহীমের ২৪-২৭ আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করে বলেন, মুসলিম জীবনের মূল স্থিতি হচ্ছে কালেমা ত্বাইয়িবার উপরে। একটি নিপতিত সমাজকে নতুনভাবে উত্তরণ ঘটাতে গেলে বা ধ্বংসোন্মুখ একটি সমাজকে ধ্বংসের আঁস্তাকুড় থেকে উঠিয়ে আনতে গেলে যে জিনিষটি প্রয়োজন তা আল্লাহপাক এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আজকের পৃথিবী মানুষের তৈরী বিভিন্ন মতাদর্শের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত। হাযার হাযার মানুষের জীবনের বিনিময়ে একেকটি আদর্শ বা মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। তিনি এইসব মতবাদ বাস্তবায়নকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের এইসব থিওরী ও মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ কর। নিয়ে এসো ফেলে আসা সেই বিধান, যে বিধান তোমার-আমার হাতে রচিত নয়, যে বিধান এমন একজন মহান কারুণিকের হাতে রচিত, যিনি আমাকে তোমাকে এবং বিশ্ব মানবতাকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন। সেই মহান আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের উৎস অহি-র বিধানকে আবার দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তোমরা এগিয়ে আস। নইলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই।

তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' আপোষহীনভাবে সেই অহি-র বিধানকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তিনি এই কল্যাণময় জীবন বিধান বাস্তবায়নে সকল স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীদেরকে তাদের জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার উদাত্ত আহ্বান জানান।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি বৃন্দের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম (সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি), মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি), মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম (সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি) ও সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

'সংগঠনের অগ্রগতিতে কর্মীদের ভূমিকা' এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের মধ্য হ'তে বক্তব্য পেশ করেন জনাব ফারূক আহমাদ (রাজশাহী), মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), ফযলুর রহমান

(সাতক্ষীরা), মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার (ঢাকা), আব্দুর রহমান (নীলফামারী) ও আব্দুল ওয়াদূদ (কুমিল্লা)।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে 'দরসে হাদীছ' পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী। অতঃপর 'সংগঠনের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে আপনার পরামর্শ' এ বিষয়ে যেলা সভাপতিদের মধ্য হ'তে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন, হাফেয আব্দুছ ছামাদ (ঢাকা), আহমাদ শরীফ (কুমিল্লা), আব্দুল ওয়াকীল (দিনাজপুর-পশ্চিম), আবু তাহের (নবাবগঞ্জ), আব্দুল ওয়ারেছ (দিনাজপুর-পূর্ব), মুহাম্মাদ এনামুল হক (বগুড়া), আকবর হোসাইন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), মুস্তাফির রহমান (লালমণিরহাট), ওমর ফারূক (জামালপুর), লিয়াকত আলী (খুলনা), আব্দুস সোবহান (পাবনা) ও দেলোয়ার হোসাইন (নরসিংদী)।

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ শাহীদুযযামান ফারূক, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং প্রস্তাবনা পাঠ করেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল গফূর।

দ্বিতীয় দিন জুম'আর প্রাক্কালে আমীরে জামা'আতের হেদায়াতী ভাষণের পর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান মীযান-এর সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম এবং মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন, মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন, মুহাম্মাদ আহসানুল্লাহ প্রমুখ।

মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ গত ৪ঠা আগস্ট শুক্রবার বাদ আছর 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' চাটাইডুবি শাখা, নবাবগঞ্জ-এর উদ্যোগে এলাকা সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহর বাড়ীতে ৭০ জন মহিলা সদস্যার উপস্থিতিতে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম শিরক-বিদ'আত ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন। মহিলাদের পারিবারিক জীবন ইসলামের আলোকে গঠনের উপায় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। নবাবগঞ্জ যেলা মহিলা সংস্থার আহ্বায়ক কমিটির সদস্যা ও উক্ত শাখার সভানেত্রী মুসাম্মাৎ হুসনেআরা বেগমের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জয়পুরহাটঃ গত ১৪ই আগস্ট রোজ সোমবার জয়পুরহাট যেলার বড়তারা এলাকায় এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। 'পর্দা' বিষয়ে বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে প্রধান অতিথি সমবেত মহিলাদেরকে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র পতাকা তলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। ডাঃ মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আন্দোলন-এর যেলা অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ শাহাদাৎ হোসাইন, যুবসংঘের যেলা সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন প্রমুখ।

মৃত্যু সংবাদ

১. বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও অতিরিক্ত যেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গাজীপুর-এর গোপনীয় সহকারী (অবঃ), আহলেহাদীছ আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী জনাব মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ (৫৪) গত ২৬শে আগস্ট শনিবার রাত ২-টায় হঠাৎ স্ট্রোক করে তার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।* গাজীপুর সদর থানার কাউলতিয়া ইউনিয়নের জোলারপাড় গ্রামের অধিবাসী জনাব আমানুল্লাহ তার জীবনে প্রথম দা'ওয়াতী কাজ করতে নেমে গাজীপুর যেলার প্রতিটি আহলেহাদীছ গ্রাম ও মসজিদ সফর করেন ও এ গুলিকে সক্রিয় করার চেষ্টা করেন। তিনি বিভিন্ন সময় 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস' 'আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলাম' নেতৃত্বে দেন। তিনি একসময় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাজীপুর যেলার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ৩ মেয়ে, বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর জানাযায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম ও গাজীপুর যেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কফীলুদ্দীন ইবনে আমীন সহ শত শত লোক যোগদান করেন।

২. গত ৮ই সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা মারকায ইসলামিক সেন্টার, বাঁকালে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে যোগদানের উদ্দেশ্যে আসার সময় 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মানিকহার এলাকার প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (আলীপুর-নগরঘাটা) খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের তিরিশ মাইল মোড়ে ওঠার সাথে সাথে ট্রাকের চাপায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লা-হি ... । যুবসংঘের একনিষ্ঠ কর্মী মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ২০০১ সালে ফাযেল পরীক্ষার্থী ছিলেন।

৩. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাজীপুর যেলার সাধারণ সম্পাদক, তরুণ বক্তা মাওলানা কফীলুদ্দীন-এর পিতা জনাব আমীনুদ্দীন (৫৬) গত ১০ই সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৭-টায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে রাত ১১ টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হি ... । ঘটনার দিন সন্ধ্যায় তিনি গাজীপুর চৌরাস্তার অনতিদূরে 'মালেকের বাড়ী' নামক স্থানে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'আমীন ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় একটি মাইক্রোবাস হঠাৎ এসে তাঁকে ধাক্কা দেয়। মারাত্মক আহত অবস্থায় প্রথমে টঙ্গী সরকারী হাসপাতাল ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর রাত ১১-টায় তিনি ইন্তেকাল করেন। মর্মান্তিক বিষয় হ'ল- মাত্র এক সপ্তাহ পরেই তাঁর ছোট ছেলের বিবাহের তারিখ ধার্য ছিল। তিনি আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দিয়ে এসে কেবল মাত্র দাঁড়িয়েছিলেন। জনাব আমীনুদ্দীন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অত্যন্ত শুভাকাংখী ছিলেন। পরদিন বিকাল ৪-৩০ মিনিটে তার সুযোগ্য পুত্র মাওলানা কফীলুদ্দীনের ইমামতিতে নিজ গ্রাম সদর থানার ভিটিপাড়াতে জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম ও তাওহীদ ট্রাষ্ট-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ও স্থানীয় বহু লোক তার জানাযায় যোগদান করেন।

৪. 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং কাকডাংগা এলাকা সভাপতি মাওলানা এ,কে,এম, ফযলুল হক এর মাতা মুসাম্মাৎ কামরুন নেসা (৭৫) গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বুধবার রাত্র ১টা-১৫ মিনিটে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হি ... । মৃত্যুকালে তিনি ৫ পুত্র ও ৩ কন্যা সহ বহু নাতি-পুতী রেখে যান।

দো'আ প্রার্থীঃ রাজশাহী যেলাধীন পুঠিয়া উপযেলা সোনামণি শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান-এর পুত্র যুবায়ের বিন যিল্লুর রহমান দীর্ঘদিন থেকে রক্তশূন্যতা রোগে ভুগছে। তিনি আত-তাহরীকের পাঠক-পাঠিকা সহ সকল মুসলমানের নিকট তার ছেলের আশু রোগ মুক্তির জন্য দো'আ প্রার্থী।

[আমরা সকল মৃতের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি ও শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে অসুস্থ ছোট্ট ভাইটির জন্য দো'আ করি আল্লাহ যেন তাকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন। -সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/১)ঃ বর্তমানে টিকিট ক্রয় করে মৎস্য শিকার করা একটি জনপ্রিয় বিষয়। এভাবে মৎস্য শিকার করা কি জায়েয?

-ফরহাদ ও ছালাহুদ্দীন
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ টিকিট ক্রয় করে প্রচলিত পদ্ধতিতে মৎস্য শিকার করা নাজায়েয। কারণ এ ব্যবস্থা যেমন দৃষ্টির অগোচরে তেমন আয়ত্তের বাইরেও বটে, যা স্পষ্ট ধোঁকা। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) কাঁকর নিক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং ধোঁকা বা অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০)*। অতএব যা মানুষের আয়ত্তের বাইরে রয়েছে এবং যে বস্তু অনিশ্চিত তার ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয। সেমতে টিকিট ক্রয় করে প্রচলিত পন্থায় মৎস্য শিকার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়।

প্রশ্ন (২/২)ঃ আমি কলিকাতায় দেখলাম, শতাধিক গরুকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হচ্ছে এবং গরুর মাথাগুলি এমনভাবে দু'টি রডের মধ্যে রাখা হচ্ছে যাতে মাথা উঁচু-নিচু করতে না পারে। তারপর সুইচ দিলে এক সাথে সব গরুর গলা কেটে যাচ্ছে। এরূপ যবেহ কি জায়েয?

-জমীরুল ইসলাম
মুহাম্মাদপুর, জঙ্গীপুর
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ 'বিসমিল্লাহ' অথবা 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার' বলে ধারালো অস্ত্র দ্বারা যে কোন পদ্ধতিতে এক বা একাধিক হালাল পশু যবেহ করা জায়েয। রাসূল (ছাঃ) 'বিসমিল্লাহ' বলে তীর নিক্ষেপ করতে বলেছেন। যাতে এক বা একাধিক পশু মরতে পারে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৬৪)*। রাসূল (ছাঃ) অস্ত্র ধারালো করতে এবং যবেহ করার সময় পশুকে আরাম দিতে বলেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৭৩)*। নখ এবং হাড় ব্যতীত যে কোন বস্তু দ্বারা যবেহ করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩৪১)*। ভালভাবে অতিসহজে পশু যবেহ করার জন্য যে কোন পদ্ধতিতে পশুকে আটকানো যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) দুম্বার পাঁজরে পা রেখে আটকিয়ে ছিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৩)*।

অতএব হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'বিসমিল্লাহ' বা 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার' বলে যেকোন পদ্ধতিতে ধারালো অস্ত্র দ্বারা এক বা একাধিক পশু যবেহ করা জায়েয।

প্রশ্ন (৩/৩)ঃ জনৈকা মহিলা তার ওয়াক্ফকৃত জমির আয় মসজিদের কাজে ব্যয় করার ও তা বিক্রয় না করার শর্তে মসজিদের জন্য এক খণ্ড জমি দান করে। পরবর্তীতে মসজিদ স্থানান্তর করলে উক্ত দানকৃত জমি বিক্রি করে ঐ মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করা যাবে কি? তাছাড়া মসজিদের গায়ে ঐ মহিলার নাম লেখা যাবে কি?

-আব্দুল কুদ্দূস
নবীনগর, মুক্তাগাছা
মোমেনশাহী।

উত্তরঃ মসজিদের জন্য মহিলার উক্ত দানকৃত জমি বিক্রি করা যাবে না। তবে জমির আয় দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে। বিনা প্রয়োজনে দাতার নাম না লেখাই উত্তম। কেননা এতে 'রিয়া' আসতে পারে। তাতে নেকী বরবাদ হয়ে যাবে।

ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত 'ওমর (রাঃ) খায়বারের গণীমতের সম্পদ থেকে এক খণ্ড ভূমি লাভ করেন। অতঃপর তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি খায়বারের এক খণ্ড ভূমি লাভ করেছি যার চেয়ে উত্তম সম্পদ আমি আর কখনো লাভ করিনি। আপনি আমাকে এক্ষেত্রে কি পরামর্শ দান করেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে ভূখণ্ডের মূল অংশ রেখে লভ্যাংশ দান করতে পার'। তখন ওমর (রাঃ) উহা এরূপে দান করলেন যে, ভূখণ্ডের মূল বিক্রি করা, অন্য কাউকে 'হেবা' করা এবং তাতে উত্তরাধিকার পরিবর্তন করা যাবে না। তবে এর লভ্যাংশ দান করা হবে অভাবীদের জন্য, আত্মীয়দের জন্য, দাস মুক্ত করার জন্য, আল্লাহ্র রাস্তায় এবং যে মুতাওয়াল্লী হবে সে ন্যায়সঙ্গতভাবে খেতে পারবে' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৯১৮)*। একদা রাসূল (ছাঃ) ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তাতে তিনি ছানীয়া নামক স্থান হ'তে বনু যোরায়েক্বের মসজিদ পর্যন্ত দৌড়ানোর দূরত্ব নির্ধারণ করেন *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩১৫)*। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় মসজিদে বনু আব্দিল আশহালে মাগরিবের ছালাত আদায় করেছেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৮২)*। অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, প্রশ্নে উল্লেখিত শর্তযুক্ত দান বিক্রি করা যাবে না এবং মসজিদকে দাতার নামে চিহ্নিত করা যায়।

প্রশ্ন (৪/৪)ঃ আমার চাচার ছেলেমেয়ে হ'লে আক্বীক্বা করার জন্য বাড়ীতে দু'টি বড় খাসি রেখেছেন। কিন্তু চাচীর পেটে অদ্যাবধি বাচ্চা আসেনি। খাসির বয়সও অনেক হয়ে গেছে। যেকোন সময় চর্বির কারণে মারা যেতে পারে। এমতাবস্থায় খাসি বিক্রি করে ঐ টাকা দিয়ে সময়মত আক্বীক্বা করা যাবে কি?

-মামুনুর রশীদ
গোড়দহ, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ মানুষের আয়ত্তের বাইরে কোন মানত করা জায়েয নয়। এরূপ মানত হ'তে মুক্ত হওয়ার জন্য কাফফারা দিতে হবে। সুতরাং খাসিটি বিক্রি করতে হবে অথবা বাড়ীর কাজে লাগিয়ে মানতের জন্য পৃথকভাবে কাফফারা প্রদান করতে হবে। মানতের কাফফারা কসমের কাফফারার অনুরূপ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৯)*। আর কসমের কাফফারা হচ্ছে- ১০ জন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য প্রদান করা অথবা একজন ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করা অথবা তিন দিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৮৯)*।

প্রশ্ন (৫/৫)ঃ জামা'আতে ছালাত আদায়কালে পরস্পরে পায়ে পায়ে মিলানো কি সুন্নাত? এরূপ সুন্নাতকে অবজ্ঞা করলে কোন পাপ হবে কি?

-খলীল
সৈয়দপুর সেনানিবাস
নীলফামারী।

উত্তরঃ জামা'আতে ছালাত আদায়কালে মুছল্লীদের পরস্পরে পায়ে মিলানো একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। যেকোন সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা পরকাল ধ্বংসের কারণ হ'তে পারে। নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, 'আমাদের একজন অপরজনের পায়ের গিঁঠে গিঁঠ মিলিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি' *(বুখারী ১/১০০ পৃঃ)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার সোজা কর। আমি তোমাদেরকে পেছন থেকে লক্ষ্য করি'। রাবী বলেন, 'আমরা একে অপরের কাঁধে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দাঁড়াতাম' *(বুখারী ১/১০০ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আমার সুন্নাতের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫)*।

প্রশ্ন (৬/৬)ঃ ফজরের সুন্নাত পড়ার সময় না পেলে ফজরের ফরয ছালাতের পর তা পড়া যায় কি?

-খলীল
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত জমা'আতের পূর্বে পড়াই সুন্নাত। কিন্তু পড়ার সময় না পেলে ফরয ছালাতের পর পড়তে হবে। ক্বায়েস ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) একজন লোককে ফজরের ফরয ছালাতের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, ফজরের ছালাত কি দু'বার? তখন লোকটি বলল, আমি ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত পড়িনি। [এ উত্তর শ্রবণে] রাসূল (ছাঃ) চুপ হয়ে গেলেন' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১১৬৫; মিশকাত হা/১০৪৪)*।

প্রশ্ন (৭/৭)ঃ অনেক ইসলামী জালসা বা সাংগঠনিক প্রোগ্রামে ইসলামী বই উপযুক্ত বেচাকেনার জায়গা না থাকার কারণে মসজিদের বারান্দায় বই বিক্রয় করতে দেখা যায়। কুরআন-হাদীছের দৃষ্টিকোণে এটি কি জায়েয? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল হাসান
সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদের বারান্দা মসজিদের অংশবিশেষ। আর মসজিদে বেচাকেনা করা নিষেধ *(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৭৩২ হাদীছ 'হাসান')*। কাজেই জায়গা না থাকার অজুহাতে মসজিদের বারান্দায় বই বেচাকেনা করা ঠিক হবে না। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর কঠোর হুঁশিয়ার বাণী হচ্ছে- 'যখন তোমরা মসজিদে কাউকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখবে (তখন এভাবে বদ দো'আ করবে) আল্লাহ যেন তোমার ব্যবসায়ে উন্নতি না দেন' *(তিরমিযী, দারেমী, ইবনু খুযায়মাহ, ইরওয়াউল গালীল ৫/১৩৪ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*। 'মসজিদে ক্রয় বিক্রয় করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন'।

প্রশ্ন (৮/৮)ঃ ছালাত শেষে হাত তুলে দো'আ না করার কারণে মুছল্লীরা কোন এক আলেমের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। আর সেজন্য উক্ত আলেমকে তারা ইমামতি থেকে বাদ দিয়ে তদস্থলে একজন সাধারণ লোককে যার ক্বিরাআত শুদ্ধ নয়, তাকে দিয়ে ইমামতি করাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ইমামের প্রতি মুছল্লীরা সন্তুষ্ট না থাকলে তার পিছনে ছালাত হয় না- বলে তারা দলীল পেশ করছে। বিষয়টির সমাধান কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
ধর্মগড়, চিকনী
রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁ।

উত্তরঃ প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী এখানে মুছল্লীগণ কয়েকটি কারণে রামাত্মক ভুল করেছেন। (১) যোগ্য ইমামকে বাদ দিয়ে অযোগ্য লোককে ইমাম নির্ধারণ করে তারা ছহীহ হাদীছের বিরোধিতা করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমভাবে কুরআন পড়তে পারে এবং শরীয়ত সম্পর্কে অবগত সেই ব্যক্তি ইমাম হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭-১১১৮)*।

(২) ইমামের প্রতি মুছল্লীরা অসন্তুষ্ট থাকলে 'মুছল্লীদের ছালাত হয় না' একথা বলে তারা আরেকটি ভুল করেছেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তির ছালাত তাদের কর্ণ অতিক্রম করেনা (ক) পলাতক গোলাম যতক্ষণ না ফিরে আসে (খ) ঐ স্ত্রী যে রাত্রি যাপন করে, অথচ তার উপরে স্বামী ক্রুদ্ধ থাকে (গ) ঐ ইমাম যাকে মুক্তাদীরা অপসন্দ করে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১২২)*। এখানে মুছল্লীদের ছালাত কবুল হবে না, এমন কথা নেই। অতএব মুছল্লীদের ছালাত ঠিকই কবুল হবে, ইমাম যিনিই হউন না কেন। তাছাড়া এক্ষেত্রে ইমামের কোন দোষ নেই। অতএব মুছল্লীরা অন্যায়ভাবে তার উপরে অসন্তুষ্ট হ'লে তা শরীয়তে গ্রহণীয় নয়।

(৩) ফরয ছালাত শেষে ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে প্রচলিত মুনাজাতের প্রথাটি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এই রেওয়াজের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। যারা করেন, তারা সাধারণভাবে বর্ণিত দো'আর হাদীছগুলির উপরে ভিত্তি করেই এটা করেন। এক্ষণে উক্ত ইমাম ছাহেব উক্ত বিদ'আত পরিত্যাগ করায় তাঁকে ইমামতি থেকে বরখাস্ত করে প্রচলিত প্রথায় মুনাজাতকারী এবং সাধারণ এক ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করে মুক্তাদীগণ প্রকারান্তরে বিদ'আতকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন ও হক-কে পরিত্যাগ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সম্মান করল, সে ব্যক্তি ইসলাম ধ্বংসে সহযোগিতা করল' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৮৯, 'হাসান' -আলবানী ঐ, টীকা ৬)*।

অতএব মুছল্লীদের অবিলম্বে তওবা করে পূর্বের ইমামকেই বহাল করা উচিত।

প্রশ্ন (৯/৯)ঃ জনৈক বক্তা মহিলাদের পর্দা সম্পর্কে বেশ ভাল বক্তৃতা করলেন। কিন্তু তার বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে দেখি সে দিব্যি ভাবীদের সাথে আলাপ করছে। তার স্ত্রীও দেবরদের সাথে পর্দা করছে না। এক্ষণে আমার

প্রশ্ন, কথা ও কাজের সাথে মিল না থাকলে তার পরিণতি কি হবে?

-আব্দুল হাকীম
ভাওয়াল মির্জাপুর, গাজীপুর।

উত্তরঃ কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকা মুমিনের অন্যতম গুণ। যার কথা ও কাজের মধ্যে মিল নেই তার পরিণতি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা কেন বল? *(ছফ ২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে এনে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে যাবে। তখন সে ঐ নাড়িভুঁড়ির চতুষ্পার্শ্বে ঘুরতে থাকবে। যেমনভাবে গাধা ঘানির চতুষ্পার্শ্বে ঘুরে থাকে। এহেন অবস্থাদৃষ্টে জাহান্নামবাসীরা তার চারপাশে একত্রিত হবে ও তাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে অমুক! তোমার এ কি দশা? তুমি না সর্বদা আমাদেরকে ভাল কাজের উপদেশ দিতে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে? তখন লোকটি বলবে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের উপদেশ দিতাম ঠিকই, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আমি তোমাদেরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম ঠিকই, কিন্তু আমি নিজেই সে কাজ করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯; 'সৎ কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ)*। প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়টি এদেশে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ফল। এটা পরিবর্তন করার জন্য সকল পক্ষকে সমভাবে আন্তরিকভাবে চেষ্টা নিতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। অতএব উক্ত বক্তা বা তাঁর স্ত্রী জায়েয মনে করে ও খুশীমনে এটা করলে অবশ্যই গোনাহগার হবেন।

প্রশ্ন (১০/১০)ঃ সূরা হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'হে মানব সম্প্রদায়! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার...'। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন? আয়াতটির ব্যাখ্যাসহ কারণ উল্লেখ পূর্বক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আযহারুদ্দীন
বারিধারা, ঢাকা।

উত্তরঃ অত্র আয়াতটি মানুষের বিশ্ব জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে। অত্র আয়াতে মানুষে মানুষে বিভেদ -এর ভেদরেখা ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিয়ে সকল মানুষকে এক আদমের সন্তান হিসাবে এক কাতারে দাঁড় করানো হয়েছে। কুরআনের এই বিশ্বধর্মী উদার দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে যেমন এক জাতি হিসাবে পরস্পরে মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ করে, তেমনি সকলকে একক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র গোলামীতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। সাথে সাথে মানুষকে বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করার অন্তর্নিহিত কারণ হিসাবে বলা হয়েছে 'যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার'। পরস্পরের ভিন্ন পরিচয় পরস্পরকে চিহ্নিত করে ও পরস্পরের প্রতি সাহায্যে উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর পারস্পরিক সহযোগিতা একটি সহমর্মিতাপূর্ণ বিশ্বসমাজ গড়ায় প্রেরণা যোগায়। *(বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক আত-তাহরীক, দরসে কুরআন 'জাতীয়তাবাদ' জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০ সংখ্যা)*।

প্রশ্ন (১১/১১)ঃ জানাযার জন্য কোন কোন জায়গায় গাড়ীতে করে লাশ বহন করা হয়। এটা কি শরীয়ত সম্মত?

-মুহাম্মাদ মোস্তফা সরকার
ডাকরা, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ জানাযার জন্য গাড়ীতে করে লাশ বহন করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। সুন্নাত হচ্ছে- পুরুষেরা কাঁধে লাশ বহন করে কবরস্থানে নিয়ে যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৪৬-৪৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ 'তোমরা জানাযার অনুগমন কর। তা তোমাদের আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দিবে' *(তালখীছ ৩৮-৪৩ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জানাযার সাথে ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে চলেন এবং জানাযা শেষে তারা চলে যান। এ কারণে আমি বাহনে সওয়ার হইনি। এখন তাঁরা চলে গেছেন বিধায় সওয়ার হ'লাম' (আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৬৭২-এর টীকা নং ৪)। -দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ২য় সংস্করণ, ১২৩ পৃঃ। অতএব নিতান্ত বাধ্য না হ'লে কাঁধে করেই লাশ বহন করবে।

প্রশ্ন (১২/১২)ঃ যে সমস্ত মেয়েরা আধুনিক অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তানধারণ ক্ষমতা চিরতরে নষ্ট করে ফেলে তাদের ছালাত, ছিয়াম কবুল হবে না, তাদের সাথে অন্যান্য মেয়েদের পর্দা করা ওয়াজিব ইত্যাদি কথাগুলোর সত্যতা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই। লাইগেশনকারী মহিলার তওবা করার পদ্ধতি কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহমূদা
ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ লাইগেশন বা স্থায়ীভাবে সন্তান ধারণ ক্ষমতা নষ্ট করা হারাম ও কবীরা গোনাহ। তবে তাদের ছালাত, ছিয়াম কবুল হয় না বা তাদের সাথে অন্যান্য মহিলাদের পর্দা করা ওয়াজিব, এ কথাগুলো ঠিক নয়। তাদের পাপের শাস্তি তাদের উপর বর্তাবে *(ইসরা ১৫)*। এজন্য তাদের অবশ্যই অনুতপ্ত হ'তে হবে ও আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। তাহ'লে ইনশাআল্লাহ তাদের ছালাত ও ছিয়াম কবুল হওয়ার আশা করা যায়। তওবা করার পদ্ধতির জন্য *দেখুনঃ আত-তাহরীক মার্চ ২০০০ সংখ্যা প্রশ্নোত্তর ১/১৫১, পৃঃ ৪৮-৪৯।*

প্রশ্ন (১৩/১৩)ঃ মুহতারাম ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই-এর ১২১ পৃষ্ঠায় দেখলাম পুরুষ ও মহিলা সকল মাইয়েতের জন্য তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিবে। মহিলাদের জন্য প্রচলিত পাঁচটি কাপড়ের হাদীছ 'যঈফ' (আলবানী, যঈফ আবুদাউদ হা/৩১৫৭)। এমনিতেই দাফন-কাফনের পর হাত উঠিয়ে সম্মিলিতভাবে দো'আ করা নিয়ে সমস্যা চলছে। এরপর আবার বহু প্রাচীন নিয়ম মহিলাদের পাঁচ কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়ার হাদীছ যঈফ। এখন আমরা মানুষদের কিভাবে বুঝাব?

-কছীমুদ্দীন মণ্ডল
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ মান্য করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে কোন এখতিয়ার থাকে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়' *(আহযাব ৩৬)*। সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরে তার অনুসরণ ও অন্যকে তা বুঝানো প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব। কাজেই ফরয ছালাত শেষে জামা'আতবদ্ধ ভাবে দো'আ করার প্রথাটি অতি প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও যেমন এখন প্রকৃত সত্য প্রকাশ পেয়েছে এবং বিদ'আত বলে অনেকে তা ছেড়ে দিয়েছেন বা দিচ্ছেন। অনুরূপভাবে জানাযার ছালাত শেষে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করাও বিদ'আত প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষণে মহিলাদের কাফনের জন্য পাঁচ কাপড় ব্যবহারের প্রচলিত হাদীছটিও 'যঈফ' হওয়ায় তার উপর আমল পরিত্যাজ্য। আর ছহীহ হাদীছে যেহেতু পুরুষ-নারী উভয় মাইয়েতের জন্য তিনটি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেহেতু তার উপর আমল করা ও অন্যকে শান্তভাবে তা বুঝানো সকলের কর্তব্য। তাছাড়া বাধ্যগত অবস্থায় একটি কাপড় দিয়ে কিংবা যতটুকু সম্ভব ততটুকু দিয়েই কাফন দিবে।

সত্য প্রকাশে সাহস করে এগিয়ে যাওয়া ভিন্ন জান্নাত পিয়াসীদের অন্য কোন পথ খোলা নেই।

প্রশ্ন (১৪/১৪)ঃ 'শয়তান মানুষের মধ্যে তার রক্তের ন্যায় বিচরণ করে থাকে' (মুত্তা, মিশকাত হা/৬৮) এ হাদীছটির মূল উদ্দেশ্য কি? তাছাড়া সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণের সময় চীৎকার দেয় এর কারণ কি?

-শফীকুর রহমান
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ এর মর্মার্থ হলঃ মানুষের নফসে আম্মারাহকে প্ররোচিত করে তার মধ্যে কুপ্রভাব বিস্তার করার জন্য শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের ন্যায় বিচরণ করে থাকে। উক্ত হাদীছে মানুষকে পথভ্রষ্ট করায় শয়তানের বিপুল ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তার থেকে সর্বদা সতর্ক থাকার জন্য মানবজাতিকে সাবধান করা হয়েছে। এর অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, যতদিন শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচল করবে, ততদিন শয়তান মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করবে না' *(মিরক্বাত)*। সন্তান-সন্ততির জন্মগ্রহণের সময় চীৎকার দেওয়া শয়তানের খোঁচার কারণেই হয়ে থাকে বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯, ৭০)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫)ঃ আমার খালাতো বোন গান শেখার জন্য গানের মাষ্টার ঠিক করে। আমি তাকে গান-বাজনা শরীয়ত সম্মত নয় বললে সে বলে, জনৈক আলেম বলেছেন, শিরকী কথা না থাকলে তা জায়েয। শরীয়তের দৃষ্টিতে গান-বাজনার বিধান কি?

-কায়ছার আহমাদ
একাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ
পাবনা ইসলামিয়া কলেজ, পাবনা।

উত্তরঃ মাওলানা ছাহেবের উপরোক্ত কথাটি রুচিশীল ও উপদেশমূলক কবিতা সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গান-বাজনার ক্ষেত্রে নয়। কারণ শরীয়তে গান-বাজনা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের কিছু লোক এমন হবে যারা ব্যভিচার, রেশমের কাপড় পরিধান করা, মদ এবং গান-বাজনা হালাল মনে করবে' (বুখারী ২/৮৩৭ পৃঃ)।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বাজনা বা বাঁশীর শব্দ শুনতে পেলে কানে আঙুল দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতেন। যা রাসূল (ছাঃ) থেকেও প্রমাণিত (আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৮১১, সনদ হাসান)।

প্রশ্ন (১৬/১৬)ঃ কোন হিজড়া কি মহিলাদের মজলিসে বসতে পারে? তার পর্দা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?

-আরীফুল ইসলাম
সোনাবাড়িয়া বাজার
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কোন হিজড়া কোন মহিলার সাথে বা মহিলাদের মজলিসে বসতে পারবে না। তাদের সাথে মহিলাদের পর্দা করা ওয়াজিব। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রথমদিকে হিজড়াদেরকে মহিলাদের মজলিসে প্রবেশ করতে বাধা দেননি। কিন্তু যখন জনৈক হিজড়া 'গায়লান' নামক এক ব্যক্তির কন্যা সম্পর্কে কিছু বলল এবং নারীদের ব্যাপারে সে কিছু বুঝল, তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের থেকে পর্দা করার নির্দেশ দিলেন (মুসলিম, আবুদাউদ, ইরওয়াউল গালীল ৬/২০৫ পৃঃ)।

প্রশ্ন (১৭/১৭)ঃ আমাদের গ্রামের একটি জমির মালিক হিন্দু। সে বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছে। তার নামে রেকর্ডকৃত জমি সরকারের কাছ থেকে বার্ষিক লিজ নিয়ে চাষাবাদ করা হয় এবং সে জমির আয় দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হ'ল, উক্ত জমির আয় দিয়ে মসজিদ নির্মাণের কাজ শরীয়ত সম্মত কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নূর মুহাম্মাদ তরফদার
শিহালী, হাটগাঙ্গোপাড়া
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ জমির মালিক হিন্দু হ'লেও বর্তমানে জমির মালিক সরকার। আর সরকার যখন স্বেচ্ছায় উক্ত জমি লিজ দিচ্ছে, তখন সেই জমির আয় হ'তে মসজিদ নির্মাণ করাতে শরীয়তে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (১৮/১৮)ঃ অনেকে বলেন, ওযূ করার সময় কথা বললে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-মুসাম্মাৎ দেলোয়ারা বেগম
খুরমা (চড়বাড়ী), ছাতক, সুনামগঞ্জ।

উত্তরঃ ওযূ করার সময় কথা বললে ওযূ নষ্ট হয়ে যায় কথাটি ভিত্তিহীন। ওযূ ভঙ্গের কারণ সমূহ হচ্ছে- পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু নির্গত হওয়া। বিভিন্ন ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, এটিই হ'ল ওযূ ভঙ্গের প্রধান কারণ। পেটের গণ্ডগোল, ঘুম, যৌন উত্তেজনা ইত্যাদি কারণের প্রেক্ষিতে যদি কেউ সন্দেহে পতিত হয় যে, ওযূ টুটে গেছে, তাহ'লে পুনরায় ওযূ করবে। আর যদি কোন শব্দ, গন্ধ বা চিহ্ন না পান এবং নিজের ওযূর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকেন, তাহ'লে পুনরায় ওযূর প্রয়োজন নেই। 'ইস্তেহাযা' ব্যতীত কম হৌক বা বেশী হৌক অন্য কোন

রক্ত প্রবাহের কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই (আলবানী, হাশিয়া, মিশকাত হা/৩৩৩; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৩৪-৩৫)।

প্রশ্ন (১৯/১৯)ঃ চাশতের ছালাত কয়টা পর্যন্ত পড়া যায় এবং কখন পড়া উত্তম? দ্বিপ্রহর মানে কি সকাল দশটা?

-ফাতেমা
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ছালাতুয্ যুহা বা চাশতের ছালাত প্রথম প্রহরের পর হ'তে দ্বিপ্রহরের পূর্বেই পড়তে হবে। সূর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) চাশতের ছালাত আদায় করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩০৯-১২)*।

প্রশ্ন (২০/২০)ঃ নতুন বাড়ীতে উঠার নিয়ম কি? নতুন বাড়ীতে উঠার সময় হাফেয বা মাদরাসার ছাত্র ডেকে কুরআন পড়িয়ে নেওয়া ও খাওয়ানো কি শরীয়ত সম্মত?

-মুহাম্মাদ সাইফুয্যামান
মুজগুন্নী, চিনাটোলা বাজার
মনিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ নতুন বাড়ীতে উঠার জন্য শারঈ কোন পদ্ধতি পাওয়া যায় না। তবে যে কোন বাড়ী থেকে শয়তান হটানোর জন্য এবং বরকত লাভের জন্য কিছু শারঈ পদ্ধতি রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা আমি এবং আমাদের বাড়ীর একজন ইয়াতীম রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছিলাম এবং আমার মা উম্মু সুলায়েম আমাদের পিছনে ছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮)*। রাসূল (ছাঃ)-এর অত্র ছালাত বরকত মূলক এবং প্রশিক্ষণমূলক ছিল *(মিরআতুল মাফাতীহ 'মাওক্বেফ' অধ্যায়)*। বারা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাত্রে সূরা কাহ্ফ পড়ছিল আর তার পার্শ্বে তার ঘোড়া দু'টি রশি দ্বারা বাঁধা ছিল। এমন সময় এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে নিল এবং তার নিকট থেকে নিকটতর হ'তে লাগল। এতে তার ঘোড়া লাফাতে লাগল। সে সকালে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে উক্ত বিবরণ পেশ করেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, উহা ছিল আল্লাহ্র রহমত, যা কুরআন পাঠের সাথে নাযিল হয়েছিল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৭)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের ঘরসমূহকে কবরস্থানে পরিণত কর না (তাতে কুরআন পড়)। কেননা শয়তান ঐ ঘর হ'তে পলায়ন করে, যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পড়া হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নতুন বা পুরাতন যে কোন ঘরে কুরআন পড়লে শয়তান পালিয়ে যায়। সেখানে বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়। অতএব নতুন বাড়ীতে উঠার সময় জিন বা শয়তানের ক্ষতির আশংকা থেকে বাঁচার জন্য নিজে কিংবা অন্য কোন মুত্তাক্বী আলেম দ্বারা কুরআন পাঠ করিয়ে নেওয়া যায়।

প্রকাশ থাকে যে, এজন্য 'মীলাদ' করে অথবা কোন অনুষ্ঠান করে বাড়ীতে উঠা শরীয়ত সম্মত নয়। এর দ্বারা প্রচলিত 'ঘর এক্বামত' প্রথাটিও প্রমাণিত হয় না।

প্রশ্ন (২১/২১)ঃ মাযহাবী ইমামের পিছনে যখন ছালাত আদায় করি ইমাম তাকবীরে তাহরীমা দেওয়ার সাথে সাথে সূরা ফাতিহা আরম্ভ করে দেন। ছানা শেষ করা যায় না। অনুরূপভাবে শেষ বৈঠকেও তাশাহুদ, দরূদ ইত্যাদি শেষ করা যায় না। এমতাবস্থায় দায়ী কে হবে? মুক্তাদীগণ না ইমাম? মুক্তাদীর ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ
উপযেলা কৃষি অফিস
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।
ও
আখতারুয্যামান
আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়
বান্দরবান।

উত্তরঃ মুক্তাদী চেষ্টা করেও যেহেতু ইমামের কারণে ছালাতের আরকানসমূহ আদায় করতে পারে না, এজন্য আল্লাহ মুক্তাদীগণকে ধরবেন না। 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না...' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। এর দায়-দায়িত্ব ইমামের উপর বর্তাবে। মুক্তাদীর ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'পরবর্তী ইমাম ও আমীরগণ তোমাদের ছালাত আদায় করাবে। যদি তারা ঠিকমত পড়ায় তাহ'লে তোমাদের সকলের পক্ষেই। আর বেঠিক পড়ালে তোমাদের পক্ষে কিন্তু ইমামের বিপক্ষে *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*। তিনি আরো বলেন, 'ইমাম হ'লেন যামিন। সুতরাং যদি তিনি ভালভাবে ছালাত আদায় করেন, তবে সে ছওয়াব তার ও মুক্তাদীর উভয়েরই হবে। আর যদি তিনি মন্দভাবে ছালাত আদায় করেন, তবে তা কেবল তারই, মুক্তাদীদের উপর নয়' *(তিরমিযী, হাকেম, ছহীহুল জামে আছ-ছগীর হা/২৭৮৬)*। হাদীছ সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমামের কারণে মুক্তাদীর ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হ'লে ইমামের উপরেই সে ত্রুটি বর্তাবে।

প্রশ্ন (২২/২২)ঃ কাঞ্চন নামক স্থানে মৃত আব্দুল গফূর শাহকে আউলিয়া নামে অভিহিত করে তার মাযার নির্মাণের জন্য একই বাক্সে মাযার ও মসজিদের জন্য দান করার আহ্বান করা হয়েছে। আমাদের ইমাম ছাহেব খুৎবায় বললেন, কোন ব্যক্তি আউলিয়া হ'তে পারে না এবং কবর ও মসজিদ পাশাপাশি হ'তে পারে না। সুতরাং ঐ বাক্সে পয়সা দিলে ছওয়াবের পরিবর্তে পাপ হবে। এর সত্যতা জানতে চাই।

-ইমাম ও মুছল্লীবৃন্দ
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেব যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সঠিক ও শরীয়ত সম্মত। আউলিয়া বলে ইসলামে কোন শ্রেণী নেই। কে সত্যিকারের ওলী তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আল্লাহ্র খাঁটি বান্দারা কখনোই নিজেকে ওলী বলে দাবী করেন না। তাছাড়া কবর বা মাযার পাকা করা, তার উপর লিখা ও চুনকাম করতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৯৭ ও ১৭০৯)*। মাযার নির্মাণের জন্য চাঁদা বা দান করা গোনাহের কাজ। মাযার যেহেতু কবরস্থান, সেহেতু সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নয়। কবরস্থানে ছালাত আদায় সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের উপর ছালাত আদায় কর না' *(মুসলিম, ফৎহুলবারী ১/৬২৪ পৃঃ 'মুশরিকদের কবর খনন' অধ্যায়)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)

বলেছেন, 'কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত পুরা পৃথিবী ছালাতের স্থান' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৩৭)*। জুনদুব (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, সাবধান! তোমরা কবরকে ছালাতের স্থান হিসাবে নির্ধারণ কর না। আমি তোমাদের একাজ করতে নিষেধ করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩)*। উপরোল্লেখিত দলীলসমূহ বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, মাযারের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ ও মাযার নির্মাণের জন্য একই বাক্সে দান করা যাবে না। এতে গোনাহ ব্যতীত ছওয়াবের আশা করা যায় না।

প্রশ্ন (২৩/২৩)ঃ স্বামী তার নিজ স্ত্রীর সন্তান প্রসবের সময় ধাত্রী হ'তে পারবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
বিভাগদী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
অভয়নগর, যশোর।

উত্তরঃ বিনা দ্বিধায় নিজ স্ত্রীর সন্তান প্রসবের সময় স্বামীর ধাত্রী হওয়া বা সহযোগিতা করা শরীয়ত সম্মত। কারণ ধাত্রী হওয়া স্ত্রীর খেদমত করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের জন্য পোষাকের সাথে তুলনা করেছেন' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। তবে স্বামী এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ হ'লে অভিজ্ঞ ও বিবেকবান মহিলা বা ক্লিনিকের শরণাপন্ন হবে। প্রসবের সময় গ্রাম্য মহিলারা যেভাবে প্রসবকারিনী মহিলার পাশে ভিড় করে, এটা শরীয়ত পরিপন্থী কাজ।

প্রশ্ন (২৪/২৪)ঃ খন্দকার মাওলানা বশির উদ্দীন (এম,এম) রচিত 'খায়রুল হাশর' নামক গ্রন্থে দেখলাম, আদম (আঃ)-এর জোড়া জোড়া সন্তান হ'ত। কিন্তু শীষ (আঃ) একাই জন্ম নেন। কাজেই বিবাহের সময় তার কোন পাত্রী না পাওয়ায় জান্নাতের হুরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মুছাদ্দেক্ব হোসাইন
পলিকাদোয়া, বানিয়াপাড়া
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ শীষ (আঃ) একাই জন্মগ্রহণ করেছেন একথা যেমন কোন বিশুদ্ধ সূত্র দ্বারা প্রমাণিত নয়, তেমনি বিবাহের জন্য কোন পাত্রী না পাওয়ায় জান্নাতের হুরের সাথে বিবাহ হওয়াও কোন বিশুদ্ধ সূত্র দ্বারা প্রমাণিত নয়। এসব ভিত্তিহীন কথা মেনে নিলে কুরআনের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করা হবে। আল্লাহ বলেন, 'জান্নাতের হুরদেরকে জিন এবং মানুষ স্পর্শ করেনি' *(আর-রহমান ৫৬)*।

প্রশ্ন (২৫/২৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বাঁধে। ঝগড়ার গতি দেখে অপর এক ব্যক্তি তাকে বলে, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও। তুমি তালাক না দিলে আমি বাজারে যাব না। সাথে মাটি নিয়ে শপথ করে বলে, যদি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও তাহ'লে আমার জমি তোমাকে কোবালা করে দিব। এ সময় তার স্ত্রী তালাক চায়। তখন সে বলে ইতিপূর্বে তুমি তালাক চেয়েছিলে। তোমাকে তালাক দিয়ে শারঈ বিধান মত গ্রহণ করেছি। আবার তুমি তালাক চাও। যাও তোমাকে ১, ২, ৩ তালাক দিলাম। যদি তোমাকে গ্রহণ করি, তাহ'লে আমি... যেনা করি। এখন এ স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে কি? যে তালাক দিতে বলেছে তার স্ত্রী কি তালাক হয়ে যাবে? এসব কসমের কাফফারা কি হবে?

-আকবর আলী
প্রতাপ জয়সেন, সাতদরগা
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নের বিবরণে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত স্ত্রী এখন দু'তালাক প্রাপ্তা। এখন তিনি ইচ্ছা করলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারেন। আর ইদ্দত পার হ'লে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। কারণ ইসলামী বিধান মতে দু'তালাকের পর স্ত্রী ফিরিয়ে নেওয়া যায় *(বাক্বারাহ ২২৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৭৫)*। কিন্তু তৃতীয় তালাক কার্যকর হওয়ার পর অন্য লোকের সাথে স্বেচ্ছায় বিবাহ ও তার পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান ব্যতীত পূর্বের স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে না (বাক্বারাহ ২৩০)।

উল্লেখ্য যে, তালাক পরপর দু'বার দিবে। অতঃপর স্ত্রীকে হয় রেখে দিবে, নয় সুন্দরভাবে ছেড়ে দিবে' *(বাক্বারাহ ২২৮)*। এটিই হ'ল তালাকের সুন্নাতী নিয়ম। একসাথে এক বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করলে তা এক তালাক বলে গণ্য হবে *(হাদীছে রুকানা; আহমাদ, ফাৎহুল বারী হা/৫২৬১-এর ব্যাখ্যা, ৯/২৭৫ পৃঃ)* এবং এটাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর এবং ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালের প্রথম দু'বছর পর্যন্ত চালু ছিল' *(মুসলিম হা/১৪৭২, 'তালাক' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২)*।

যিনি তালাক দিতে বলেছেন তার স্ত্রী তালাক হবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করা জায়েযও নয়। ঐ ব্যক্তি যে নোংরা বাক্য উচ্চারণ করেছে সেজন্য তাকে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে ও তওবা করতে হবে *(মুহাল্লা ৬/২৮১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬)ঃ ইসলামী বিধান মতে কসাইগিরি জায়েয কি? গোশতের ছিটেফোঁটা ও রক্ত শরীরে বা কাপড়ে লাগলে ছালাত জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইসলামী বিধান মতে কসাইগিরি জায়েয। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে অনেক ছাহাবী কসাইগিরি করতেন। আলী (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) আমাকে উট ও গরুগুলি আয়ত্তে রাখতে বললেন। এগুলির গোশত, চামড়া ও ঝুলসমূহ মিসকীনদেরকে প্রদান করতে এবং কসাইদেরকে গোশত প্রদান করতে নিষেধ করলেন' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম 'আযাহী' অধ্যায়)*।

গোশতের ছিটেফোঁটা বা রক্ত কাপড়ে লাগলে তাতে ছালাত জায়েয হবে। আল্লাহ তা'আলা রক্ত খাওয়া হারাম করেছেন; কিন্তু রক্তকে অপবিত্র বলেননি। সে কারণ শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 'ইস্তেহাযার রক্ত ব্যতীত কম হৌক বা বেশী হৌক অন্য কোন রক্ত প্রবাহের কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই' *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩৩৩-এর টীকা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২৭/২৭)ঃ এক ব্যক্তি জামা'আতের শেষাংশ পেল। সে কি ইমামের সঙ্গে সালাম ফিরানো পর্যন্ত দো'আগুলি পড়তে থাকবে না চুপ করে বসে থাকবে?

-এনামুল হক
ফিরোজ বস্ত্রালয়
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন মুছল্লী জামা'আতের শেষাংশ পেলে ইমামের সঙ্গে দো'আগুলি পড়তে থাকবে। আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য। কাজেই তোমরা তার বিরোধিতা কর না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা ছালাত আদায় করতে আস, তখন ধীরস্থীরভাবে আস। যে অংশটুকু পাও তা পড়। আর যে অংশ ছুটে যায় তা পূর্ণ কর' *(বুখারী ১/৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৮/২৮)ঃ আমাদের গ্রামে এক মেয়ের অবৈধ উপায়ে এক সন্তান জন্ম হয়। গ্রাম্য শালিসে মেয়েটি একটি ছেলের নাম করে। কিন্তু ছেলেটি তা অস্বীকার করে। শালিসের লোকজন ৪০ দিন পর ঐ ছেলের সাথে মেয়েটির বিবাহের দিন ধার্য করে। বিবাহ বৈঠকে এক আলেম ফৎওয়া দেন যে, এ বিবাহ বৈধ হবে না। কারণ এ অবৈধ কাজের কোন সাক্ষী নেই। তিনি এও বলেন যে, এ বিবাহের বৈঠকে যারা থাকবে, তাদের স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এ বিবাহ কি জায়েয? উপস্থিত লোকদের স্ত্রী কি তালাক হয়ে যাবে?

-ফারজানা আক্তার
ও আয়েশা খাতুন
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী অবৈধ সন্তান উক্ত ছেলের বলে প্রমাণিত হ'লে ছেলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ জায়েয হবে। আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর যুগে এক লোক এক মেয়ের সঙ্গে যেনা করে। তিনি তাদের শাস্তি প্রদান করেন এবং তাদের বিবাহ দিয়ে দেন। অনুরূপ বিবাহ দিয়েছিলেন ওমর, ইবনে মাস'ঊদ ও জাবির (রাঃ) *(তাফসীরে কুরতুবী সূরা নূর ৩ আয়াতের তাফসীর)*। তবে ছেলে যদি স্বীকার না করে এবং কোন প্রমাণ না থাকে, তাহ'লে মেয়েটি অন্যত্র বিবাহ করতে পারে। কারণ মেয়ের পেটে এখন বাচ্চা নেই। কাজেই যে কোন ছেলের সাথে ঐ মেয়ের বিবাহ জায়েয। তবে আজকাল বিজ্ঞানের যুগে সন্দেহযুক্ত যুবক ও ভুমিষ্ট বাচ্চার রক্ত কিংবা ডিএনএ পরীক্ষা করলেই খুব সহজে বিষয়টি ধরা যেতে পারে। অতএব উভয়কে যিনার শাস্তি দিয়ে বিবাহ দিতে হবে। পুরুষকে ধরা না গেলে মেয়েটিকে এককভাবে যেনার শাস্তি দিতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, বৈঠকে উপস্থিত লোকদের স্ত্রী তালাক হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত জনৈক আলেমের ফৎওয়াটি ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (২৯/২৯)ঃ মহিলারা জুম'আর দিন মসজিদে না গিয়ে বাড়ীতে ছালাত আদায় করলে জুম'আর ছালাত আদায় করবে না যোহরের ছালাত আদায় করবে?

-আব্দুল কাফী
মির্জাপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মহিলাদের উপর জুম'আর ছালাত ফরয নয় *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৭৭)*। এক্ষণে পুরুষ হৌক বা নারী হৌক যারা জুম'আর ছালাত পাবে না বা জুম'আয় উপস্থিত হ'তে পারে না, তাদেরকে যোহরের ছালাত আদায় করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'জুম'আর ছালাত এক রাক'আত পেলে আর এক রাক'আত মিলিয়ে নিতে হবে। আর দ্বিতীয় রাক'আতের রুকু ছুটে গেলে চার রাক'আত পড়তে হবে' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ইরওয়াউল গালীল ৩/৮২ ও ৮৮ পৃঃ হা/৬২১ -এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (৩০/৩০)ঃ আমাদের মসজিদে মেয়েরা বারান্দায় পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে। অনেক সময় পুরুষ ও মেয়েদের মাঝে কয়েক লাইন ফাঁকা থেকে যায়। এতে সকলের ছালাত কি জামা'আতবদ্ধভাবে হচ্ছে?

-বেগম ত্বাহেরা
নিশ্চিন্তপুর, পারহাটী
ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ মেয়েরা পুরুষ মুছল্লী ও তাদের মাঝে কয়েক লাইন ফাঁকা রেখেও ছালাত আদায় করতে পারে। এমনকি মসজিদের বাইরে অন্য কোন স্থান থেকেও জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করতে পারে। যদি সেখানে আওয়ায পৌঁছানো যায় ও ইক্বতেদা করা সম্ভব হয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁর ঘরে ছালাত আদায় করতেন এবং লোকেরা ঘরের বাইরে থেকে তাঁর ইক্বতিদা করত' *(ছহীহ আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১১৪)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১)ঃ আমি একটা দোকানে চাকুরী করি। মালিককে ষাট হাযার টাকা ঋণ দিয়েছি। চাকুরী না করলে টাকা ফেরৎ দিবে। উক্ত ঋণ দিলে বেতন বেশী হয়। আর ঋণ না দিলে বেতন কম হয়। এভাবে চাকুরী করা যাবে কি?

-আনীছুর রহমান, নওগাঁ।

উত্তরঃ মালিককে টাকা ঋণ দেওয়ার কারণে যদি বেতন বেশী প্রদান করা হয়, তাহ'লে উক্ত বেশী বেতন গ্রহণ করে চাকুরী করা জায়েয হবে না। কারণ ঋণের টাকা যে লাভ বহন করে তা সূদ। যে ঋণ লাভ আনয়ন করে সে ঋণকে উবাই ইবনে কা'ব, ইবনে মাস'ঊদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) অপসন্দ করতেন এবং তা গ্রহণ করতে নিষেধ করতেন *(বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১৩৯৭)*। ঋণ প্রদানকারী উপঢৌকন গ্রহণ করলে কিংবা যেকোন সহযোগিতা গ্রহণ করলে তাও সূদ হবে। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কেউ কোন ব্যক্তিকে ঋণ দিলে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট হ'তে কোন উপহার বা হাদিয়া গ্রহণ করবে না বা তার বাহনে সওয়ার হবে না। তবে যদি পূর্ব থেকেই তাদের মধ্যে এটা চালু থাকে' *(বায়হাক্বী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৮৩১-৩২)*। আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা (রাঃ) বলে, একবার আমি মদীনা এসে আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি এমন এলাকায় বাস কর যেখানে সূদের প্রচলন খুব বেশী। অতএব কারু কাছে যদি তোমার পাওনা থাকে আর যদি সে তোমাকে এক বোঝা খড়, এক গাঁটরি যব বা ঘাসের একটি বোঝাও উপঢৌকন দেয়, তবে তা গ্রহণ কর না। কারণ এটা সূদ হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/২৮৩৩)*।

প্রশ্ন (৩২/৩২)ঃ একটি ছাগলের বাচ্চা তার মায়ের দুধ না পাওয়ায় কুকুরের দুধ খেয়ে বড় হয়। তার গোশত ভক্ষণ করা বা তাকে বাজারে বিক্রি করা যাবে কি?

-খুরশেদ আলম
মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ হালাল-হারাম মেনে চলার হুকুম শুধুমাত্র জিন ও মানুষের উপর রয়েছে, পশুপাখির জন্য নয়। আল্লাহ তা'আলা একমাত্র জিন ও মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'এটা হ'ল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই এ সীমা অতিক্রম কর না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে তারাই যালেম' *(বাক্বারাহ ২২৯)*। সুতরাং ইচ্ছা করলে এ ছাগলের গোশত ভক্ষণ করা যায় এবং বিক্রিও করা যায়। তবে দুধের একটা প্রতিক্রিয়া আছে। সেকারণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হ'লে খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা খাদ্যের জন্য 'হালাল' ও 'ত্বাইয়িব' দু'টি শর্ত রয়েছে *(বাক্বারাহ ১৬৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩)ঃ অনেকে বলেন, একজন শহীদ ৭০ জনকে এবং একজন হাফেয ১০ জনকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এ কথার সত্যতা জানতে চাই?

-ফিরোয
গঙ্গারামপুর, মণিগ্রাম
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ একজন শহীদ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে ৭০ জন নিকটাত্মীয়কে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এটা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। মিক্বদাম ইবনে মা'দীকারাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য ৬টি মর্যাদা রয়েছে। প্রথমেই তাকে ক্ষমা করা হবে, তার জান্নাতের স্থান দেখানো হবে, কবরের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে নেওয়া হবে, বড় আতঙ্ক থেকে নিরাপদে রাখা হবে, পৃথিবী ও তন্মধ্যের বস্তু হ'তে মূল্যবান ইয়াকূত পাথর দ্বারা নির্মিত মর্যাদার মুকুট তার মাথায় পরিয়ে দেওয়া হবে, ৭২ জন হুরের সাথে তার বিবাহ দেওয়া হবে এবং নিকটতম ৭০ জন লোকের সুফারিশ কবুল করা হবে' *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৩৮৩৪ 'জিহাদ' অধ্যায়)*। তবে একজন হাফেয ১০ জনকে সুফারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে এই মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'যঈফ' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৪১; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৩৮)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪)ঃ গর্ভাবস্থায় কোন স্ত্রীকে তিন মাসে তিন তালাক প্রদানের পর প্রসবান্তে স্বামী ঐ স্ত্রীকে পুনরায় ফেরত নিতে পারবে কি?

-ওছমান
নারুলী, বগুড়া।

উত্তরঃ গর্ভাবস্থায় কোন লোক তার স্ত্রীকে তিন মাসে তিন তালাক প্রদানের পর প্রসবান্তে স্বামী ঐ স্ত্রীকে পুনরায় ফেরত নিতে পারে না। কারণ গর্ভবতীদের ইদ্দত হচ্ছে গর্ভপাত হওয়া *(তালাক্ব ৪)*। আল্লাহ তা'আলা গর্ভাবস্থাকে তিন ইদ্দতের সমান গণ্য করেছেন। কাজেই তিন মাসে তিন তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে ফেরত নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। যতক্ষণ না কেউ স্বেচ্ছায় বিবাহ এবং স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান করে (বাক্বারাহ ২৩০; ছহীহ আবূদাঊদ হা/২১৯৫)।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫)ঃ জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় কাতারের মধ্যে খুঁটি রেখে ছালাত আদায় করা কি জায়েয?

-আব্দুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় (নিতান্ত বাধ্যগত অবস্থা ব্যতীত) কাতারের ভিতরে খুঁটি রেখে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে না। মু'আবিয়া ইবনে কুররা (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে খুঁটির মধ্যে কাতারবন্দী হ'তে নিষেধ করা হ'ত এবং সেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হ'ত *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৮২৮; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৩৩৫)*। আল্লামা নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'খুঁটির মধ্যে কাতার না হওয়ার জন্য উক্ত হাদীছটি স্পষ্ট দলীল'। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলতেন, তোমরা খুঁটির মধ্যে (খুঁটিকে মাঝে রেখে) কাতারবন্দী হয়ো না *(ঐ, ১/৫৯০ পৃঃ)*। কাজেই খুঁটির আগে বা পিছে কাতার দেয়া যরূরী। কারণ কাতারের মধ্যে খুঁটি থাকলে কাতারের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আসে। আর একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাতারের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রাখা যাবে না *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১১০২)*।

সংশোধনী

গত সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যা ২১/৩৫১ নং প্রশ্নের উত্তরটি শরীয়তের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে ঠিক রয়েছে। কারণ দুধ পানের সময়সীমা হচ্ছে পূর্ণ দু'বছর *(বাক্বারাহ ২৩৩; বুখারী 'তরজমাতুল বাব' ২/৭৬৪)*। এ নির্ধারিত সময়ের পরে কেউ কোন মহিলার দুধ পান করলে সে তার 'দুধ মা' হবে না। উম্মে সালামাহ প্রমুখাৎ বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لا يُحَرِّمُ من الرَّضَاعِ إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثَّدْيِ و كان قبل الفطام। অর্থাৎ 'দুধ পান কিছুকে হারাম করে না দুধ ছাড়ানোর আগে ব্যতীত' (তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৭৩ 'মুহাররামাত' অনুচ্ছেদ; ছহীহ তিরমিযী হা/৯২১ 'দু'বছরের কম বয়সের মধ্যে ব্যতীত দুধপান কাউকে হারাম করে না' অনুচ্ছেদ)।

উক্ত হাদীছ বর্ণনা শেষে ইমাম তিরমিযী বলেন, ছাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্বানের নিকটে এই আমল গৃহীত যে, দু'বছর বয়সের নীচে ব্যতীত দুধপান কাউকে হারাম করে না'।

চট্টগ্রাম হ'তে জনৈক পত্র লেখকের পেশকৃত মুসলিম শরীফের 'দুধপান' অধ্যায়ে মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ১ম হাদীছটির ব্যাখ্যা একই রাবী বর্ণিত ৪,৫,৬,৭ নং হাদীছে এসেছে। তার সঙ্গে প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। একই মর্মের হাদীছটি মিশকাতে 'মুহাররামাত' অনুচ্ছেদেও আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে *(হা/৩১৬২)*। *-বিস্তারিত দেখুনঃ আল-মুগনী ৭/৫৭২ পৃঃ, মিরক্বাত ৬/২২৮-২৯; সুবুলুস সালাম ৩/২১৪; মুহাল্লা ১০/২০৩ পৃঃ)*। তবে উক্ত ফৎওয়ার প্রমাণে গত সংখ্যায় পেশকৃত মুসলিম শরীফের হাদীছটি ফৎওয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়। ভুলবশতঃ উল্লেখ হয়েছে। এ জন্য আমরা দুঃখিত *-সম্পাদক*।